জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

যতীন দাস স্মরণ

বাংলা ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলন হত না। স্বাধীন হত না দেশ। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফের স্মরণ করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারী বৃষ্টি নেই

বাংলা থেকে দূরে সরেছে মৌসুমি অক্ষরেখা। প্রচুর পরিমাণে ঢুকছে জলীয় বাষ্প। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি নেই। সোম ও মঙ্গল দক্ষিণের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। বুধবার থেকে কমবে বৃষ্টি

মাথার দাম ছিল ১ কোটি আত্মসমর্পণ কিষেনজির স্ত্রীর

গরুমারা ও জলদাপাড়ায় হাতি সাফারির অনলাইন বুকিং শুরু

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১১২ ● ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ২৮ ভাদ্র ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 112 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 14 SEPTEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

৩৫,৭২৬ শূন্যপদ ■ আজ একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা

২,৪৬,৫০০ পরীক্ষার্থী

প্রতিবেদন : নবম-দশমের পর আজ, রবিবার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। দ্বিতীয় দফায় আড়াই লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী একসঙ্গে একই দিনে পরীক্ষায় বসবেন। সেজন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে তৈরি স্কুল সার্ভিস কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান

আশা রাখি একাদশ ও দ্বাদশের পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে হবে। পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে বলতে চাই, প্রশাসন, শিক্ষা দফতর ও এসএসসির তরফ থেকে সর্বোচ্চ ও নির্ভুল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, প্রায় ২,৪৬,৫০০ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেবেন। মোট ৪৭৮টি কেন্দ্রে হবে পরীক্ষা। গত রবিবার নবম-দশম শ্রেণির নিয়োগ পরীক্ষায় যে নিয়মগুলি কার্যকর ছিল, সেগুলিই এবারও মানতে হবে।

১৯ তারিখে আপলোড মডেল উত্তরপত্র

প্রতিবেদন : স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে জানান হয়েছে, দু'সপ্তাহের মধ্যে উত্তরপত্র আপলোড করা হবে। সেই হিসেবে ১৮ সেপ্টেম্বর উত্তরপত্র আপলোড হবে। এরপর নেওয়া হবে পরীক্ষার্থীদের মতামত। ৫ দিন সময় দেওয়ার পর পরীক্ষার্থীদের মতামত পাঠানো হবে বিশেষজ্ঞদের কাছে। বিশেষজ্ঞরা সবুজ সংকেত দিলে তারপরেই লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এসএসসি সূত্রে খবর, ফলাফল মোটামুটি ভাবে অক্টোবরের চতুর্থ সপ্তাহে প্রকাশ করা হতে পারে। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ ইন্টারভিউ হওয়ার সম্ভাবনা। আপাতত প্যানেল প্রকাশ করার দিন নির্ধারণ রয়েছে ২৪ নভেম্বর। ২৯ নভেম্বর থেকে কাউন্সেলিং।

শনিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই মর্মে বলেন, একাদশ ও দ্বাদশের পরীক্ষাও শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে হবে। পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে বলতে চাই প্রশাসন, শিক্ষা দফতর ও এসএসসির তরফ থেকে সর্বোচ্চ স্তরের ও নির্ভুল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যা নির্দেশ

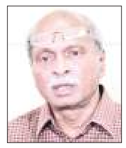

২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫০০ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবেন। গত রবিবার নবম-দশম শ্রেণির নিয়োগ পরীক্ষার যে নিয়মগুলি কার্যকর ছিল, সেগুলি এবারও মানতে হবে। আগামী সপ্তাহে মডেল উত্তর প্রকাশ করা হবে।

দিয়েছিলেন সে-সমস্ত কিছু এসএসসিকে জানিয়েছি। উল্লেখ্য, পরীক্ষা শুরু হবে রবিবার দুপুর ১২টায়, শেষ হবে ১টা ৩০ মিনিটে। নবম-দশমের তুলনায় পরীক্ষার্থী ও কেন্দ্রের সংখ্যা কম হলেও নিরাপত্তায় (এরপর ১১ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সৌরভ

বসন্তের সৌরভে
আসুন মিলি গৌরবে
বসন্তের রং সকালে
শুভ্র সূর্যের রৌদ্রোজ্জ্বলে।

হোলির রঙের রং দোলনে
ফুলের ছোঁয়ার ফুল লগনে
আবির ছোঁয়ার ধামসা মাদলে
সবাই মেতেছে রঙিন তালে।

মন-রাঙানো মন বিতানে
আবির আভার আবেশ আলিঙ্গনে
উৎসবে বসন্তের নবজাগরণে
চলেছে সবাই নতুনের প্রয়োজনে
মানুষ মেতেছেন যুগ সন্ধানে।

হাসছে সকাল হাসছে রৌদ্র
হাসছে হৃদয় মন
হাসছে আমার মনমন্দির
জাগছে আকাশ-বন।

দোলা দিচ্ছে আকাশ বাতাস
এসো সবাই উৎসবে মাতি
রঙিন শাড়িতে ভরুক নিশ্বাস
এসো জাগাই ঐক্য বিশ্বাস।।

যাদবপুর

উত্তর কোথায় প্রশ্ন অনেক

প্রতিবেদন : যাদবপুরে ইংরেজি তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যু নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছে। যে-প্রশ্নের উত্তর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই দিতে হবে। দুর্ভাগ্যের হলেও এটাই বাস্তব, ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার পরেও চেতনা ফেরেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। কখনও খুন, কখনও রহস্যমৃত্যু। কিন্তু যাঁরা সন্তানহারা হচ্ছেন, তাঁদের কাছে কী জবাব দেবে কর্তৃপক্ষ! ঘটনার পরেই কড়া ভাষায় তৃণমূল ছাত্রপরিষদ প্রতিবাদ জানিয়েছে, পথে নেমেছে। দেখা যায়নি কোনও বিপ্লবীকে। কিন্তু যাদবপুরকে ঘিরে সাধারণ মানুষের অসংখ্য প্রশ্ন। উত্তর চাই।

যাদবপুরে বারবার একই রকম ঘটনা ঘটছে। স্থায়ী উপাচার্য থাকলে এই নৈরাজ্য চলত না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছে। সরকার মনোনীত উপাচার্য থাকার সময় এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে মুন্ডুহীন করা হয়েছে। সেই কারণেই অরাজকতা চলছে।

ব্রাত্য বসু

এক. বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বারবার পড়ুয়ার মৃত্যু। এছাড়াও নানা অভিযোগ। তারপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন সিসিটিভি বসল না? কোর্টকে অগ্রাহ্য করে সিসিটিভি বসাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কারা তারা? তাদেরকেও তদন্তের আওতায় আনতে হবে।

দুই. বিশ্ববিদ্যালয় যেন গড়ের মাঠ। যে কেউ যখন তখন ঢুকতে পারে, বেরোতে পারে। একবারও কেন কর্তৃপক্ষের মনে হল না রাশ টানা দরকার। অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নোটিশ দিতে হল?

তিন. বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাত অবধি অনুষ্ঠান চলবে? কেন নির্দিষ্ট সময় থাকবে না? (এরপর ১১ পাতায়)

আরজি করের অন্তঃসত্ত্বা ডাক্তারি পড়ুয়া প্রেমিকাকে নিয়ে হোটেলে, মৃত্যুতে রহস্য

সংবাদদাতা, মালদহ : আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক পড়ুয়া অনিন্দিতা সোরেনের রহস্যমৃত্যু হল মালদহের হোটেলে। প্রেমিকের সঙ্গে হোটেলে ওঠেন তিনি। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে ভর্তি করেও শেষরক্ষা হয়নি। কলকাতায় স্থানান্তরের সময় পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। আরজি করের এই ডাক্তারি পড়ুয়ার

অনিন্দিতা সোরেন।

মৃত্যু নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। নিছক দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি খুন তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অনিন্দিতার পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের মেয়ে অনিন্দিতা। তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় ডাক্তার হওয়ার। আরজি করে পড়াশোনার ফাঁকেই (এরপর ১০ পাতায়)

বিজেপির বাঙালিবিদ্বেষ ও ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ডোরিনা ক্রসিংয়ে প্রতিবাদ সভায় আইএনটিটিইউসির নেতৃত্ব। শনিবার।

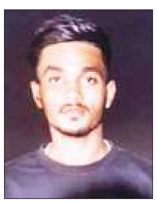

হত মনোজিৎ যাদব। ধৃত রানা সিং।

▶▶ আটক সহপাঠীরাই বলে দিল আসল ঘটনার রহস্য

ত্রিকোণ প্রেম, বিবাদ, চরম পরিণতি মেট্রো স্টেশনে

প্রতিবেদন : ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই বন্ধুকে খুন! দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে স্কুল ছাত্র মনোজিৎ যাদবকে খুনে পুলিশি জেরার মুখে এমনটাই জানিয়েছে মূল অভিযুক্ত রানা সিং। শুক্রবার দুপুরে বাগবাজার বয়েজ স্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া রানা ও মনোজিতের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল শ্যামবাজার মেট্রো

স্টেশন থেকেই। রানার প্রেমিকাকে নিয়ে মনোজিতের কটূক্তিকে কেন্দ্র করেই দু'জনের মধ্যে বচসার সূত্রপাত। কিন্তু ত্রিকোণ প্রেমের এমন করুণ পরিণতি হবে, তা কে জানত! শ্যামবাজার স্টেশনে মেট্রো চলে আসায় তখনকার মতো বচসা স্থগিত রেখে অন্য সহপাঠীদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রোয় উঠে পড়ে তারা। (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯৭৫ নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-১৯৭৫) এদিন প্রয়াত হন। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাশিল্পী। বহু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চেনামহল', 'সূর্যসাক্ষী', 'ছাত্রী', 'বিলম্বিত লয়' ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য ছোট-গল্পের মধ্যে রয়েছে 'চোর', 'রস', 'একটি প্রেমের গল্প', 'সংসার', 'পালঙ্ক', 'শ্বেতময়ূর' ইত্যাদি। সিনেমা-থিয়েটারে তাঁর বহু বই নাট্যরূপে অভিনীত হয়েছে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে পরম মমতায় চরিত্র ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

১৯১৪ গোপালদাস পরমানন্দ সিপাহিমালানী ওরফে জি পি সিপ্পি (১৯১৪-২০০৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রযোজিত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে 'জামানা দিওয়ানা', 'রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান', 'পাত্থর কে ফুল', 'সাগর', 'শান', 'শোলে', 'শাহেনশাহ' ইত্যাদি। তাঁর পরিচালিত ছবির তালিকায় আছে 'মিঃ ইন্ডিয়া', 'ভাই-বহেন', 'শ্রীমতী ৪২০' প্রভৃতি।

১৯৪৯ সরকারি কাজে ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে এদিন স্বীকৃত হল হিন্দি। পাশাপাশি মান্যতা পেল দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দি সংখ্যাও। এতদিন সরকারি ভাষা হিসেবে একাধিপত্য ছিল ইংরেজির। কিন্তু গণপরিষদের এদিনের সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি ভাষা হিসেবে জায়গা করে নেয় হিন্দি। সংবিধানের ৩৪৩ নং ধারা-বলে এই নতুন বিধি কার্যকর হয়।

১৯২৭ অ্যাঞ্জেলা ইসাডোরা ডানকান (১৮৭৭-১৯২৭) এদিন মারা যান। এই মার্কিন নৃত্যশিল্পী তাঁর নৃত্যকুশলতার জন্য সমগ্র ইউরোপে খ্যাতি লাভ করেন। জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা ক্যালিফোর্নিয়ায়। ২২ বছর বয়স থেকে নৃত্যভিঙ্গে মোহিত করেছেন সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। ফ্রান্সের নিসে গাড়িতে চেপে যাচ্ছিলেন। পথে গলার লং স্কার্ফ গাড়ির পেছনের চাকার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। অন্যমনস্কতাবশত খেয়াল করেননি। ফলে মাত্র ৫০ বছর বয়সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

১৯৪৮ ভারতীয় সেনা দখল করে নিল ঔরঙ্গাবাদ। সদ্য স্বাধীন ভারতের অংশ হতে চাননি হায়দরাবাদের নিজাম। তাই চালানো হয় সেনা অভিযান, যেটির সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন পোলো'। তারই অঙ্গ এদিনের ঔরঙ্গাবাদ অধিগ্রহণ।

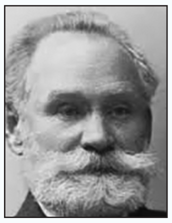

১৮৪৯ ইভান পেত্রোভিচ পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। এই রুশ-চিকিৎসকের সবচেয়ে বড় অবদান 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' ব্যাখ্যাকারী গবেষণাসমূহ। তিনি গুরুমস্তিষ্কের অনেকগুলি প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং গবেষণার মাধ্যমে কুকুরের দেহে কীভাবে এইসব প্রতিবর্ত তৈরি হয় ও কাজ করে তা প্রমাণ করেন। ১৯২২ সালে তাঁর ফলাফলগুলি ভাষণ আকারে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯০৪ সালে পৌষ্টিকপ্রণালীর ওপর গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৭১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এদিন প্রয়াত হন। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের নির্লজ্জ বিস্তার, যুব সম্প্রদায়ের ক্রোধ, অস্থিরতা, বিদ্রোহ— এসব তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি গ্রাম্যচরিত্র তাঁর সাহিত্যসম্ভারের প্রধান অংশ জুড়ে আছে। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে আছে, 'গণদেবতা', 'ধাত্রীদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'দুই পুরুষ', 'কবি' ইত্যাদি। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, জ্ঞানপীঠ, রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ইত্যাদি বহু সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য হন।

১৭৫২ গ্রেট ব্রিটেন এদিন জর্জিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে। এই নতুন ব্যবস্থায় তারিখ ১১ দিন এগিয়ে যায়। ২ সেপ্টেম্বরের পরেই চলে আসে ১৪ সেপ্টেম্বর।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

■ শনিবার শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ তহবিলের অর্থানুকূল্যে ৪,৯৯,৮১০/- টাকা ব্যয়ে নির্মিত ১০ এম এয়ার রেঞ্জ রাইফেল হলের শুভ সূচনা করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের পুরসভার আধিকারিকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৯৫

■	■	১	■	■	২		৩
■	৪		৫	■		■	
৬		■	৭				
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
১২					■	১৩	
	■		■	১৪	১৫		■
১৬			■	■		■	■

পাশাপাশি : ২. অনাবৃত, খোলা ৪. ওইরকম ৬. সৌবর্ণ, হিরণ্ময় ৭. বৎস ৮. গভীর শোক বা দুঃখ ১০. ভুট্টা ১২. নিজ গৌরব ১৩. কার্যকর, চলিত ১৪. (আল.) সাগরের সঙ্গে তুলনীয় বিরাট আধার ১৬. দেখা।

উপর-নিচ : ১. গঠন, ভঙ্গি ২. পেশা ৩. ঠিকানা, পাত্তা ৪. দেবতা ৫. বাড়ি, বসতি ৯. সজ্জনের ছেলে ১০. সিজগাছ ১১. অধিকার, স্বত্ব ১২. মজা ১৫. সহজ ভাষা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৯৪ : পাশাপাশি : ১. কেশরিসুত ৪. বিভেদ ৫. ঠাকরুন ৬. জনকতা ৮. সঞ্চয় ৯. নারীচরিত্র। **উপর-নিচ :** ১. কেদমন ২. রিপোর্ট ৩. তৎপরতা ৫. ঠাঁয়ঠিকানা ৬. জলসত্র ৭. ক্রকচ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৯৯০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৫০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৮৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৪২	৮৭.৭৭
ইউরো	১০৫.১৯	১০৩.০৮
পাউন্ড	১২১.৪১	১১৯.০৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইমন চক্রবর্তী

■ অজয় দেবগণ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

14 September, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

বাংলা-বিদ্বেষের প্রতিবাদে ধরনায় আইএনটিটিইউসি

বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস প্রতিবাদের ঝড় তুলবে আইএনটিটিইউসি : ঋতব্রত

২৯-৩০ নভেম্বর লাখো জমায়েত হবে ধর্মতলায়

প্রতিবেদন : নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলছে। শনিবার রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ডোরিনা ক্রসিংয়ে প্রতিবাদে মুখর ছিল আইএনটিটিইউসি। এই মঞ্চ থেকেই ঋতব্রত ঘোষণা করলেন, আগামী ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ফের ডোরিনা ক্রসিংয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করবে আইএনটিটিইউসি। সেদিন লক্ষ মানুষের জমায়েত হবে। গোটা ধর্মতলা চত্বর মুড়ে ফেলা হবে মাইকে। আইএনটিটিইউসি'র এই দু'দিনের কর্মসূচিতে জেলা ভাগ করে জমায়েতের ব্যবস্থা করা হবে। ঋতব্রত বলেন, ২৯শে যাঁরা আসবেন তাঁরা ৩০ তারিখ আসবেন না। স্লট ভাগ করে দেওয়া হবে দু'ঘণ্টা করে। কিন্তু ধর্মতলার দখল থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের দখলে।

এদিন সংগঠনের সব জেলা সভাপতিরা বক্তব্য রাখেন। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, স্বপন সমাদ্দার, সোমনাথ শ্যাম, বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব হাজির ছিলেন এদিনের অবস্থান কর্মসূচিতে। সকলেই বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস এবং বাঙালিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। ঋতব্রত তাঁর বক্তব্যে, ভাষাসন্ত্রাস এবং বাঙালির গর্ব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেশের গর্ব নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন দাস-সহ স্বাধীনতার মহান বিপ্লবীদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে নাটক 'তাসের দেশ'-এর গান উৎসর্গ করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে সে-কথাও বলেন। বোঝাতে চান বাঙালির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি আজকের নয়, যুগ যুগ ধরে ধরে তা চলে আসছে। কিন্তু বাংলাবিরোধী বিজেপি এ রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমূলে ধূলিসাৎ করতে চায়। ধ্বংস করতে চায় শুধুমাত্র বাংলার বুকে গেরুয়া পতাকা ওড়ানোর জন্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা সফল হতে পারেনি শুধুমাত্র জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ফের একবার বিজেপিকে রুখে দেবে এই শপথ নেওয়া হল এদিনের ধরনা মঞ্চ থেকে।

পড়ুয়াদের প্রশ্নে মেজাজ টঙে কেন্দ্রের হাফমন্ত্রীর

জবাব কই? তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ছোট-বড় কোনও বিজেপি নেতাই প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত নন। একজন প্রধানমন্ত্রী গত ১১ বছরে ক'টা প্রেস কনফারেন্স করেছেন বলা কঠিন। সেই সরকারের এক হাফ মন্ত্রী যে ছাত্রদের প্রশ্ন শুনে মেজাজ হারাবেন, এ আর নতুন কী? ঘটনাস্থল হল দুর্গাপুর এনআইটি। সেখানে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। অনুষ্ঠানে এক পড়ুয়া বিজেপি আমলে দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করতেই প্রকাশ্যে মেজাজ হারান সুকান্ত মজুমদার। পড়ুয়াদের মুখ বন্ধ করতে কাউকে বসিয়ে দিলেন তো কাউকে হুমকি, কারওর মাইক্রোফোন কেড়ে নিলেন। সুকান্তের এই আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের দাবি, এনআইটি পড়ুয়াদের সামনে সুকান্ত মজুমদারের যে ছবি দেখা গিয়েছে তা নতুন কিছু নয়। এটাই বিজেপির আসল চেহারা। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, বিজেপি একটা অসহিষ্ণু দল। আর সুকান্ত মজুমদার সেই দলেরই নেতা। বাস্তবে তিনি পড়ুয়াদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না, তাই রেগে যাচ্ছেন। মেজাজ হারাচ্ছেন। সুকান্ত এই স্বভাব তাঁর উত্তরসূরিদের থেকেই পেয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে টেনে কুণাল বলেন, তাঁদের প্রধানমন্ত্রী কোনও ইস্যুতে এতদিনেও একটাও প্রেস কনফারেন্স করে উঠতে পারেননি। প্রেস কনফারেন্স হলে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, জাতির প্রশ্ন, দেশের প্রশ্ন। সাংবাদিক বৈঠকে সে সেই সব প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। যে প্রধানমন্ত্রী এতদিনেও একটি সাংবাদিক বৈঠক করলেন না, তাঁর দলের নেতা প্রশ্ন করলে রেগে যাবেন, মাথা গরম করবেন, এটা আর নতুন কী?

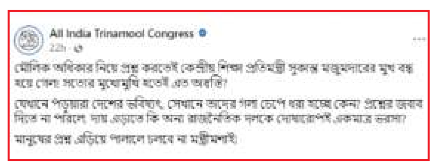

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘুম ভাঙুক

কোথায় বাংলার সেইসব বিপ্লবী? যাঁরা কিনা রাতটাত জেগে প্রতিবাদটতিবাদ জানান! প্রতিবাদ কি বাছাই করে হয়? নাকি কোন প্রতিবাদে কতখানি ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে, তার হিসাব কষে মাঠে নামা? ঘটনা সেটাই প্রমাণ করছে। আরজি করে ছাত্রী-মৃত্যু নিয়ে প্রতিবাদ হবে আর যাদবপুরে ছাত্রী-মৃত্যু নিয়ে হবে না! এটা কেমন? একটা শব্দ উচ্চারণ নেই! সামাজিক মাধ্যমে দুঃখপ্রকাশ নেই! আরজি করে যদি কোনও মা-বাবার কোল খালি হয়, যাদবপুরে অনামিকা মণ্ডলের বাবা-মাকে কে সান্ত্বনা দেবে? সংবাদমাধ্যমের কাছে বিপ্লবী সেজে নিজেদের কর্মজগতে ডিভিডেন্ড বাড়ানোর খেলাটা মানুষ এবার ধরে ফেলেছেন। আর সেটা যে কতটা সঠিক, তা যাদবপুর প্রমাণ করে দিয়ে গেল। যাদবপুরে হাত দিতে গেলে তো সেইসব বিপ্লবীর ঘরেই হাত পড়বে, যারা সিসিটিভি যাতে না লাগে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। বিপ্লবীদের আসল রূপ প্রকাশ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। অস্থায়ী উপাচার্য ব্যর্থ। বারবার পড়ুয়াদের মৃত্যু ক্যাম্পাসের মধ্যেই। এভাবে মেধাবীদের অকালমৃত্যু হবে, আর মানুষ মেনে নেবেন ভাবলে ভুল ভাবা হচ্ছে। মূর্খামি হচ্ছে। স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে যাদবপুরে চাই স্থায়ী অধ্যক্ষ। ক্যাম্পাসে প্রত্যেকটি জায়গায় সিসিটিভি বসানো হোক। ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছে বহিরাগতদের মুক্তাঞ্চল। কর্তৃপক্ষের অনেক পরে সে বিষয়ে চেতনা হয়েছে। তাদের অপদার্থতার কারণে একের পর এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। এবার দায়িত্ব নিয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োগ হোক। এবার ঘুম ভাঙুক।

e-mail থেকে চিঠি

খাবারের পেছনে খরচ কমাচ্ছে মোদির ভারত

অচ্ছে দিন তো এসেই গেছে। তাই চিন্তামুক্ত ভারতবাসী। খাবারের পিছনে ব্যয় ক্রমশ কমাচ্ছে তারা। এমনকী পরিবারভিত্তিক খাদ্যক্রয়ের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। ২০১২ সালে গ্রামীণ ভারতে একটি পরিবারের মাসিক খাদ্যপণ্য বাবদ ব্যয়ের হার ছিল ৫৩ শতাংশ। সেটা গত আর্থিক বছরে কমে গিয়ে হয়েছে ৪৭ শতাংশ। বলছে খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষাই। কারণ মূল্যবৃদ্ধি। বিগত ১২ বছরে নিত্যপণ্যের পাশাপাশি প্যাকেটজাত ও প্রাত্যহিক খাদ্যদ্রব্যের দাম এতই বেড়ে গিয়েছে যে, পেটের ভাতে পর্যন্ত আপস করতে বাধ্য হচ্ছে আমজনতা। উঠে এসেছে আরও বিস্ময়কর তথ্য। শহরাঞ্চলে মানুষের আয় তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও সেখানে খাদ্যপণ্য ক্রয়ের হার গ্রামের তুলনায় বেশি কমেছে। গ্রামে গত ১২ বছরে এই হার কমেছে ৬ শতাংশ। শহরে ৭ শতাংশ। শহরাঞ্চলে ২০১২ সালে খাদ্যপণ্য ক্রয়ের গড় হার ছিল ৪৭ শতাংশ। সেটা বিগত আর্থিক বছরে হয়েছে ৪০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বিভাগ ২০২৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক থেকে যে প্রবণতা দেখতে পাচ্ছে, সেখানে পর্যন্ত খাদ্যপণ্য ক্রয়ের হার একইভাবে কমে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, ২০২২ সাল থেকে লাগাতার আকাশ ছুঁয়েছে মূল্যবৃদ্ধির হার। সরকারি পরিসংখ্যানে যদিও মূল্যবৃদ্ধির হার কমতে শুরু করেছে জুলাই মাস থেকে। আগস্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও জানিয়েছে, ৮ বছরের মধ্যে সবথেকে কম হারে বেড়েছে খাদ্যপণ্যের মূল্য। কিন্তু এই তথ্য ও পরিসংখ্যানের অকাট্য কোনও প্রমাণ বাজার এবং সংসার খরচে মেলেনি। তবে সরকারি পরিসংখ্যানে এটা স্পষ্ট যে, ১২ বছরে বাধ্য হয়ে খাবারে আপস করছে সাধারণ মানুষ। এই আবহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক স্থির করেছে, দেশের জিডিপি বৃদ্ধিহার নির্ধারণ করার যে পন্থা, সেই প্রক্রিয়ার ভিত্তিবর্ষকে এবার বদলে দেওয়া হবে। বর্তমানে বেশ কিছু বছর ধরেই জিডিপি এবং মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ধারণের ভিত্তি ধরা হয় ২০১১-১২ অর্থবর্ষকে। এবার, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে তা বদলে হয়ে যাবে ২০২২-২৩ আর্থিক বছর। পাশাপাশি খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার নির্ধারণের সামগ্রিক প্রক্রিয়াতেও আসছে পরিবর্তন। বর্তমানে ৩০০ পণ্যকে ধরা হয় মূল্যবৃদ্ধির নির্ধারণে। সেটা বাড়িয়ে করা হবে অন্তত ৪০০। আর স্বাভাবিকভাবেই কমানো হবে খাদ্যমূল্যের অনুপাত। এখন মোট মূল্যবৃদ্ধির হিসেবে মধ্যে ৪০ শতাংশের বেশিই শুধু খাদ্যপণ্য। এসব দিকে নজর আছে মোদি সরকারের?

— অমিত দাস, দমদম সেন্ট্রাল জেল, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ভোটবাক্স দখলের অছিলায় মাত্র বারো হাজার টাকায় বাঙালির ভক্তিকে কিনতে গিয়ে দেবী দুর্গার সঙ্গে একই বেদিতে আসীন হওয়ার পরিকল্পনা করে প্রধানমন্ত্রী আদতে অপমান করলেন রামচন্দ্রের উপাস্য দেবীকেই। লিখছেন **চিরঞ্জিৎ সাহা**

দেবীপক্ষেই খেলা হবে

‘কী মজা, কী মজা, রাজা খায় ব্যাঙ ভাজা!’— বিখ্যাত বাঙালি লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বহুচর্চিত শিশুতোষ গল্প ‘টুনটুনি ও রাজার কথা’-র জনপ্রিয় বাক্যটি আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সাম্প্রতিক রাজনীতিতে। সৌজন্যে, ভারতবর্ষের বর্তমান মহারাজা। বাঙালি নামক ‘টুনটুনি’-র মন ধরতে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের গল্পের সেই রাজার মতোই নিত্য নাস্তানাবুদ এক হতোদ্যম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাতৃভাষায় কথা বলার অপরাধে রাজ্যে-রাজ্যে নির্বিচারে বাঙালি মেরে বঙ্গপ্রীতির গাজর ঝুলিয়ে বাঙালিকে খাঁচাবন্দি করার দুর্বল অভিনয়ে আর ভুলছে না বাংলার মানুষ। উল্টে টুনটুনির মতো করেই মোদির মুখে গুঁজে দিচ্ছে প্রত্যাখ্যানের ব্যাঙভাজা। রামায়ণের শূর্পণখার বিভিন্ন ভেক ধরে ছলে-বলে-কৌশলে রামচন্দ্রকে প্রলুব্ধ হতে প্ররোচিত করার পন্থাকে অনুসরণ করে যতবারই নরেন্দ্র মোদি বাঙালির মন জেতার লোভনীয় টোপ ফেলেছেন, ততবারই কাটা গিয়েছে তাঁর নাক। রামচন্দ্রের ছদ্ম-উপাসক সাক্ষাৎ যেন শূর্পণখার পুরুষোচিত আধুনিক সংস্করণ। ২০২১, ২০২৪-এর পর দোরগোড়ায় হাজির ২০২৬। কুম্ভীরাশ্রু নিয়ে দরজায় কড়া নাড়তে থাকা বাঙালিপ্রীতির মুখোশধারী মোদির অপেক্ষায় তরবারি হাতে গোটা বাংলার মানুষ। লক্ষ্মণের মতো করে যোগ্য জবাব দিতে হবে যে— “নাককাটা মোদি রে, হারালি তোর গদি রে।”

কোভিড-পরবর্তী ২০২১ সালে পরিযায়ী শ্রমিকের লাশের ওপর দিয়ে বাংলায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি শুরু গুজরাতি মহারাজার। বাঙালিকে আবেগের সুড়সুড়ি দিয়ে তার মননকে জিতে নিতে সাদা দাড়িতে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছিলেন বঙ্গহৃদয়ের ধ্রুবতারা রবীন্দ্রনাথের আদলে। কবিগুরুকে শিখণ্ডি করে বিকৃত বাংলা উচ্চারণে পশ্চিমবঙ্গের ভোটবাক্স দখলের অশুভ অভিপ্রায়কে বাঙালি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল আত্মঅস্মিতায় আঘাত হিসাবে। অতিসহিষ্ণু ঘাসফুলের দৃপ্ত নমনীয়তার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিল ‘পোঁদে ছাপের’ ঔদ্ধত্য। ‘চোলায় চোলায় মোদির বাজানো জয়ের ভেড়ি’-তে ২০২১ ও পরবর্তীতে ২০২৪ সালে ধ্বনিত হয়েছিল— “জনগণের গর্জন, বঙ্গবিরোধীদের বিসর্জন।” হাড়ে হাড়ে বিজেপি টের পেয়েছিল— “বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি।” হায়নার হাসি কিংবা কুমিরের কান্না দিয়ে বাঙালিকে জয় করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতেই সাম্প্রতিককালে ঘোমটা খুলেই গোয়েবলীয় মডেলে খেমটা নাচ শুরু বিজেপির। ভয় দেখিয়ে ভক্তি আদায়ের হিটলারোচিত কৌশল। ওড়িশায় পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারের শীতলপুর গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক মুস্তাফা আলি থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে নদিয়ার তেহট্টের বাসিন্দা রাজু তালুকদারকে কুপিয়ে খুন কিংবা মহারাষ্ট্র থেকে ফেরার অব্যবহিত পরেই পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যু— গেরুয়া সহমর্মিতা হঠাৎ পরিবর্তিত প্রতিশোধমূলক সহিংসতায়। কিন্তু বাঙালি যে জিওল মাছের জাত— “যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।” মিথ্যের মস্তানি আর জুমলার জুলুমবাজির কাছে মাথা নোয়ানো বাঙালির ধাতে নেই। এই বাংলার প্রতিটি মনের মণিকোঠার মধ্যমণি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাই গর্জে উঠেছে বাঙালি। স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বাধিক সংখ্যক আত্মবলিদানের নজির রাখা জাতি বিশ্ববন্দিত এক অগ্নিকন্যার অনুপ্রেরণায় আবারও নিজেদের ঐক্যবদ্ধতার প্রমাণ দিচ্ছে বাঙালিয়ানা রক্ষার তাগিদে। আর তাতেই ভোলবদল বিজেপির। নতুন ছলে বাঙালিকে বোকা বানানোর সাবধানী তাস। কিন্তু ওই যে, রাখে দুর্গা, মারে কে! বজ্র আঁটুনি, ফসকা গেরো। আবারও ফাঁস হয়ে গেল মোদির ঘৃণ্য চক্রান্ত। বাঙালির আরাধ্যা দেবী দুর্গাকে বোড়ে বানিয়ে এই বাংলার দাবার বোর্ডে নিজের রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন মহারাজ। কিন্তু সে গুড়ে বালি! সম্প্রতি দিল্লি পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে ৮ জন বাঙালিকে আটক করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করে। সবই লেখা বাংলা ভাষায়। আর সেই সব নথির তথ্য যাচাইয়ের জন্য একজন অনুবাদকের খোঁজে বঙ্গভবনে চিঠি দেয় দিল্লি পুলিশ। সেই চিঠিতেই বাংলা ভাষাকে ‘বাংলাদেশি’ ভাষার তকমা দেওয়া হয়। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৈরি হয় বিতর্ক। ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে দিল্লি পুলিশ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সভায় গত ৬ সেপ্টেম্বর শতাধিক পুজো কমিটি ও রামলীলা আয়োজকদের সঙ্গে বৈঠক করে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত। আসলে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট বড় বালাই! তাই প্রবাসী বাঙালির মন রাখতে দুর্গাপুজোর বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য জমা টাকার পরিমাণ ৪০ হাজার থেকে এক ধাক্কায় নামিয়ে আনেন ১০ হাজারে। ১২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের বিল মকুবের আশ্বাসও দেন। কিন্তু এরপরই ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়ে লুকিয়ে থাকা ‘জুমলা’ বিড়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলে ফেলেন— “১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। সেদিন থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত আমরা সেবাপক্ষ চালাব। এই সময় দিল্লি জুড়ে চলবে নানারকম সেবামূলক কাজ। আমি চাই আপনারাও পুজোর দিনগুলোয় কোনও না কোনও সেবামূলক কাজ করুন। প্রত্যেকটি মণ্ডপে মায়ের মূর্তির পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখুন। এতে মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে তিনি দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন।” দেবী দুর্গাকে পণ্য বানিয়ে চৈত্র সেলের দরে বাঙালিকে কিনতে চাওয়া মোদির নাক কাটা যাওয়া এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। ১,২০০ ইউনিট বিনামূল্যের বিদ্যুৎ অর্থাৎ মাত্র ১২,০০০ টাকায় বাঙালির গর্ব এবং বিশ্বাস কিনতে চাওয়া বিজেপির নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নাইডুর ক্রাচে ভর দিয়ে চলা সরকারের এটাই না মায়ের আশীর্বাদে শেষ দশমী হয়ে যায়!

রাবণ বধের প্রাক্কালে যুদ্ধে দেবী দুর্গার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে শরৎকালে অকাল বোধন করেছিলেন অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র। ভোটবাক্স দখলের অছিলায় মাত্র বারো হাজার টাকায় বাঙালির ভক্তিকে কিনতে গিয়ে দেবী দুর্গার সাথে একই বেদিতে আসীন হওয়ার পরিকল্পনা করে প্রধানমন্ত্রী আদতে অপমান করলেন রামচন্দ্রের উপাস্য দেবীকেই। প্রকাশ্যে চলে এল বিজেপির দর্শনে রামচন্দ্রের প্রকৃত মর্যাদা। অপরদিকে, বাংলার ৪০ হাজার পুজো কমিটিকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অকুণ্ঠ আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলির পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলিকে বিদ্যুতের বিলে ৮০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথা এই বাংলার ঘরের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেও মণ্ডপে নিজের ছবি ব্যবহার করে পূজিত হওয়ার তুঘলকি বাসনা তিনি প্রকাশ করেননি। পরিবর্তে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আমবাংলার প্রান্তিক মানুষের অর্থনীতির চাকাতে খানিক ত্বরণ আনতে পরিকল্পনা করে চলেছেন দিনরাত। মর্ত্যলোকে শান্তি আনতে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামচন্দ্রকে আশীর্বাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন মা দুর্গা। একই পথে শিশির ভেজা ঘাসফুলে এই শরতেই হয়তো পুণ্য মহাষ্টমীতে জন্ম নেওয়া মা দুর্গার আশীর্বাদধন্য সর্বত্যাগী এক উপাসিকার হাত ধরে দেবীপক্ষে ঘোষিত হবে এ যুগের মহিষাসুরের রাজনৈতিক মহাপ্রয়াণে এক সংগ্রামী নারীশক্তির ভারতবর্ষব্যাপী সার্বিক উত্থান— “নাককাটা মোদি রে, হারাবি তোর গদি রে।”

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

14 September, 2025 • Sunday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিবার

শনিবারের পর আজ রবিবারও শিয়ালদহ শাখায় বাতিল একাধিক লোকাল ট্রেন। কয়েকটি ট্রেন চলবে বারাকপুর স্টেশন পর্যন্ত। রেলের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ যাত্রীমহলে

বিপ্লবী যতীন দাসকে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

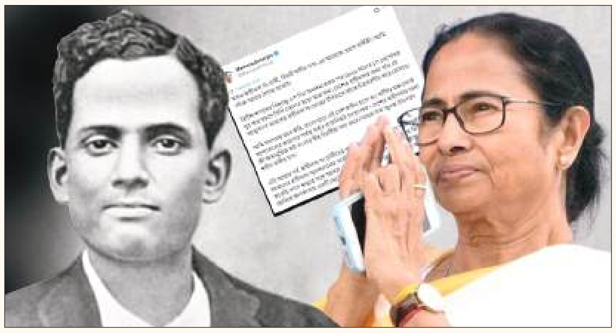

বাংলা ছাড়া দেশ স্বাধীনতা পেত না

প্রতিবেদন : বাংলা ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলন হত না। স্বাধীন হত না দেশ। বীর বিপ্লবী শহিদ যতীন্দ্রনাথ দাসের প্রয়াণদিবসে প্রণাম জানিয়ে আবারও একবার সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, বাংলা ছাড়া দেশ স্বাধীন হত না। ফাঁসির মঞ্চ থেকে আন্দামানের কারাগার পর্যন্ত সর্বত্র বাঙালিরাই সংখ্যাগুরু। দেশের স্বাধীনতার জন্য কী অমানুষিক কষ্ট বাংলার বীর বিপ্লবীরা সহ্য করে গিয়েছেন, তার জ্বলন্ত উদাহরণ শহিদ যতীন দাস।

মুখ্যমন্ত্রীর এক্স বার্তা, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী যতীন দাসের প্রয়াণবার্ষিকীতে আমি তাঁকে প্রণাম জানাই। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ৬৩ দিন অনশন করার পর ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর খুব অল্প বয়সে তিনি জেলের মধ্যে মারা যান। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর এই আত্মত্যাগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ও বাংলা স্বাধীনতার ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য তিনি কী কী উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। তাঁর সংযোজন, এটা আমার গর্ব যে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক আলিপুর জেলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের গর্বের ইতিহাস তুলে ধরতে আমরা যে মিউজিয়াম করেছি তাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা যতীন দাস-সহ বীর বিপ্লবীদের স্মরণ করেছি। এই বীর বিপ্লবীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কলকাতায় একটি মেট্রো স্টেশনেও তাঁর নাম জড়িয়ে নেওয়া আছে। এটাই বাংলা, এটাই বাংলার ঐতিহ্য।

বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু আটক জামাই

প্রতিবেদন : সাতসকালে গলফগ্রিনের বাড়িতে বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার! মেয়ের বিয়ের ১০ দিনের মাথায় 'খুন' অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। শনিবার বাড়ির সিঁড়িতে বৃদ্ধের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে গলফগ্রিন থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে দেহের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তাই সিঁড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন বলে অনুমান পুলিশের। ইতিমধ্যেই মৃত বৃদ্ধার 'নতুন' জামাইকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদও শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানাচ্ছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গলফগ্রিনের কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা বছর ৭৫-র শমীককুমার গুপ্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। থাকতেন শয্যাশায়ী স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলের সঙ্গে। মাত্র ১০ দিন আগেই ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দেন বৃদ্ধ। প্রতিবেশীদের মতে, মৃতের জামাই সারাক্ষণ মদ্যপান ছাড়া তেমন কোনও কাজ করতেন না। বরং বৃদ্ধের শরীরে একাধিক আঘাত দেখে তাঁকে মারধর করা হয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। সম্পত্তি নিয়ে জামাইয়ের সঙ্গে বিরোধ কিনা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতের ছেলেকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। খুনের মামলা রুজু করে চলছে তদন্ত।

ভবন ও আবাসনের ছাদের অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ব্যবহার রুখতে নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : উৎসবের মরশুমে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা আটকাতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ভবন ও আবাসনের ছাদের অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ব্যবহার রুখতে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। কলকাতা পুরসভা বাদে রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাগুলির জন্য এই নিয়ম কার্যকর হবে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আবাসিক বা অআবাসিক কোনও ভবনের ছাদে নতুন কাঠামো গড়ে তোলা যাবে না। ছাদকে সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। ব্যক্তিগত মালিকানা বা রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। আবাসিক ভবনের ছাদে চলা ব্যবসা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আগের দেওয়া সমস্ত লাইসেন্স বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে কড়া শর্ত মেনে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চালানো যাবে। ছাদের অর্ধেক খোলা রাখতে হবে, দুটি আলাদা সিঁড়ি দিয়ে সর্বক্ষণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ছাদে অস্থায়ী বা স্থায়ী ছাউনি দেওয়া, দাহ্য আসবাব রাখা, খোলা আগুনে রান্না নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এলপিজি সিলিন্ডার রাখা যাবে না। কেবল ইনডাকশন বা বৈদ্যুতিক ওভেন ব্যবহার করা যাবে। প্রতি ১০০ বর্গমিটারে দু'টি ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার রাখা এবং কোনও নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে ফায়ার সেফটি অডিট করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সিসিটিভি নজরদারির লাইভ ফিড পুরসভা ও পুলিশ কন্ট্রোলরুমে পৌঁছতে হবে। বৈধ অগ্নিনিরাপত্তা শংসাপত্র, পুর দফতরের ছাড়পত্র ও বাড়তি ফি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ছাদের রেলিং সর্বাধিক দেড় মিটার পর্যন্ত করা যাবে। ছাদের দশ মিটারের মধ্যে আবাসিক ব্লক থাকলে নতুন লাইসেন্স দেওয়া হবে না। আধা-আবাসিক ভবনে সকল মালিকের সম্মতি ছাড়া ছাদে ব্যবসা চালানো যাবে না। বিজ্ঞাপন-হোর্ডিং নিষিদ্ধ। ঐতিহ্যবাহী ভবনের ক্ষেত্রে আলাদা ছাড়পত্র লাগবে।

ময়ূরপুচ্ছ পরলেই ময়ূর হয় না, শান্তাকে নিশানা ব্রাত্যর

প্রতিবেদন : প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই ছাত্রনেতাকে সেন্সর করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত। শনিবার তাঁকে একহাত নিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অভিরূপ চক্রবর্তীকে সেন্সর করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এর বিরুদ্ধেই সরব হয়েছেন ব্রাত্য। উপাচার্যকে নিশানা করে তিনি বলেন, আমি জানি না ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে একজন ছাত্রকে এভাবে সেন্সর করা যায় কি না। অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিং বলছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় শেষ। তারপর ছাত্রদের ধরে ধরে টার্গেট করা, প্রতিহিংসা মেটানো, এটা ছাত্র সমাজের পক্ষে দুঃশ্চিন্তা এবং কলঙ্কের। সে কেয়ারটেকার হোক বা যাই হোক। একজন উপাচার্য কীভাবে এতটা নিচে নামতে পারেন তাই নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি। এরপরেই শিক্ষামন্ত্রীর কটাক্ষ, কাক ময়ূরের পুচ্ছ পরলেই ময়ূর হয় না। ছাত্ররা এই কাকেদের ঠোক্কর খাচ্ছে!

উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ, গ্রেফতার ২

সংবাদদাতা, বারাকপুর : সাতসকালে কালভার্টের নিচে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের পাশে উচ্ছেগড়ের কাছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জগদ্দল থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম ইশতিয়াক কুরেশি ওরফে হীরা (৪০)। তার বাড়ি ভাটপাড়া থানার মানিকপিড় এলাকায়। মৃতের এক আত্মীয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে জগদ্দল থানাতে একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

■ মধ্যমগ্রামের দিগবেড়িয়ায় প্রত্যন্ত এলাকার শিশুদের সরকারি স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আয়োজিত সভায় সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। শনিবার।

অভিযোগ খারিজ

প্রতিবেদন : আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ খারিজ করে কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন রীতা দাসকে ক্লিনচিট দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, ডাইরেক্টর অফ লোকাল বডির তরফে জমা দেওয়া রিপোর্টে কোনও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তার উপর পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ইতিমধ্যেই সব কাউন্সিলরের উপর ওঠা অভিযোগের তদন্ত করছে। তাই প্রাক্তন চেয়ারপার্সন রীতা দাসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খারিজ করে দেন বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্থ। এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রীতা দাস জানিয়েছেন, আমি প্রথম থেকেই বলে এসেছি, অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। বাজেট নিয়ে যে কোনও অনিয়ম হয়নি, সেটা আদালতের অবস্থানে স্পষ্ট হল। সত্যের সর্বদাই জয় হয়।

'পুজোর মেলা'য় পটচিত্রে দিল্লির নির্ভয়া-কাণ্ড

■ শিল্পী জবা চিত্রকর।

প্রতিবেদন : চোখধাঁধানো সব পটচিত্র। সুর-তাল-লয়ে গানে গানে তার উপস্থাপনা। মন ছুঁয়ে যাওয়া বাংলার সেইসব হস্তশিল্পের বিষয়ভাবনায় পরতে পরতে চমক। সাম্প্রতিককালের নাড়া দিয়ে যাওয়া ঘটনাকেই তুলে ধরা হয়েছে এই পটচিত্রে। মাছের বিয়ে, রামায়ণ, বৃক্ষরোপণ, চণ্ডীমঙ্গলের পাশাপাশি করোনা সংক্রমণ থেকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা, সুনামিও— কী নেই সেই তালিকায়। আর সবথেকে নজর কেড়েছে যে বিষয়টি তা হল— দিল্লির নির্ভয়াকাণ্ড! বাসে নির্ভয়ার উপর হামলা। চিকিৎসা করাতে তাঁকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁর মৃত্যু পটচিত্র ও গানে গানে তুলে ধরা হয়েছে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে 'পুজোর মেলা'য়।

বিএনসিসিআইয়ের উদ্যোগে অভিনব এই 'পুজোর মেলা'য় জবা চিত্রকরের স্টলে তুলে ধরা হয়েছে নির্ভয়া কাণ্ড। আঁকা পটের ছবির কাহিনি সুর ও লয়ের উপস্থাপন করছেন শিল্পী। আর তা দেখতেই ভিড় জমেছে স্টলে। পটচিত্রের সাথে সম্পর্কিত লোকগান পটুয়া সঙ্গীত বা পটের গান বলেই খ্যাত। আজ রবিবার এই মেলার শেষ দিন। বাংলার ১৬টি জেলার শিল্পীদের স্টল বসেছে এখানে। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার পটচিত্রে গ্রাম থেকে শিল্পী জবা চিত্রকরের নির্ভয়াকাণ্ড। গান লিখেছেন তাঁর স্বামী মন্টু চিত্রকর। জবাদেবীর কথায়, এর আগেও সাম্প্রতিক নানা ঘটনার ওপর পটচিত্র বানিয়েছি। নির্ভয়াকাণ্ড তেমনই একটা। একটি মেয়ের উপর অত্যাচারের অবর্ণনীয় কাহিনি তুলে ধরেছেন তিনি। পটচিত্রের বিভিন্ন অংশ নির্দেশ করে ছবিগুলোর বর্ণনা দিয়ে গান গাইছিলেন জবা— 'শোনো শোনো সর্বজন, শোনো দিয়া মন... মেয়েদের ওপর অত্যাচার চলছে এখনও... এই অপমান সইতে পারছি না।' পটচিত্রের দিকে তাকালে গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে। চিত্রপটে পাতায় পাতায় তুলে ধরা হয়েছে দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের নৃশংস ঘটনাকে। এভাবেই ছবি ও গানে প্রতিবাদ ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী জবা চিত্রকর। তুলির টানে তুলে ধরেছেন নারী শক্তিকে। জবা আরও বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের এগিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মতো শিল্পীদের কথা ভেবেছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই আমরা বিভিন্ন মেলায় নিজেদের শিল্পপ্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। বাড়ির কাজ শেষ করে যখন পটচিত্র আঁকতে বসেন তখন এসব কথায় তাঁকে ভাবায়।

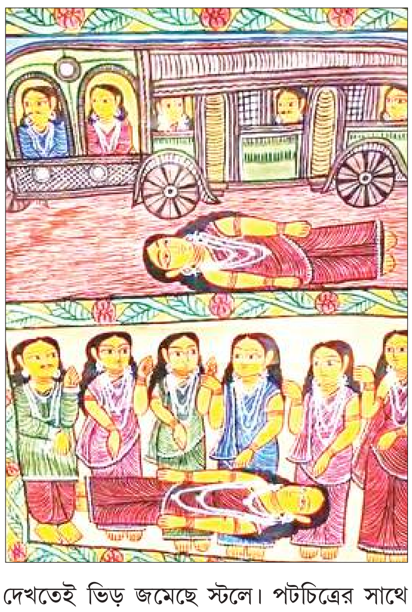

রাজ্য

14 September, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মোটরবাইক ইঞ্জিনভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ। মৃত ১, জখম আরও ১। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার তরুণীপুর রোডের ঘটনা। মৃতের নাম আলিফনুর মোল্লা (১৮)

বিজেপি মনীষীদের অপমান করে, মোদিবাবু নীরব থাকেন

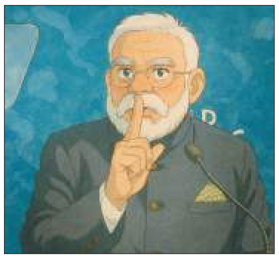

প্রতিবেদন : মোদিবাবু, আর কতদিন নীরব থাকবেন? এবার তো মুখ খুলুন! আপনার দলের তথাকথিত 'শিক্ষিত' নেতা-নেত্রীরা তো প্রতিদিন বাংলার মনীষীদের অপমান করে চলেছেন। তারপরও আপনার মুখে রা নেই! এবার তো কিছু বলুন! আপনার দলের বাংলাবিরোধী চেহারা আজ মানুষের কাছে প্রকট হয়ে উঠেছে। আপনাদের রাজ্যে রাজ্যে বাংলার ও বাঙালির উপর আক্রমণ নেমে আসছে। তারপরও আপনার কোনও চেতনা নেই। মোদিজি, আপনি নীরবই থেকে গেলেন।

সম্প্রতি মোদিজি বাংলায় এসে বাংলার মনীষীদের জয়গান করে গিয়েছেন। ভোটের আগে লোকদেখানো কত বন্দনা! কিন্তু তাঁর দলের নেতারা বাংলাকে পদে পদে অপমান করে গিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে বিজেপি নেতাদের সেই কুকথা তুলে ধরে আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। আক্রান্ত হয়েছেন বাংলার মনীষীরা। এখানেই তৃণমূলের প্রশ্ন, মোদিজি কেন নীরব?

সুকান্ত মজুমদার স্বামী বিবেকানন্দকে 'বামপন্থী প্রোডাক্ট' বলেছেন, অমিত শাহের মিছিলে ভাঙা হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি। তারপর বঙ্গ বিজেপি মা সারদার কটূক্তিমূলক ব্যঙ্গচিত্র ছড়িয়েছে, স্বাধীনতা দিবসে বাংলার নেতাজি-থিমের ট্যাবলো বাতিল করেছে মোদি সরকার। দিলীপ ঘোষ মা দুর্গার বংশপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে 'অশিক্ষিত' বলে অপমান করেছেন। বিশ্বভারতীর ফলক থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। আবার বঙ্গ বিজেপির দাবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শান্তিনিকেতনে জন্মেছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার কবিগুরুর গায়ের রং নিয়ে কুমন্তব্য করেছিলেন, আর সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি রাখা হয় সুকান্ত মজুমদারের পায়ের কাছে। তারপরও মোদিবাবু নীরব থেকেছেন আর এই বাংলাবিদ্বেষী নেতাদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই বাংলাবিরোধী বিজেপিকে বাঙালি ক্ষমা করবে না।

শিকেয় উঠেছে মেট্রোর নজরদারি

প্রতিবেদন : দিনেদুপুরে মেট্রো স্টেশনের মধ্যে ছুরির কোপে বন্ধুকে খুন স্কুলছাত্রের! কিন্তু কীভাবে একজন স্কুলছাত্র ব্যাগে ছুরি নিয়ে স্টেশনে ঢুকল? ট্রেনে সফরেও ধরা পড়ল না? শুক্রবার দক্ষিণেশ্বর মেট্রোয় চাঞ্চল্যকর খুনের পরও সেই প্রশ্নে মুখে কুলুপ মেট্রো কর্তৃপক্ষের। এত নজরদারির মধ্যেও ব্যাগে ধারালো অস্ত্র নিয়ে স্টেশনে ঢুকে মেট্রোয় সফর করল, তার কোনও যুক্তিযুক্ত সাফাই এখনও পর্যন্ত দিতে পারেনি তাঁরা। বরং শনিবারও সমস্ত মেট্রো স্টেশনে নজরদারির তথৈবচ অবস্থা! শিকেয় উঠেছে যাত্রী-নিরাপত্তাও। কলকাতা মেট্রোয় রুটের সম্প্রসারণের পর থেকে এমনিতেই পরিষেবা লাটে উঠেছে। প্রতিদিন মেট্রো-সফর যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধজয়ের শামিল! তার উপর অপদার্থ মেট্রোর জঘন্য নজরদারিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন নিত্যযাত্রীরা। প্রত্যেক মেট্রো স্টেশনে ঢোকার মুখেই লেখা রয়েছে, পকেটে বা ব্যাগে ছুরি-কাটারি জাতীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ! অথচ সেই নিষেধাজ্ঞা তদারকির মতো পর্যাপ্ত লোক নেই। হাজার হাজার যাত্রী মেটাল ডিটেক্টর গেট কিংবা স্ক্যানার এড়িয়ে অনায়াসে ঢুকে যাচ্ছেন প্ল্যাটফর্মে। শুক্রবারের ঘটনাতেও যে মেট্রো কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি, তা শনিবার যেকোনও মেট্রো স্টেশনে ঢুকলেই বোঝা যায়।

অন্য অভিষেক...

রাজনীতির বাইরে অন্য মেজাজে। শরীরচর্চার মাঝে হঠাৎ সামনে ক্যামেরা। যেভাবে ধরা পড়লেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এআই নিয়ে বই প্রকাশ

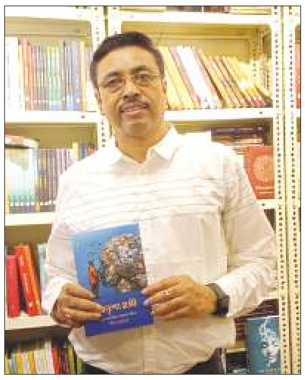

দীপ্র ভট্টাচার্য।

প্রতিবেদন : প্রকাশিত হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে দীপ্র ভট্টাচার্যের লেখা বই 'অদৃশ্য সঙ্গী-AI-এর ছায়ায় আমাদের জীবন'। সৌজন্যে ধানসিঁড়ি প্রকাশন। ১২ সেপ্টেম্বর কলেজ স্ট্রিটের ধানসিঁড়ি বইঘরে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হল বইটি। উপস্থিত ছিলেন লেখক-সহ বিশিষ্টরা। আমাদের অজান্তেই রোজকার জীবনে ঢুকে পড়েছে এক নতুন সঙ্গী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। সে সর্বত্র এবং নিঃশব্দে প্রভাব ফেলেছে আমাদের জীবনে। বইটি এক আধুনিক তথ্যভিত্তিক গল্পসংকলন, যেখানে পরিচিত প্রেক্ষাপটে ছোট ছোট অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে এআই-এর উপস্থিতি, তার বিস্তৃতি, সতর্কতা আর ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ। শিক্ষার্থী, পেশাজীবী, প্রবীণ কিংবা গৃহিণী— সবাই নিজেদের জীবনের ছায়া খুঁজে পাবেন এই গল্পগুলোতে।

খরচ ২ কোটি টাকা, ৯৮টি প্রকল্পের শিলান্যাস সাগরে

নাজির হোসেন লস্কর

শুরু হল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রান্তিক ব্লক সাগরের ৯টি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও সাংসদ বাপি হালদার। শনিবার ধসপাড়া সুমতিনগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হারাধনপুর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি কাজের শিলান্যাস হল। বিডিও কানাইয়াকুমার রায় বলেন, সাগর ব্লকের ১৭৪টি বুথের মধ্যে ১৪৫টিতে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন কাজের টেন্ডার সম্পন্ন ও কাজ বণ্টন করা হয় বিভিন্ন ঠিকাদারকে। এলাকার চাহিদা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৪৪ টাকা ব্যয়ে ৯৮টি কাজের শিলান্যাস হল।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

সাংসদ বাপি হালদা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন, সে-কথাই রাখেন। ২ অগাস্ট শুরু হয়েছিল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'। সাগর ব্লকে আজকের সেই প্রকল্পের কাজের শিলান্যাস হল। বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, এটা কোনও জুমলাবাজদের কথা নয়, এটা কোনও কেন্দ্রীয় সরকারের ধোঁকাবাজদের কাজ নয়, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কাজ। সাধারণ প্রান্তিক মানুষের চাহিদা, দাবি-দাওয়াকে মান্যতা দিয়ে নজিরবিহীন প্রকল্প চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একেবারে বুথে বুথে উন্নয়নের জন্য দেশের মধ্যে এক সাগর ব্লকে কাজ শুরু হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করে মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, বিশ্বসেরা এই প্রকল্প। ভারতের কোনও অঙ্গরাজ্যে এমন প্রকল্প নেই। এর মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে।

বাংলা ভাষার অপমানের বিরুদ্ধে ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূলের সভা। উপস্থিত বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ ও ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল সভাপতি তাপস মাইতি।

মিথ্যাচার ছাড়ুন, আসল গোপাল পাঁঠাকে চিনুন

প্রতিবেদন : মিথ্যাচার ছাড়ুন। আসল গোপাল পাঁঠা ওরফে গোপাল মুখোপাধ্যায়কে চিনুন। শনিবার বউবাজারে একটি মাংসের দোকানে দাঁড়িয়েই 'গোপাল পাঁঠা'কে লেখা বইয়ের উদ্বোধন করলেন লেখক-সাংবাদিক দেবাশিস পাঠক। 'সূত্রধর' প্রকাশনা সংস্থার তরফে এই বইয়ে রয়েছে গোপাল মুখোপাধ্যায় সংক্রান্ত ইতিহাসনিষ্ঠ তথ্যের সম্ভার। লেখকের কথায়, যে গোপাল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ পরিচালক ভুয়ো তথ্য দিয়ে সিনেমা বানিয়ে অপপ্রচার করছেন, সেই মানুষটার সঙ্গে আমাদের গভীর পারিবারিক সম্পর্ক। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে 'গোপাল জ্যাঠা' বলে ডাকতাম। তাই এই বইয়ে ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে তাঁর জীবনের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছি।

গঙ্গাসাগরে পুজো অনুদানের চেক প্রদান

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর : চলতি বছর দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকের বিডিও অফিসে সুন্দরবন পুলিশ জেলার সাগর থানা ও গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ব্যবস্থাপনায় ২৮টি স্থানীয় দুর্গাপুজো কমিটির হাতে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী

পুজো কমিটির হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। পাশে সাংসদ বাপি হালদার।

বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাগরের বিডিও কানাইয়াকুমার রায়, সুন্দরবন পুলিশ জেলার, এএসপি কৌস্তভদীপ্ত আচার্য, সাগরের এসডিপিও সুমনকান্তি ঘোষ, সাগর থানার ওসি অর্পণ নায়েক, গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ওসি পার্থ সাহা, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ-সভাপতি স্বপনকুমার প্রধান, জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপকুমার পাত্র-সহ বিশিষ্টরা। এদিন অনুদানের চেক প্রদানের পাশাপাশি প্রশাসনিক আধিকারিকেরা পুজো নিয়ে সরকারের বিভিন্ন গাইডলাইনগুলি মেনে চলার জন্য কমিটিগুলিকে অনুরোধ জানান। গত বছরের তুলনায় এবছর অনুদান বাড়ানোয় খুশি পুজো উদ্যোক্তারাও।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং প্রধাননগর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দেবীডাঙা আদাঘাট থেকে এক কেজি ১২৬ গ্রাম হেরোইন-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করল। নাম নাজিবুল ইসলাম এবং ইসরাউল হক

মালদহে গঙ্গাভাঙন পরিদর্শনে গিয়ে সাবিনা শুনলেন সাধারণের মতামত

সংবাদদাতা, মালদহ: মালদহ জেলার কালিয়াচক-২ নং ব্লকের পঞ্চানন্দপুরে ভয়াবহ গঙ্গাভাঙন উদ্বেগ বাড়াচ্ছে দিন দিন। শুক্রবার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে পৌঁছলেন মোথাবাড়ির বিধায়ক তথা সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সঙ্গে ছিলেন মালদহ জেলা সেচ আধিকারিক ও কালিয়াচক-২ নং ব্লকের বিডিও। সুলতানটোলার ভাঙন কবলিত এলাকা ঘুরে দেখার পর স্থানীয়দের নিয়ে আলোচনায় বসেন এক আমবাগানে। ভাঙন প্রতিরোধে কীভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সেই বিষয়ে সরাসরি মতামত চান মন্ত্রী। গ্রামবাসীরা জানান, শুকনো মরশুমে বোল্ডার পিচিং করলে গঙ্গার ভাঙন অনেকটাই রোখা সম্ভব। পাশাপাশি ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি ওঠে।

এদিন সাবিনা স্থানীয়দের আশ্বস্ত করে বলেন, সরকার পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে। ভাঙন রুখতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসনও কাজ করবে। মালদহে গঙ্গার ভাঙন নতুন নয়, প্রতি বছরই শতাধিক পরিবার গৃহহারা হয়। এবার প্রতিমন্ত্রীর সরেজমিনে উপস্থিতি অন্তত গ্রামবাসীদের মনে নতুন ভরসা জাগাল। কেন্দ্রীয় সরকার মালদহে ভাঙন প্রতিরোধে নীরব ভূমিকা পালন করছে। অথচ গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের দায়িত্ব পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের। তারা না করায় রাজ্য সরকার নিজেই ভাঙন প্রতিরোধে তৎপর।

প্রশাসনের তৎপরতা নেপাল থেকে ফিরে এলেন গবেষক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারে গিয়ে নেপালে আটকে পড়েছিলেন জলপাইগুড়ির গবেষক ময়ূখ ভট্টাচার্য। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শেষমেশ বাড়ি ফিরলেন। গোলমালের জেরে প্লেনের টিকিটের দাম অত্যাধিক বলে বিহার সীমান্ত দিয়ে গাড়িতে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকেন। তারপর গোমস্তাপাড়ার বাড়িতে ফিরে আসেন। ৮ সেপ্টেম্বর থেকেই নেপালের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে যাওয়ায় সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার মধ্যে কার্যত হোটেলে বন্দি হয়ে পড়েছিলেন ময়ূখরা। জানালেন, হোটেলে বসেই একের পর গুলির শব্দে কান ঝালাপালা হয়েছিল। খাদ্যসংকট তৈরি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত ছেলে বাড়ি ফিরে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ময়ূখের পরিবার। তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রশাসন ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকেও, তারা সারাক্ষণই পাশে থাকায়।

ভিক্ষালব্ধ অর্থ নিয়ে বিবাদে হাঁসুয়ার কোপ

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : ভিক্ষাবৃত্তির উপার্জনের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদ। তাতেই ভিক্ষুক বৃদ্ধাকে হাঁসুয়ার কোপ অপর ভিক্ষুক মহিলার। যদিও ভাগাভাগির কথা স্বীকার করেননি আক্রমণকারী। তাঁর অভিযোগ, বহুদিন আগে তাঁকে মেরেছিল এই বৃদ্ধা। আক্রান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য বালুরঘাটে। প্রতি শনিবার ভিক্ষা করতে বাজারে আসেন তাঁরা। এদিন বালুরঘাট শহরে বিশ্বাসপাড়া পেট্রোল পাম্পের উল্টোদিকে একটি আবাসনের নিচে বিকেলে ভিক্ষা করার পর দুই মহিলা বসে গল্প

করতে করতে পয়সার ভাগ-বাঁটোয়ারা করছিলেন। হঠাৎ মতবিরোধ। ততেই একজন ব্যাগে থাকা হাঁসুয়া দিয়ে অন্যজনকে আক্রমণ করে। মাথায়, হাতে ও ঘাড়ে একাধিক কোপ মারে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন ওই ভিখারিনি। সঙ্গে সঙ্গে আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীরা ছুটে এসে হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেন। ততক্ষণে রক্তাক্ত ওই মহিলা। আক্রমণকারীকে আটকে রাখা হয় আবাসনের সামনে। বালুরঘাট থানার পুলিশ আহতকে উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠায়। অন্যজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বালুরঘাট থানায়। এখনও পর্যন্ত দুই মহিলার পরিচয় জানা যায়নি।

আস্ত ছাগল গিলেছে অজগর বনকর্মীদের তৎপরতায় উদ্ধার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙা টন্ডু ডিভিশনের ১৫ নম্বর সেকশনের চা-বাগানে চাঞ্চল্য ছড়ায় বিশাল এক অজগর দেখে। শনিবার চা-শ্রমিকরা ঝোপের মধ্যে ওই অজগরটিকে দেখতে পান। প্রায় ১২ ফুট লম্বা সাপটির পেট অস্বাভাবিক ফোলা ছিল। স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে বন দফতরের খুনিয়া রেঞ্জ অফিসে খবর দেন। বনকর্মীরা এসে তাঁদের নিশ্চিত করেন, সাপটি একটি আস্ত ছাগল গিলে ফেলেছে। দক্ষ কর্মীরা সতর্কতার সঙ্গে অজগরটিকে উদ্ধার করেন। এক বন আধিকারিক জানান, সাপটি বর্তমানে সুস্থ রয়েছে। প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণের পর নিরাপদ বনে ছেড়ে দেওয়া হবে। স্থানীয় জোৎস্না টুডু বলেন, বড় আকারের অজগর লোকালয়ে ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়ালেও বনকর্মীদের দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তি ফিরেছে। চা-বাগান শ্রমিক ইন্দুবালা রায় বলেন, হঠাৎ দেখি ঝোপের মধ্যে বিশাল সাপটি কুণ্ডলী পাকিয়ে, পেট ফুলে রয়েছে। আমরা ভয় পেয়ে যাই। পরে বনকর্মীরা এসে সেটিকে ধরে নিয়ে যান। বন দফতর সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলছে, এই ধরনের সাপ বিষহীন হলেও আকারে বড় হওয়ায় আতঙ্ক তৈরি করে। তাই কোথাও বড় সাপ দেখা গেলে নিজেরা ঝুঁকি না নিয়ে যেন দ্রুত বন দফতরকে খবর দেন। গৃহপালিত পশুদেরও নিরাপদে রাখার পরামর্শ দেন বনকর্মীরা।

বাড়ির ভেতরে ১২ ফুট লম্বা কিং কোবরা উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হল জঙ্গলে

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ফের লোকালয় থেকে উদ্ধার বিশাল কিং কোবরা। শনিবার সকালে ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউলাইন এলাকার কর্ণ ছেত্রীর বাড়িতে। প্রায় ১২ ফুট লম্বা এই বিষধর সাপটিকে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। আচমকাই বাড়ির ভেতরে তাকে দেখে আতঙ্কে চিৎকার শুরু করে দেন সকলে। মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে, ভিড় জমে যায়। বন দফতরের রামসাই রেঞ্জ অফিসে খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা দ্রুত যোগাযোগ করেন ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সঙ্গে। সংগঠনের অভিজ্ঞ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সাপটিকে নিরাপদে উদ্ধার করেন। পরে সেটিকে বন দফতরকে দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক নন্দকুমার রায় জানান, উদ্ধার হওয়া সাপটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ফুট। পূর্ণবয়স্ক কিং কোবরা। বিশ্বের অন্যতম বিষধর সাপ হলেও মানুষকে অকারণে আক্রমণ করে না। বন দফতর জানিয়েছে, বর্ষার সময়ে জঙ্গলের ভেতরে জল জমে থাকে। ফলে ইঁদুর, ব্যাঙ কিংবা অন্য শিকারের খোঁজে সাপ প্রায়শই লোকালয়ে চলে আসে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে বন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে। বনকর্মীরা জানান, সাপকে আঘাত করা বা মেরে ফেলার প্রবণতা বিপজ্জনক এবং তা পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর। যাঁর বাড়িতে সাপ ঢুকেছিল, সেই কর্ণ বলেন, প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম, তবে মারার চেষ্টা করিনি। বনকর্মী আর সংগঠনের ছেলেরা সাপটিকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে স্বস্তি পেলাম।

ধসের জেরে পুজোর আগে বন্ধ টয় ট্রেন

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পুজোর আগে মুখ থুবড়ে পড়ল উত্তরবঙ্গের পর্যটন। চলতি মাসে পাহাড়ে লাগাতার ধসের কারণে বন্ধ হল হেরিটেজ টয় ট্রেন। এনজিপি স্টেশন থেকে দার্জিলিং যাওয়ার ট্রেন পরিষেবা ফের বন্ধ হল পুজোর আগে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপাতত স্থগিত পরিষেবা। পুজোর মুখে বন্ধ অগ্রিম বুকিং। পুজোর আগেই উত্তরবঙ্গের টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় ক্ষতির আশঙ্কায় চিন্তায় পর্যটনশিল্প। হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্যুরিজম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল জানান, লাগাতার ভারী বৃষ্টির কারণে পাহাড়ে একাধিক জায়গায় ধস নামে, তাতে কয়েকজন আহত হওয়া এবং বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভেঙে পড়ায় পাহাড়ি পথে এখনই টয় ট্রেন পরিষেবা চালানো নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে না। রেল এবং পর্যটন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে পরিষেবা। ১২ তারিখ পর্যন্ত শেষ চালানো হয়েছে এনজিপি থেকে মাঝপথে ঘোরানো হয়েছে ইঞ্জিন, তাই আপাতত ১৫ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুজোর প্রাক্কালে পর্যটকদের জানিয়ে দেওয়া হবে আগাম বুকিং নিয়ে।

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ ধৃত ৩

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বীরপাড়ার আইটিআই মোড় থেকে একটি বেআইনি পিস্তল-সহ তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। ওই আগ্নেয়াস্ত্র, দুটি তাজা কার্তুজ ও একটি ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার মুখে খোদ জেলা শহরের এত কাছে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে শনিবার সন্ধ্যায় শোরগোল পড়ে যায় শহরে। ধৃতদের দু'জন দাগি দুষ্কৃতী, একজন বহিরাগত। কী কারণে ওই তিন দুষ্কৃতী বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ রেখেছিল, তা দেখছে পুলিশ। ধৃতদের নাম পবন মাহাতো, রোহিত দাস ও আসরাফুল হক। বিহারের মুঙ্গের থেকে কোচবিহার হয়ে ওই তিনজন বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসছিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
14 September, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ঈশিতা-কাণ্ড, উদ্ধার খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র

সংবাদদাতা, নদিয়া: কৃষ্ণনগরে তরুণী হত্যাকাণ্ডে অবশেষে পুলিশের বড় সাফল্য। ২৫ অগাস্ট দিনদুপুরে কলেজ ছাত্রী ঈশিতা মল্লিকের বাড়ি ঢুকে ক্লোজ রেঞ্জ থেকে তিনটে গুলি করে তাঁকে খুন করে অভিযুক্ত দেশরাজ। এরপরই সে চম্পট দেয় উত্তরপ্রদেশে। নেপাল বর্ডার থেকে তাকে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের বিশেষ টিম ধরে নিয়ে আসে। তারপরেই নদিয়া জেলা সংশোধনাগারে টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের মাধ্যমে তাকে শনাক্ত করেন ঈশিতার মা ও ভাই। তদন্তের গতিপ্রকৃতি ঠিকঠাক এগোচ্ছিল, শুধুমাত্র অপরাধে ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার ছাড়া। অবশেষে শুক্রবার রাতে সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের ভিত্তিতে কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনের শৌচালয়ের পাশ থেকে উদ্ধার হয় দেশরাজের ব্যবহৃত সেই আগ্নেয়াস্ত্রটি। তদন্তকারীদের মতে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এই খুনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। তদন্ত প্রক্রিয়া আরও গতি পাবে। শনিবার দেশরাজের সাত দিনের পুলিশি হেফাজত শেষ হলে তাকে পুনরায় নদিয়া জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ফের চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জেলা পুলিশের প্রত্যর্পণ দেড়শো মোবাইল ফোন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে প্রত্যর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫০টি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হল প্রাপকদের হাতে। শুক্রবার শহরের পাঁচমাথার মোড়ে এক অনুষ্ঠানে পুলিশের এই প্রত্যর্পণ কর্মসূচিতে জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা-সহ ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সৈয়দ মোহম্মদ মামদুল্লা হাসান, জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গুলাম সারওয়ার, ডিএসপি ডিআন্ডটি সব্যসাচী ঘোষ প্রমুখ। ২০১৯ থেকে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এই কর্মসূচির শুরু। এ পর্যন্ত প্রায় ৪৩৭৫টি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে জেলা পুলিশ। এগুলির আনুমানিক মূল্য ৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। এছাড়াও ওই অনুষ্ঠানে সাইবার ক্রাইম নিয়ে পুলিশকর্তারা মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা, জেলা পুলিশের অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

আলো লাগাতে গিয়ে

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে সোলার লাইট লাগাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল আইনুল মোল্লার (২১)। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় এলাকায়। ভগবানপুর থানার দ্বারিমারা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় সাংসদ কোটার টাকায় সোলার লাইট লাগানোর কাজ চলছিল ক'দিন ধরে। ওই কাজের দায়িত্ব পাওয়া সংস্থার কর্মী ছিলেন আইনুল।

আজ এসএসসি পরীক্ষা, পূর্ব মেদিনীপুরের ৩১ কেন্দ্রে কড়া নজরদারি জেলা পুলিশের

সংবাদদাতা, তমলুক : গত রবিবার নির্বিঘ্নে মিটেছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের স্কুল লেভেল সিলেকশন টেস্টের (এসএলএসটি) নবম-দশমের নির্বাচন। গত রবিবারের মতোই আজ, রবিবার একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষাতেও কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত থাকছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে। একাদশ-দ্বাদশে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯,১৪৫। তমলুক মহকুমায় ১৪, হলদিয়ায় ৫, কাঁথি মহকুমায় ৮ এবং এগরায় ৪টি মিলে জেলায় মোট পরীক্ষা কেন্দ্র ৩১। এর মধ্যে সবথেকে বেশি পরীক্ষার্থী তমলুক মহকুমায়, ৮৩১৫। গত রবিবারের মতোই আজও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে মোতায়েন থাকবে প্রায় ৭০০-৮০০ পুলিশ। প্রত্যেকেই ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার। এছাড়াও প্রস্তুত থাকছে কিউআরটি। প্রয়োজনে তাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় মুভমেন্ট করানো হবে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে থাকবে সশস্ত্র পুলিশ। পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে থাকবে মেটাল ডিটেক্টর। প্রতিটি জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার অফিসারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গতবারের মতোই এবারেও যাতে দাগিরা প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রতিটি কেন্দ্রে তাদের নামের লিস্ট পাঠানো হয়েছে। প্রবেশের ক্ষেত্রে কমিশন দ্বারা প্রকাশিত প্রভিশনাল অ্যাডমিট কার্ডের পাশাপাশি পরীক্ষার্থীকে রাখতে হবে সচিত্র পরিচয়পত্র। জেলা পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য বলেন, নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেইমতো সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুজোর আগেই গ্রামীণ শিল্পীদের আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে জেলায় জেলায় খাদি মেলা

স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের ডাক

বর্ধমান

■ খাদি মেলার সূচনায় মঞ্চে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, এডিএম, এসপি, পুরপ্রধান প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ করুন। খাদির সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জড়িত। তাই বেশি করে খাদির দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করুন। এর মাধ্যমে খাদি শিল্পীদেরও সহায়তা করা হবে। শনিবার বর্ধমানের শাঁখারিপুকুর হাউসিং মাঠে শুরু হয় তৃতীয় বর্ষ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ মেলা। মেলার উদ্বোধনে এসে একথা বলেন মন্ত্রী তথা রাজ্য তন্তুজের চেয়ারম্যান স্বপন দেবনাথ। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খাদিকে আরও ছড়িয়ে দিতে এই মেলার আয়োজন করছেন। খাদি শিল্পীদের উৎসাহ দিতে তাঁদের দ্রব্য বিপণনেই এমন মেলার আয়োজন করছেন। অন্যবার শীতকালে বর্ধমানে এই মেলা হলেও এবার পুজোর আগে মেলার আয়োজন করায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শিল্পীদেরও সুবিধা ও আর্থিক সহায়তা হবে। প্রসঙ্গত, প্রথম বছর এই খাদি মেলায় ৯২ লক্ষাধিক টাকার বিক্রি হয়, দ্বিতীয় বছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৯৩.২২ লক্ষ টাকা।

এবারে লক্ষ্য ১ কোটি টাকার বিক্রি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, বর্ধমানের পুরপ্রধান পরেশ সরকার, বিডিএ-র চেয়ারম্যান তথা খাদি বোর্ডের সদস্য উজ্জ্বল প্রামাণিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রসেনজিৎ দাস, মহকুমা শাসক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস প্রমুখ। মেলা চলবে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মোট ৭২টি স্টল হয়েছে।

রেকর্ড বিক্রি ১.২২ কোটি

নদিয়া

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ায় খাদিমেলায় গত বছরের ৮৮ লক্ষের বিক্রির রেকর্ড ভেঙে এবার নতুন কীর্তি গড়ল পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্পপর্ষদ। ক্ষমতায় আসার পর গ্রামীণ কুটিরশিল্পকে উৎসাহ দিতে বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীদের উৎসাহ ভাতা, মেলায় উৎপাদিত বস্তু বিক্রির ব্যবস্থা এখন জেলা গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রকুটির শিল্পীদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ, সেটাই প্রমাণ হল নদিয়ার খাদিমেলায়। ১ থেকে শুরু হয়ে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা মেলায় বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২২ লক্ষ। এবারের মেলায় খাদি বিষয়ক সামগ্রীর স্টল ছিল ৩১, অন্যান্য ৬৬টি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পীদের আলো, জল ও থাকার ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। আর্থিক বোঝা না বাড়ায় শুধুমাত্র তৈরি সামগ্রী বিক্রি করায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়ে এবার খাদিমেলার বিক্রি বেড়েছে। লক্ষাধিক মানুষ মেলায় এসে বিভিন্ন পণ্য কিনেছেন। সবচেয়ে বেশি বিক্রি মুর্শিদাবাদের একটি খাদির স্টলে। নদিয়ার শাড়িও পছন্দ করেছেন ক্রেতারা। খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান কল্লোল খান ক্রেতা-বিক্রেতাদের ধন্যবাদ জানান। খাদির আধিকারিক চন্দনকুমার দাস বলেন, রাজ্যের সমস্ত জেলার গ্রামীণ ও কুটিরশিল্পীদের এই মেলায় এসে লাভ হয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জের অনন্ত বাঁশপাতা দিয়ে তৈরি করছেন অভিনব দুর্গা

কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর

দুর্গাপুজো মানেই থিমের চমক, আর সেই চমকেই নতুন মাত্রা যোগ করলেন রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের তক্ষক গ্রামের মৃৎশিল্পী অনন্ত সরকার। পরিবেশবান্ধব পুজোর বার্তা ছড়িয়ে দিতে এ-বছর তিনি তৈরি করছেন অভিনব এক মা দুর্গা। যা তৈরি হচ্ছে একেবারেই প্রাকৃতিক উপাদান, শুকনো বাঁশপাতা দিয়ে। কোনওরকম কৃত্রিম রঙের ব্যবহার নয়, শুধুমাত্র শুকনো বাঁশপাতা এবং বাঁশের খোলসের ছোঁয়াতেই ফুটে উঠছে দেবীমূর্তির অলৌকিক রূপ। মৃৎশিল্পী অনন্তবাবু জানান, দীর্ঘ ১১ বছর দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণে কাজ করছি। প্রতি বছর কিছু না কিছু নতুন ভাবনা নিয়ে আসি মুর্শিদাবাদবাসীর সামনে। এর আগে ধান, শালপাতা, কাজু-কিশমিশ, পাট ইত্যাদি নানা জৈব উপাদান দিয়ে দুর্গামূর্তি তৈরি করে তাক লাগিয়েছেন তিনি।

এবার তাঁর পুজো ক্যানভাসে বাঁশপাতার ব্যবহার নিঃসন্দেহে নজর কাড়বে। অনন্তবাবুর একটাই লক্ষ্য— পরিবেশ রক্ষা করে প্রতিমা গড়া। এ বছর বাঁশপাতাকেই মাধ্যম বেছে নিয়েছি। যদিও প্রবল বর্ষণের জন্য রোজকার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যতবার শুকোতে দিচ্ছি, ততবারই বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে পাতা। স্ত্রী ও সন্তানরাও সমানভাবে হাত লাগাচ্ছে এই কাজে। গ্রামের কাদা মাখা রাস্তায়, বাঁশঝাড় থেকে কাঁচা পাতা সংগ্রহ করে ঘরেই শুকনোর ব্যবস্থা করছেন তাঁরা। অনন্ত সরকারের বিশ্বাস, মায়ের আশীর্বাদে সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করেই শেষ করতে পারবেন কাজ। এ বছর সম্মতিনগরে পূজিত হবেন তাঁর গড়া বাঁশপাতার মা দুর্গা। দর্শনার্থীদের জন্য শিল্পীর বার্তা— প্রকৃতির সুরক্ষাই আসল পুজো। প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির উপাদানে গড়া মূর্তি যেন প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দিতে পারে তার প্রাপ্য মর্যাদা।

বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া বেনারসি ও অন্যান্য মিলে ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার নিলামে শাড়ি বিক্রি হল শনিবার। ট্রাস্ট সদস্য সঞ্জয় ঘোষ জানান, আজ, রবিবার কিছু শাড়ি ও সোনা-রুপার ১৯৯টি গয়না বিক্রি হবে

■ বাংলা ও বাংলাভাষী মানুষদের প্রতি বিদ্বেষের প্রতিবাদে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সমুদ্রগড় অঞ্চলের কালিতলা বাজারে পথসভায় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

জমিহারা পরিবারদের পুজোর উপহার

■ চেক দিচ্ছেন বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : আসন্ন দুর্গাপুজা উপলক্ষে মানবিক উদ্যোগ নিল ট্রান্স দামোদর ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এবারও কৃষিজীবী পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হল, যাঁরা একসময় ট্রান্স দামোদর কোলিয়ারি প্রকল্পের জন্য জমি দিয়েছিলেন। সোসাইটির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়। কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে নিজের হাতে অসহায় পরিবারগুলির হাতে চেক তুলে দিয়ে তিনি বলেন, পুজোর আগে এই পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর এই কাজটি আমরা প্রতি বছর করে থাকি। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এক সময় এই পরিবারগুলো জমি হারিয়েছিল, যার ফলে তাদের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়ে। ট্রান্স দামোদর ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দীর্ঘদিন এই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহায়তা করে চলেছে। এই মহৎ উদ্যোগের জন্য সোসাইটির সভাপতি-সহ সকল কর্মকর্তাদের কৃতজ্ঞতা জানানো হয় পরিবারগুলির তরফে।

দিদির জন্যই সম্মানিত বাংলার মেয়েরা
খড়্গপুরে ভিড়ে ঠাসা কর্মিসভায় চন্দ্রিমা

■ খড়্গপুরে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মিসভার সূচনায় সংগঠনের রাজ্য নেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ডানদিকে, কর্মীদের মাঝে মন্ত্রী।

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : ২০২৬ সালের নির্বাচন বেশি দূরে নয়। তাই দলের প্রতিটি শাখাকেই সক্রিয়ভাবে নেমে পড়তে হবে ময়দানে। সেই লক্ষ্যেই মহিলা কর্মীদের চাঙ্গা করতে খড়্গপুরে কর্মিসভার আয়োজন করে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। রাজবাড়ি ময়দানের সভায় উপস্থিত ছিলেন এই সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী মামণি মান্ডির ডাকে এদিনের সভায় দলের মহিলা কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। সভায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের অভিমুখ কী হবে সেকথাই কার্যত জানিয়ে গেলেন চন্দ্রিমা। তিনি বলেন, ''খোকাকেও যেমন অধিকার দেওয়া হচ্ছে তার ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্য। সে যতটা খুশি পড়াশোনা করবে। তেমনই খুকুকেও সাহায্য করা হবে। সেজন্যই কন্যাশ্রীর ব্যবস্থা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা মহিলারা যে সম্মান পেয়েছি, তা দিদির জন্যই। মেয়েরা চান সম্মান। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক– সব দিক দিয়ে।''

সারা পৃথিবীর মেয়েরা এখনও তা পায়নি। কিন্তু দিদির জন্য বাংলার মেয়েরা সেটা পেয়েছে। আগামী দিনে গ্রাম থেকে শহর— নির্বাচনী প্রচারের ময়দানে মেয়েদের সম্মান, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী প্রভৃতি প্রকল্পের কথা সবার সামনে প্রচারে তুলে ধরতে হবে এই কথাই যেন বুঝিয়ে গেলেন মন্ত্রী ও নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আহ্বায়ক মামণি মান্ডি ছাড়াও ছিলেন গড়বেতার বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা-সহ মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

■ মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের সুন্দরপুর পঞ্চায়েতে মারুত প্রাইমারি স্কুলের পাড়া শিবিরে উপস্থিত মন্ত্রী পুলক রায়।

শ্লীলতাহানির চেষ্টা, ধৃত প্রতিবেশী : এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টায় পটাশপুর থানার পুলিশের হাতে ধৃত অভিযুক্ত প্রতিবেশী মনোরঞ্জন দাস। শনিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। শুক্রবার ৮ বছরের নাবালিকা বাড়ির বাইরে বেরোলে লুকিয়ে থাকা অভিযুক্ত তার হাত ধরে টানাটানি করে কুপ্রস্তাব দেয়। চিৎকারে মানুষজন ছুটে আসে। পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে।

পাড়া শিবিরে মানুষের সমস্যায় মনোযোগী বিধায়ক, দিলেন দ্রুত সমাধানের আশ্বাস

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বিষ্ণুপুর ব্লকের অন্তর্গত রাধানগর এলাকায় আয়োজিত আমার পাড়া আমার সমাধান শিবিরে মানুষের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনলেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। শনিবার রাধানগরে ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ নম্বর বুথের ক্যাম্পে। সঙ্গে ছিলেন এলাকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও। বিধায়ক তন্ময় ঘোষ ক্যাম্পটি ঘুরে দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। ঠিকঠাক পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে কি না, সে বিষয়ে মানুষের থেকে সরাসরি খোঁজ নেন। বিধায়ক বলেন, মানুষের কাছে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মিশে সমস্যার কথা জেনে দ্রুত সমাধান করতে পারি। এদিনও বিধায়ক সমস্যা শুনে সমাধানের আশ্বাস দেন।

■ পাড়া শিবিরে বিধায়ক তন্ময় ঘোষ।

দিঘার জগন্নাথধামের আদলে ১২৫ ফুটের মণ্ডপ

সংবাদদাতা, মাধাইপুর : প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের মাধাইপুর কোলিয়ারির সর্বজনীন পুজো কমিটি খনি অঞ্চলের সেরা পুজোর শিরোপা নিতে তৎপর। এবার মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে দিঘার জগন্নাথধামের আদলে। ১২৫ ফুট উঁচু মণ্ডপ গড়ে রেকর্ড করতে চলেছে এই দুর্গাপুজো কমিটি। সম্পাদক কাঞ্চন ঘোষ জানান, এবছরও পুজোয় থাকছেন নানা চমক। প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বাজেটে হচ্ছে পুজো। পুজো চারদিন নানা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলাও বসছে। এবার পুজোর ৩৮ বছর। উদ্বোধন করবেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সপ্তমী থেকে একাদশী পর্যন্ত এলাকায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার মানুষের জমায়েত হয়। কোলিয়ারির এই দুর্গাপুজো উপলক্ষে এলাকায় হাজার হাজার মানুষের ভিড় কার্যত মানবমেলার রূপ নেয়। এক মাস চলছে মণ্ডপ নির্মাণকাজ। শিল্পীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গড়ছেন মণ্ডপ। পুজো কমিটির আশা, এবারের মণ্ডপ দেখতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ ভিড় করবেন। খনি অঞ্চলের বিগ বাজেটের এই পুজোয় নিরাপত্তার বিষয় সুনিশ্চিত করতে তৎপর থাকে লাউদোহা ফরিদপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি এলাকার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও নেতারা তৎপর থাকবেন সুনিশ্চিতভাবে পুজোর আয়োজনে।

■ দুর্গাপুরের পুজোয় নির্মীয়মাণ দিঘার জগন্নাথধাম।

২৬৮ বছরে পড়ল কর্মকার বাড়ির পুজো

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোল মহকুমার হিরাপুর কর্মকারপাড়ায় কর্মকার বাড়ির আদি পুজো শুরু হয় ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ চলার সময়। এবারের পুজো ২৬৮ বছরে পড়েছে। কথিত, এই বাড়ির সদস্য নন্দলাল কর্মকার দামোদর নদে স্নান করতে গিয়ে একটি ঘট পান। সেই ঘট নিয়ে এসেই তিনি বাড়িতে পুজো প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে ঘটেই পুজো হত। পরে প্রায় ৮০ বছর ধরে পুজো হচ্ছে প্রতিমা গড়ে। মায়ের মূর্তি এখানে সাবেকি। সম্পূর্ণ ডাকের সাজ। এখানে কোনও পশুবলি হয় না। শুধুমাত্র চালকুমড়ো ও আঁখ বলি দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মায়ের পুজো হয়। মন্দিরের মধ্যেই ভাজা হয় খই এবং বর্তমানে ঢেঁকি না পাওয়ায় মেশিনের আতপ চালের আর্সে তৈরি করে পুজোর চারদিন ভোগ নিবেদন করা হয়। সঙ্গে দেওয়া হয় মিঠাই ও ফল। প্রতি বছর পুজোর আগেই সুদুর আমেরিকা থেকে কর্মকার বাড়ির সদস্যরা চলে আসেন গ্রামের এই পুজোয়। কর্মকার বাড়ির পুজোর রীতিনীতি এখনও একই রকম রয়েছে। পুজোর পাঁচ দিন মায়ের মুখের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। পরিবারের সদস্যরা জানান, মায়ের মন্দির থেকে বিভিন্ন রোগের ওষুধপত্র দেওয়া হয় মানুষকে।

■ হিরাপুরের কর্মকার বাড়ির প্রতিমার ছবি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

14 September, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার হলেন তরুণী

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মায়ের কাছে ফিরল মেয়ে। নিখোঁজ থাকার দীর্ঘ উদ্বেগের অবসান ঘটল। বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হল জলপাইগুড়ির মালবাজার থানার অন্তর্গত দলাইগাঁও চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আব্দুল রহিমের মেয়ে রিঙ্কি বেগমকে (১৯)। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়, রিঙ্কিকে শুক্রবার চাংড়াবান্দা সীমান্ত চৌকিতে এক পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত দেয় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড। এদিন পতাকা

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বাংলাদেশ বর্ডার সেনা, বাংলাদেশের পাটগাঁও থানার পুলিশ এবং ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ। গত ৬ সেপ্টেম্বর রিঙ্কির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় ময়নাগুড়ি থানায় সাধারণ ডায়েরি হয়। এরপরই প্রশাসনের তৎপরতায় সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয় এবং দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী যৌথ উদ্যোগে যোগাযোগ শুরু করে। অবশেষে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পর রিঙ্কিকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনার পর গ্রামে স্বস্তি ফিরে এসেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের জন্য।

লোক আদালতে একদিনেই নিষ্পত্তি হল ২৪১০ মামলার

মালদহ

সংবাদদাতা, মালদহ : মালদহ জেলা আদালত এবং চাঁচল মহকুমা আদালতে বসল জাতীয় লোক আদালতের আসর। এদিন বসল চলতি বছরের তৃতীয় লোক আদালত। শনিবার সকাল থেকে জেলা আদালত প্রাঙ্গণে মামলার নিষ্পত্তির জন্য মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। লোক আদালতের মূল উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষকে দ্রুত ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়া। এদিন আদালতে ২৪১০টি মামলার নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল ট্রাফিক আইন ভঙ্গ এবং পথদুর্ঘটনা সংক্রান্ত মামলা। মালদহ জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব অমর্ত্য চক্রবর্তী জানান, এই নিয়ে এ বছর তৃতীয়বার লোক আদালত বসানো হল। মানুষের স্বার্থে দ্রুত এবং কম খরচে মামলা মীমাংসা করাই এর লক্ষ্য। লোক আদালতের উদ্যোগকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। আদালত প্রাঙ্গণে

■ লোক আদালতে সাধারণ মানুষের ভিড়।

একসঙ্গে এতগুলো মামলার মীমাংসা হওয়ায় বহু পরিবার স্বস্তি পেয়েছেন। মালদহের আইন পরিষেবা দফতরের এই পদক্ষেপ ন্যায়বিচারকে আরও সহজলভ্য করল।

বিজেপি নেতার হাতে নেত্রীর শ্লীলতাহানি, আত্মহত্যার চেষ্টা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়িতে বিজেপি নেতার ভ্রষ্টাচার। তার জেরে অপমানে আত্মহত্যার চেষ্টা দলের মহিলা সহ-সভাপতির। বিজেপি মহিলাদের কী চোখে দেখে এই ঘটনাতেই স্পষ্ট। শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল মহিলা মোর্চার সহ-সভাপতি দেবযানী সেনগুপ্তকে কুপ্রস্তাব দেন, অশালীন আচরণও করেন। শনিবার সকালে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে অসম্মানের পর বাড়িতে এসে

■ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নেত্রী।

আত্মহননের চেষ্টা করেন দেবযানী। তড়িঘড়ি তাঁকে শিলিগুড়ির প্রধাননগরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গিয়েছে, থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। বেশ কয়েকদিন ধরে দার্জিলিং জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি অরুণের নামে একাধিক অভিযোগ এনেছেন দলেরই মহিলা সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, মহিলা সদস্যদের সঙ্গে অশালীন মন্তব্য এবং কুকীর্তির ফল ভোগ করছেন সকলেই, বাদ যাননি মহিলা সহ-সভাপতিও। বিজেপির তরফে যেখানে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগান উঠে আসে, সেখানে খোদ বিজেপির অন্দরেই সুরক্ষিত নন মহিলারা। প্রশ্ন তুলছেন বিজেপিরই অন্যান্য মহিলা মোর্চার সদস্যরা।

বিধায়কের উদ্যোগে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দশ শয্যার হাসপাতাল

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে, আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের শালকুমার হাট- ১ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ১০ শয্যার

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করবার জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই বিষয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিধানসভায় স্বাস্থ্য দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। অবশেষে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নের যে পরিকাঠামো তৈরির প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য রাজ্য সরকার দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করল। শনিবার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ভাস্কর সেনকে সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন বিধায়ক। কীভাবে এই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হবে তা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। স্থানীয় গ্রামবাসীরাও এসে নিজেদের মতামত প্রদান করেন। একটা সময় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকা একজন চিকিৎসক অবসর নেওয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে চিকিৎসা পরিষেবা ভেঙে পড়েছিল। পরবর্তীতে বিধায়কের উদ্যোগেই সেখানে একজন সর্বক্ষণের চিকিৎসক নিয়োগ করে স্বাস্থ্য দফতর। নতুন পরিকাঠামো উন্নয়নের খবরে খুশির হাওয়া এলাকায়।

পুজো অনুদান দিলেন বিপ্লব

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : হরিরামপুরে দুর্গাপুজো অনুদান বিতরণ করলেন ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। শনিবার হরিরামপুর থানার উদ্যোগে ও আইসি অভিষেক তালুকদারের পৌরোহিত্যে বিবেকানন্দ কক্ষে। ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, আইসি অভিষেক তালুকদার, প্রেমচাঁদ নুনিয়া, ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইয়াসিন আলি প্রমুখ। মন্ত্রী ব্লকের ৪১টি পুজো কমিটির হাতে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার অনুদানের চেক তুলে দেন।

নিহত কর্মীর পরিবারের পাশে দল

■ নিহত কর্মীর পরিবারকে অর্থ সাহায্য অভিজিৎ দে ভৌমিকের।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের পাশে দল। মাথাভাঙা-১ ব্লকের জোড়পাটকি অঞ্চলের তৃণমূলকর্মী সঞ্জয় বর্মনের পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। শনিবার জেলা পার্টি অফিসে নিহত কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দলের নেতৃত্ব এর আগে তাঁর বাড়িতে গিয়েও দেখা করেছিলেন। ২৮ আগস্ট রাতে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হন সঞ্জয়। পুলিশ দুই অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে। পেশায় প্লাইউড মিলের শ্রমিক ছিলেন সঞ্জয়। তাঁর দুই নাবালিকা কন্যা ও স্ত্রী রয়েছেন। আচমকা আর্থিক আয়ের একমাত্র উৎস সঞ্জয়ের মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েন বাড়ির লোকেরা। তাই আর্থিক সাহায্য। অভিজিৎ জানান, পরিবারের পাশে আমরা দলগতভাবে আছি। স্ত্রীর স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অভিজিতের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

নির্মল বাংলা অভিযানে হাত লাগালেন মন্ত্রী বেচারাম

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : পুজোর মরশুম শুরুর আগেই বক্সা পাহাড়কে পর্যটকদের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলতে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন কাজ শুরু করে দিয়েছিল। এবার সেই কাজ পরিদর্শনে গিয়ে শনিবার আলিপুরদুয়ারের বক্সা পাহাড়ের সান্তালাবাড়ি থেকে নির্মল বাংলা অভিযানে যোগ দিলেন কৃষিবিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এদিন মন্ত্রী জেলাশাসককে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে বক্সা দারগাঁও, বক্সা সদর বাজার, বক্সা ফোর্ট, লেপচাখা গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন। এদিন মিশন নির্মল বাংলার লক্ষ্যে বক্সা পাহাড়কে দূষণমুক্ত করতে পাহাড়ে মন্ত্রীকে নিজে হাতে প্লাস্টিক, নোংরা আবর্জনা তুলতে দেখা যায়। পাশাপাশি এদিন বক্সা ফোর্টে স্থানীয়

■ বক্সা পাহাড়ের পথে প্লাস্টিক তুলছেন মন্ত্রী

গ্রামবাসীদের হাতে জঞ্জাল ফেলার পাত্র, সুপুরির থালা, মাটির গ্লাস দিতেও দেখা যায়। পাশাপাশি বক্সা পাহাড়ের কৃষকদের উৎপাদিত আদা, এলাচের মতন বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণ নিয়ে আশ্বস্ত করেন। বক্সা পাহাড়ে কৃষকরা মূলত কুয়াস, বড়ো এলাচ, আদা, রসুন চাষ করেন। পাহাড়ের সবগুলো গ্রাম মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজারের উপর বাসিন্দা। দুর্গম রাস্তার জন্য কৃষকেরা উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করতে পারেন না। এ ছাড়াও কমলাচাষ নিয়েও কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে চুনাভাটি যাবেন মন্ত্রী। বেচারাম বলেন, বক্সা পাহাড়কে নির্মল বাংলা প্রকল্পে প্লাস্টিকমুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এই অঞ্চলে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল এখন থেকে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেবে রাজ্য সরকার। বেচারামের আশ্বাসে খুশি এলাকার মানুষ।

চরম পরিণতি মেট্রো স্টেশনে

(প্রথম পাতার পর)

কিন্তু দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে নেমে ফের বচসা শুরু হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, রানা ও মনোজিৎ দীর্ঘদিনের সহপাঠী। কিছুদিন আগে রানা নিজের প্রেমিকার সঙ্গে মনোজিতের পরিচয় করায়। তারপর থেকেই দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়। কোনওভাবে রানার ফোন থেকেই তার প্রেমিকার নম্বর নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে মনোজিৎ। যা মেনে নিতে পারেনি রানা। সেই নিয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর হাতাহাতিতে জড়ায় দু'জনে। যদিও তখনকার মতো ভুল বোঝাবুঝি মিটে যায়।

কিন্তু শুক্রবার সেই বচসা ব্যাপক আকার নেয়। হাতাহাতির মধ্যেই দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে মনোজিৎকে আক্রমণ করে রানা। তারপর সবাই যখন মনোজিৎকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে দ্রুত স্টেশন থেকে বেরিয়ে বরানগরের আলমবাজারে বাড়িতে পৌঁছয় রানা। পরিবারের প্রশ্নের মুখে খুনের কথা স্বীকার করে সে। তারপরই বাবা, মা এবং বোনের সঙ্গে রেলপথে বিহারের বেগুসরাই পালানোর ছক কষে রানা। কিন্তু সড়কপথে পৌঁছয় তারা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দেয় পুলিশ।

মণিপুরে গিয়ে সেখানকার সভা থেকে প্রতিবেশী দেশ নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারকে শুভেচ্ছা জানালেন নরেন্দ্র মোদি। সেই সঙ্গে প্রশংসাও করেছেন জেন-জি'র

৮৬৪ দিন পরে সময় পেলেন?
প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন: ৮৬৪ দিন যাওয়ার সময় হয়নি। অনুন্নয়ন আর ক্ষোভের আগুনে জ্বলতে থাকা মণিপুরকে লাগাতার অবহেলা আর উপেক্ষা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামান্য ঘটনাতেও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দিতে অভ্যস্ত মোদি উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের ব্যর্থতা দেখেও মৌনীবাবা হয়েছিলেন তিনি। অথচ বিজেপি সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্রয় নিতে হয়েছে বাঙ্কারে। নেপালের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পর দীর্ঘ উপেক্ষার ক্ষোভ সামাল দিতেই সম্ভবত মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নেপালে পালাবদলের পর খানিকটা চাপে পড়েই যে মণিপুরে পৌঁছে গিয়েছেন মোদি, তা তাঁর বক্তব্যেই স্পষ্ট। মণিপুরের ইম্ফল থেকে নেপালের যুব সমাজের হাত ধরে আসা পালাবদলের প্রসঙ্গ তাই বারবার শোনা গেল মোদির মুখে। মণিপুরের যুব সমাজের ক্ষোভের কথা মাথায় রেখেই তাঁর এই সচেতন চেষ্টা।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর কথাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে এখনও অশান্ত মণিপুরকে শান্ত করার পথ খুঁজে পায়নি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ৮৬৪ দিন পরেও মোদির এই অপদার্থতাকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এতদিন পরে মণিপুরে উপস্থিত মোদিকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের দাবি, এখন তিনি বলছেন পাশে আছেন। নিজেকে দেশের চৌকিদার দাবি করেন মোদি, তাহলে এতদিন কেন যাননি মণিপুরে? তার জবাব আগে দিন। এখন যখন সে-রাজ্যে পৌঁছানোর সুযোগ পেলেন তখন আমজনতার অবস্থা দুর্বিষহ। মণিপুরকে মোদির এত দেরিতে আবিষ্কার করতে পারাটা কোনও নেতার কাজ নয়। ভারত এমন একজন প্রধানমন্ত্রীকে বহন করতে পারবে না যিনি ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাওয়ার পর কোনও রাজ্যকে মনে করতে পারেন!

প্রহসন! মোদির মণিপুর সফরে খোঁচা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি: টানা সাড়ে তিন বছর পর অশান্তির আগুনে বিধ্বস্ত মণিপুরে যাওয়ার সময় পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাও দুর্গতদের ক্যাম্পে নয়, সাজানো-গোছানো সভায় বসে ফটোসেশনই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছে। শনিবার মোদির মণিপুর সফর নিয়ে কটাক্ষ করেন কংগ্রেস সভাপতি রাজ্যসভার দলনেতা মল্লিকার্জুন খড়্গে। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, নরেন্দ্র মোদিজি, তিন ঘণ্টার জন্য আপনার মণিপুরে যাওয়া সমবেদনা জানানোর জন্য নয়। এটা প্রহসন, দেখনদারি এবং ক্ষতিগ্রস্ত মণিপুরবাসীকে অপমানের শামিল।

কংগ্রেসের তোপ, চুরাচান্দপুর ও ইম্ফলে মোদির তথাকথিত 'রোড শো' আসলে আশ্রয়শিবিরে থাকা হতভাগ্য মানুষের কান্না না শুনে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। প্রধানমন্ত্রীর শেষ মণিপুর সফর নিয়েও প্রশ্ন তোলেন খড়্গে। তিনি বলেন, আপনি শেষ মণিপুর গিয়েছেন ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে। তাও আবার নির্বাচনের জন্য। আপনার 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার মণিপুরের নিরীহ মানুষদের উপর 'বুলডোজার' চালিয়েছে। হানাহানিতে মানুষ যখন মরছে, গোটা রাজ্যে যখন অশান্তির আগুন, মহিলা-শিশুরা যখন অত্যাচারিত তখন নীরব ছিলেন মোদি। তাঁর যাওয়ার সময় হয়নি। মণিপুরে এখনও হিংসার ঘটনা ঘটছে। অথচ সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ব্যর্থ।

শিশুদের প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা দেখাচ্ছেন বিবেক
নির্মাতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ধ্রুব রাঠী

মুম্বই: বেঙ্গল ফাইলস নির্মাতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন ইউটিউবার ধ্রুব রাঠী। চলচ্চিত্র নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রীর সর্বশেষ ছবি 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর কড়া সমালোচনা করেন তিনি। ইউটিউবার রাঠীর অভিযোগ, ছবিটি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সনদপ্রাপ্ত। এইরকম একটি প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমাকে অগ্নিহোত্রী শিশুদের দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন।

সিনেমা সংক্রান্ত একটি ছবি থেকে এই বিতর্কের সূত্রপাত। তাতে দেখা যাচ্ছে একাধিক পরিবার শিশুদের সঙ্গে নিয়ে সিনেমাটি দেখছে। এই ঘটনা ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহে বয়সসীমা মেনে চলার বিষয়ে নতুন করে

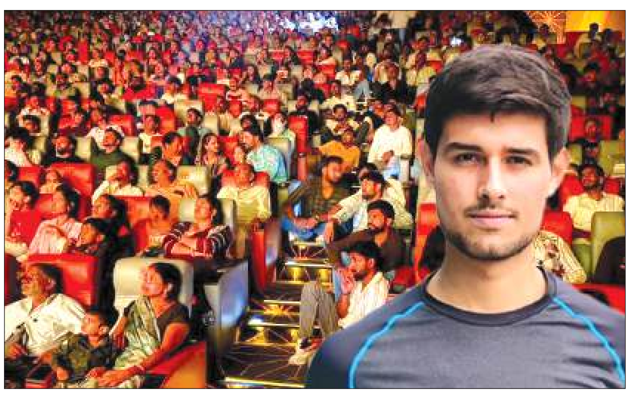

'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' বিতর্ক

আলোচনা তৈরি করেছে। বয়সসীমা মেনে চলার বিষয়ে আদৌ যে কোনও নজরদারি থাকে না, তা উল্লেখ করে ক্ষোভ জানিয়েছেন ধ্রুব রাঠী।

প্রসঙ্গত, বিবেক অগ্নিহোত্রী তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের ছবি পোস্ট করে লেখেন, একটি ছবিই সব কথা বলে দেয়। অগ্নিহোত্রীর এই পোস্টের মন্তব্যে ধ্রুব রাঠী তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি লেখেন, আপনি কি সত্যিই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রেট করা একটি চলচ্চিত্র বাচ্চাদের দেখাচ্ছেন? এই কাজটি অপরাধ। আপনি তাদের শৈশবকে এত রক্ত এবং সহিংসতা দেখিয়ে আঘাত করছেন।

এই ঘটনা ভারতীয় সিনেমা হলগুলিতে ফিল্ম সার্টিফিকেশন প্রয়োগের বিষয়ে পুনরায় বিতর্ক সৃষ্টি করল। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন কর্তৃক দেওয়া 'A' সনদ অনুযায়ী, শুধুমাত্র ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের প্রাপ্তবয়স্করাই এই ধরনের চলচ্চিত্র দেখতে পারেন। বিতর্কিত সিনেমা বেঙ্গল ফাইলসে সেই নিয়ম লঙ্ঘন হচ্ছে বলে অভিযোগ।

অন্তঃসত্ত্বা ডাক্তারি পড়ুয়া

আরজি করের মৃত পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ।

(প্রথম পাতার পর)

সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর পরিচয় হয় পুরুলিয়ার উজ্জ্বল সোরেনের সঙ্গে। উজ্জ্বল মালদহ মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পড়ুয়া। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে উভয়ের। পরিবারের অভিযোগ, প্রেমিক উজ্জ্বলের সঙ্গে দেখা করতে অনিন্দিতা গত সোমবার মালদহে যান। শহরের একটি হোটেলে ওঠেন দু'জনে। তারপর সেই হোটেলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন অনিন্দিতা। তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করা হয় মালদহ মেডিক্যাল কলেজে। অবস্থার অবনতি হলে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। মাঝপথে মৃত্যু হয় তাঁর। অনিন্দিতার মা আলপনা, বাবা জোসেফ এবং দাদা অনুপমের অভিযোগ, ওঁকে ওষুধ খাইয়ে মারা হয়েছে। এটা আত্মহত্যা নয়, খুন। অবিলম্বে অভিযুক্ত ডাক্তারি পড়ুয়াকে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, অনিন্দিতা গর্ভবতী ছিলেন। সেই নিয়ে উজ্জ্বলকে বিয়ের রেজিস্ট্রির কথা বলেছিলেন। এ-নিয়ে ওঁদের মধ্যে মনোমালিন্যও চলছিল। অভিযোগ, মানসিক অত্যাচারও করছিল উজ্জ্বল। এরই মধ্যে হঠাৎ করেই প্রেমিক উজ্জ্বলের সঙ্গে দেখা করতে মালদহে যান অনিন্দিতা। তারপরই ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা। অভিযুক্ত উজ্জ্বল ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা। ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

২,৪৬,৫০০ পরীক্ষার্থী

(প্রথম পাতার পর)

কোনও ফাঁক রাখছে না কমিশন। এদিন পরীক্ষার্থীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও জারি করা হয়েছে। অ্যাডমিট কার্ড অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। অ্যাডমিট কার্ডের ছবি অস্পষ্ট হলে সরকারি পরিচয়পত্র ও তার ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে। শুধুমাত্র কলম (নীল বা কালো কালি) এবং জলের বোতল নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করা যাবে। সমস্ত নথি রাখতে হবে ফাইল বা ফোল্ডারে। মোবাইল ফোন বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী পরীক্ষাকেন্দ্রে নেওয়া যাবে না, তা বাইরে রাখতে হবে।

নবম-দশমের মতো এবারেও থাকছেন ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা। এ-প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বিজেপিশাসিত রাজ্যে কোনও চাকরি নেই বলে ছেলেমেয়েরা এখানে চলে আসছেন। বাইরে থেকে আসা ছেলেমেয়েরা হিন্দি বলছেন, তা বলে কি আমরা তাঁদের তাড়া করব? কোনওদিনই করব না। আমরা তাঁদেরকে সম্মান দিয়ে, ভারতের সংবিধানকে রক্ষা করে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাব। আপনারা এখানে এসে স্বচ্ছতার সঙ্গে পরীক্ষা দিন। বিজেপি রাজ্যে পরীক্ষা হয় না, ভিন রাজ্যের একজন পরীক্ষার্থীকেও যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি দিতে পারেন তাহলে বলব এটা আমাদের বিরাট জয়।

বিজেপির বিভ্রান্তি ছড়ানো নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সাফ কথা, পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে কোনও লাভ নেই। তাঁরা স্বচ্ছতার সঙ্গে পরীক্ষা দেবেন এবং যাঁরা সুযোগ পাবেন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে নিয়োগপত্র নেবেন।

উত্তর কোথায় প্রশ্ন অনেক

(প্রথম পাতার পর)

চার. স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় অস্থায়ীরা গয়ংগচ্ছ ভঙ্গিতে চলছেন। যার শিকার হচ্ছে পড়ুয়ারা। অবিলম্বে তাই স্থায়ী উপাচার্য দরকার।

পাঁচ. অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরিয়ে ঝিলপাড়ের ইউনিয়ন রুম সংলগ্ন ওয়াশরুমে গিয়েছিলেন অনামিকা। তারপরেই তিন বন্ধু ঢুকতে গিয়ে চিৎকার করে বেরিয়ে আসেন। তাঁদেরকেও তদন্তে আনতে হবে।

ছয়. আরজি করে পড়ুয়ার মৃত্যুর পর যাঁদের রাতের ঘুম ছুটেছিল, সেই বিপ্লবীরা কেন চুপ? ঘটনা বাছাই করে কি বিপ্লব হবে?

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাশিয়ায় ৭.১ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্প! কামচটকা জুড়ে সুনামি সর্তকতা জারি সেদেশের আবহাওয়া অফিস। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের দাবি, ভূকম্পের মাত্রা ছিল ৭.৪

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে নেপাল, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের দাবি পূরণই নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জ

দেশের বিশিষ্টদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন হোক, চায় আন্দোলনকারীরা

কাঠমান্ডু: অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে বহু চ্যালেঞ্জ। কমিউনিস্ট ওলি সরকারের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে জেন-জি'র প্রবল ক্ষোভের জেরে গণ-অভ্যুত্থানের পথে পালাবদল হয়েছে নেপালে। গত কয়েকদিন পুলিশের গুলি ও বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডবে অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন। পাঁচদিনের লাগাতার বিক্ষোভ ও অস্থিরতার পর এবার কিছুটা শান্তি ফেরার ইঙ্গিত। নেপাল সুপ্রিম কোর্টের একমাত্র মহিলা প্রধান বিচারপতির রেকর্ড গড়া সুশীলা কার্কি এবার দেশের প্রথম মহিলা অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। বিক্ষোভের পরই দেশের আইনশৃঙ্খলার রাশ হাতে নিয়েছিল নেপালি সেনা। এখন আবার পুলিশকে সক্রিয় করা হচ্ছে।

শুক্রবার রাতে নতুন প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য কার্ফু শিথিল করা হয়। দোকানপাট ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলেছে, যা কয়েকদিন ধরে চলা বেনজির অস্থিরতার পর কিছুটা স্বাভাবিক জীবনে ফেরার ঝলক। সরকার বদলের আগে তরুণদের অভ্যুত্থান ও অস্থিরতা নেপালের অর্থনীতিতেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ছাত্র-নেতৃত্বাধীন সরকারবিরোধী বিক্ষোভে প্রায় দু'ডজন বড়-মাঝারি হোটেল ভাঙচুর, লুঠ ও অগ্নিসংযোগের শিকার হওয়ায় পর্যটন-নির্ভর নেপালের অর্থনীতি দারুণভাবে ধাক্কা খেয়েছে। হিমালয়ের কোলে ঘেরা এই দেশে অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস হোটেল শিল্প। সেখানেই ২৫ বিলিয়ন নেপালি রুপি-র বেশি ক্ষতি দেশের অর্থনীতির জন্য বড় ধাক্কা। কাঠমান্ডু এবং নেপালের অন্যান্য অংশে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে। শনিবার সকালে যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলছে, যা দৈনন্দিন জীবন ধীরে ধীরে সচল হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। কার্ফু এবং নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর কাঠমান্ডুর রাস্তা থেকে সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এখন রাজধানীতে নিরাপত্তার দায়িত্ব

নেপাল পুলিশের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশও তাদের কাজে ফিরেছে, যা শহরে স্বাভাবিকতা ফিরে আসার ইঙ্গিত।

আপাতত ৬ মাসের জন্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে বলে আন্দোলনকারীরা জানাচ্ছেন। এরপর নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী সরকার গঠিত হওয়ার কথা। সাধারণ নেপালি নাগরিকরা আশা করছেন, আন্দোলনের চাপে যখন সরকার বদল করা গিয়েছে তখন দুর্নীতিমুক্ত সরকার গড়ার লক্ষ্য থেকে

সরবেন না তরুণ আন্দোলনকারীরা। নেপালের সাধারণ মানুষের আশা, সুশীলা কার্কির নেতৃত্বে নতুন প্রশাসন ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতা আনবে। স্থানীয় মানুষজন সংবাদমাধ্যমের সামনে বলছেন, আমরা আশা করি সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। নতুন সরকারের উপর আমাদের অনেক আশা আছে। তরুণ বিক্ষোভকারীরাও শান্ত হয়েছে। কার্কির নিয়োগ বিক্ষোভকারীদের দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার দাবি পূরণ করতে পারবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে অনেকেই বলছেন, এতদিন যাঁরা লাগামছাড়া দুর্নীতি চালিয়ে গিয়েছেন তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। সবার সম্পত্তির হিসাব নিতে হবে। স্বজনপোষণ চলবে না। নতুন সরকারের কাছে এটা আমাদের প্রত্যাশা। বিক্ষোভের নেতৃত্বে থাকা 'জেন-জি' তরুণরাও আশাবাদী। একজন বিক্ষোভকারী বলেন, আমাদের সবচেয়ে বড় দাবি ছিল একটি দুর্নীতিমুক্ত নেপাল। আমরা বিশ্বাস করি, সুশীলা কার্কির নিয়োগ নতুন আইন নিয়ে আসবে, এবং সংবিধান এমনভাবে সংশোধন করা হবে যাতে সব দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদের সম্পত্তির হিসাব নেওয়া যায়। আমরা বিশ্বাস করি, অবৈধভাবে অর্জিত সব টাকা দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে। আমাদের মতো তরুণদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। কাজের সুযোগ তৈরি হবে। আন্দোলনকারী এক তরুণ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে দুর্নীতিবাজদের মূল হোতা হিসাবে চিহ্নিত করে বলেন, সব দুর্নীতিবাজকে অবিলম্বে জেলে পাঠানো উচিত এবং পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া উচিত। একজন তরুণ

বাসিন্দা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমাদের একমাত্র আশা নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন সরকার গঠিত হোক, কর্মসংস্থান তৈরি হোক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার আনা হোক। তিনি আরও জানান, অনেক নেপালি বিদেশে পড়াশোনার জন্য প্রচুর খরচ করেন, কিন্তু পরে সেখানেই চাকরি খুঁজতে বাধ্য হন। যারা টাকা খরচ করে বিদেশে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে, তাদের এখানেই কাজ পাওয়া উচিত, যাতে নেপালের উন্নতি হয়। তিনি বলেন, আমাদের দেশের দুর্নীতির জন্য আমাদেরই দোষ দেওয়া উচিত, কারণ আমরাই তাদের নির্বাচিত করেছি। আমরা অনুতপ্ত যে আমাদের কারণে এই সব হয়েছে। আমরা এই ভুল আর করব না। কাঠমান্ডুর এক দোকানদার অস্থিরতার কারণে তাঁর বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে জানিয়ে বলেন, কার্ফু এবং বিক্ষোভের কারণে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। মানুষ স্থিতিশীলতার জন্য মরিয়া। এখন যেহেতু সুশীলা কার্কি প্রধানমন্ত্রী, নেপালে অনেক ভাল কিছু এবং উন্নয়ন হবে। স্থানীয় আরেক ব্যবসায়ী বলেন, দেশের একাধিক মন্ত্রী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে পোড়া টাকার বান্ডিল পাওয়া গেছে, যা ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে ব্যাপক দুর্নীতির ইঙ্গিত দেয়। তবে কিছু এলাকায় স্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখা গেলেও কাঠমান্ডু ছাড়া নেপালের অন্যান্য অংশে এখনও বিক্ষোভ চলছে। সীমান্ত জেলাগুলিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কার্ফু জারি রেখেছে। বিহার-নেপাল সীমান্তের রক্সৌল সীমান্তে ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের পরিচয় যাচাই করে তাদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে। বড় সংখ্যক ভারতীয় এখনও নেপালে রয়েছেন, তবে ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তায় সড়ক ও বিমানপথে তাঁদের নিরাপদে ভারতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। আগামী বছরের ৫ মার্চ নেপালে সাধারণ নির্বাচন নির্ধারিত আছে। তার আগে ভারতের প্রতিবেশী দেশটি এখন পরবর্তী রাজনৈতিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করুক ন্যাটো, আর্জি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন: রুশ তেল কেনার ইস্যুতেই ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কে চিড় ধরেছে, তা মেনে নিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সরাসরি স্বীকার না করলেও শুল্ক-বিবাদে যে আমেরিকারও অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, ঘুরিয়ে তাও বুঝিয়ে দিলেন। এর পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট শনিবার ন্যাটো দেশগুলিকে রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে এবং ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

মেনে নিলেন ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে চিড়

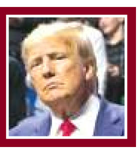

ন্যাটো সদস্য দেশ তথা গোটা বিশ্বের কথা উল্লেখ করে একটি চিঠিতে ট্রাম্প লেখেন, আমি তখনই রাশিয়ার ওপর বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে প্রস্তুত, যখন সব ন্যাটো দেশ একই কাজ করতে রাজি হবে এবং তা শুরু করবে। এক্ষেত্রে যখন সব ন্যাটো দেশ রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে তখনই সেটা সম্ভব। ট্রাম্পের কথায়, আপনারা জানেন, জয় নিশ্চিত করতে ন্যাটোর প্রতিশ্রুতি ১০০ শতাংশের অনেক কম ছিল, এবং কেউ কেউ রাশিয়া থেকে তেল কেনা চালিয়ে যাচ্ছে! এই ধরনের অবস্থান রাশিয়ার বিরুদ্ধে দর কষাকষির অবস্থানকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দেয়। ট্রাম্প ন্যাটো জোটকে সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান এবং বলেন যে ন্যাটো সদস্যরা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একমত হলেই তিনি এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও প্রস্তাব দেন, ন্যাটো জোট হিসেবে চিনের ওপর ৫০% থেকে ১০০% শুল্ক আরোপ করলে যুদ্ধ শেষ করতেও তা দারুণ সহায়ক হবে। রাশিয়ার ওপর চিনের একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ, এমনকী প্রভাব রয়েছে, এবং এই শক্তিশালী শুল্ক সেই প্রভাব ভেঙে দেবে।

অসাম্য! নেপো-কিডদের বিলাসী জীবনযাপনের ছবি দেখে রাগে ফুঁসে উঠেছে নেপালের জেন-জি

কাঠমান্ডু: জেন-জি বিপ্লবে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ভেঙেচুরে ছিন্নভিন্ন নেপাল। দেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সুশীলা কার্কি। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের এই গণ-অভ্যুত্থানের শুরুটা কোথায়? বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞাই কি এই বিপ্লবের একমাত্র কারণ? সাদাচোখে সেটাই মনে হলেও নেপথ্যে রয়েছে দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও চূড়ান্ত দারিদ্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে বেঁচে থাকার চাপা অসন্তোষ। আর তার সঙ্গে রয়েছে সমাজমাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের সন্তানদের এলাহি জীবনযাপনের বিলাসী 'শো-অফ'।

দেশের আমজনতার পেটে যখন ভাত নেই, তলানিতে অর্থনীতি, চরমে দুর্নীতি, তখন ক্ষমতাসীন 'নেপোকিড'রা হাতে দামি বিদেশি ব্যাগ-ফোন নিয়ে বিদেশে ব্যয়বহুল ছুটি কাটাচ্ছে। দেশের চূড়ান্ত অসময়েও তারা সেই ফাইভস্টার জীবনযাপনের ছবি নির্লজ্জের মতো প্রচার করেছে সমাজমাধ্যমে। এই বিলাসবহুল জীবনযাপনই জেন-জি'র গণ-আন্দোলনের মূল কারণ। গত কয়েকমাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতাদের স্বজনপোষণের ছবি আর আমজনতার দুর্দশার ছবি পাশাপাশি রেখে প্রচার শুরু হতেই নেপালের জেন-জি রাগে ফুঁসে ওঠে।

দীর্ঘদিনের রাজতন্ত্র ঘুচিয়ে নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় ২০০৮ সালে। তারপর থেকে গত ১৭ বছরে ১৩ বার সরকার পাল্টায় নেপালে। কমিউনিস্ট শাসনামলে দেশের গরিব মানুষকে আরও গরিব বানিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে বেকারত্ব, দুর্নীতি আর স্বজনপোষণ। বারবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় নেপালে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে। মন্ত্রীদের ছেলেমেয়েরা যখন বিদেশে ছুটি কাটায়, তখন লক্ষ-লক্ষ নেপালি তরুণ পেটের টানে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধে ভাড়াটে সৈনিকের কাজে ছুটে যায়। যার মধ্যে অনেকেই দেশে ফেরে কফিনবন্দি অবস্থায়।

দেবাশিস মণ্ডলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ‘সাহিত্যদোসর’ পত্রিকার শারদীয়া ১৪৩২ সংখ্যা। আছে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি

আলোকিত শারদ-সাহিত্য

পুজো উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু বিশেষ সংখ্যা। তালিকায় বাণিজ্যিক পত্রিকা যেমন আছে, তেমনই আছে অবাণিজ্যিক পত্রিকা। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার শারদ সংখ্যার উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

বসুমতী

ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা ‘বসুমতী’। প্রকাশিত হয়েছে শারদীয়া ১৪৩২ সংখ্যা। মিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। স্থান পেয়েছে নানা বিষয়ের রচনা। শুরুতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ‘আমার ঠিকানা’। রচিত হয়েছে সিঙ্গুরে অনশন চলাকালীন। অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে তাঁর কলম। কবিতাটি মর্মস্পর্শী। এছাড়াও ভাল লাগে ইন্দ্রনীল সেন, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, সুবোধ সরকার, কৃষ্ণা বসু প্রমুখের কবিতা। অমর মিত্র-র ‘আটাঙ্গীর হাটি’, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তোমার চোখে দেখেছিলাম’, দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের ‘উল্লাসে হরষে’, জয়ন্ত দে-র ‘রৌদ্রময়ের ছিন্ন শির’, দীপান্বিতা রায়ের ‘আঁধারের আল বেয়ে’, পাপিয়া ভট্টাচার্য-র ‘পালকজন্ম’ উপন্যাসগুলো সুলিখিত। আছে বেশকিছু মূল্যবান প্রবন্ধ। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পরবাসীর স্মৃতিকথা’, ড. সমুদ্র বসুর ‘গ্রামবাংলার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো’, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী-র ‘নল-দময়ন্তী’, ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমার চোখে অপুর বিস্ময়’, নির্বেদ রায়ের ‘তৈমুর লং—এক রহস্যময় আত্মজীবনী’, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য-র ‘পত্র-পত্রিকার সম্পাদকি তাগিদ ও রবীন্দ্রনাথ’, সৌম্য সিংহ-র ‘বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার কবি খুশি কবি গম’, প্রচেত গুপ্তর ‘লেখক, পাঠক, সম্পাদক’ বিশেষভাবে রেখাপাত করে। কঙ্কাবতী দত্ত, লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, বিনতা রায়চৌধুরীর বড়গল্প, বীথি চট্টোপাধ্যায়, দেবযানী বসু কুমার, শ্যামলী আচার্য, শিবানী মুখার্জি পাণ্ডের ছোটগল্প মনকে নিয়ে যায় অন্য জগতে। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ‘পরিবেশ সচেতনতা স্কুলপাঠ্য হোক’ প্রয়োজনীয় একটি লেখা। নাটক উপহার দিয়েছেন জয়ন্তকুমার সাহা। এছাড়াও রয়েছে অনুবাদ, রম্য রচনা, ভ্রমণ, সাজসজ্জা, বিজ্ঞানচর্চা, শরীরচর্চা, চলচ্চিত্র, খেলা, চিকিৎসা, খাওয়াদাওয়া প্রভৃতি বিষয়ের লেখা। সবমিলিয়ে অনবদ্য। প্রচ্ছদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দাম ১৫০ টাকা।

কথাসাহিত্য

মিত্র ও ঘোষ-এর ‘কথাসাহিত্য’ পত্রিকায় মেলবন্ধন ঘটেছে আভিজাত্যের সঙ্গে আধুনিকতার। শারদীয়া ১৪৩২ সংখ্যাটি আলোকিত হয়েছে সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের সম্পাদনায়। পুরাণকথায় দেবাশিস পাঠক লিখেছেন ‘ছিন্নমস্তা রহস্য’। কঠিন বিষয়। সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বা সেনগুপ্তর ‘কোচ রাজাদের বড়োদেবী : অভিনব দুর্গা’ লেখাটি পরিশ্রমলব্ধ। বিশেষ রচনা উপহার দিয়েছেন প্রচেত গুপ্ত। শিরোনাম ‘লেখক যখন অভিনেতা অভিনেতা যখন লেখক’। আছে উপন্যাস। পদ্মনাভ দাশগুপ্তের ‘যাত্রাগাড়ি’, জয়ন্ত দে-র ‘কর্নেল জুজুর আজব কাহিনি’, রাজা ভট্টাচার্যর ‘অভিযাত্রা’, রম্যাণী গোস্বামীর ‘ফুলকি’, সায়ন্তনী ভট্টাচার্যর ‘রুখুর ব্রহ্মকমল’। গল্প লিখেছেন অমর মিত্র, সেবন্তী ঘোষ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সবাণী মুখোপাধ্যায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিনতা রায়চৌধুরী প্রমুখ। আছে একগুচ্ছ কবিতা। লিখেছেন রণজিৎ দাশ, সুবোধ সরকার, শ্যামলকান্তি দাশ, শ্রীজাত, বিভাস রায়চৌধুরী, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মাজি, সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আছে আরও কিছু বিভাগ। সবমিলিয়ে সংগ্রহে রাখার মতো। প্রচ্ছদশিল্পী সৌজন্য চক্রবর্তী। দাম ২৫০ টাকা।

ত্রিধারা

কিছুদিন আগেই দেবাশিস কুমারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ‘ত্রিধারা’ শারদ সংকলন ১৪৩২। ত্রিধারা সম্মিলনীর এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এবারের সংকলন অন্যান্যবারের মতোই আকর্ষণীয়। দেবাশিস পাঠক জানিয়েছেন ‘উত্তমকুমার নাকি সাহিত্যেও সৃজন করেছিলেন’। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর ‘দ্রৌপদীর সখা কৃষ্ণ’, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘অচেনা সৌমিত্র’ অজানাকে জানাতে সাহায্য করে। গোপাল দাস, জয়ন্ত চক্রবর্তী, জয়ন্ত ঘোষাল, তন্ময় চক্রবর্তীর লেখাগুলো পাঠকদের ঋদ্ধ করবে। শঙ্করলাল ভট্টাচার্যর উপন্যাস ‘ছায়ানট’ মায়া ছড়িয়েছে। নানা স্বাদের গল্প উপহার দিয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অনুভা নাথ, চুমকি চট্টোপাধ্যায়, দেবারতি মুখোপাধ্যায়, দেবযানী বসু কুমার, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা রায়, জয়দীপ চক্রবর্তী, নলিনী বেরা, প্রবীর ঘোষ রায়, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত মুখোপাধ্যায়, সুগত চক্রবর্তী, ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিশেষ রচনায় ড. দুলাল বসু, শংকর, কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত, রম্য রচনায় জয়ন্ত দে, স্মৃতিচারণে সুধাংশুশেখর দে নিজেদের মেলে ধরেছেন। কবিতা লিখেছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ সরকার, শ্রীজাত, পঙ্কজ সাহা, অমিত কাশ্যপ, অনীশ ঘোষ, সুব্রতা ঘোষ রায়, সুস্মেলী দত্ত, সুপ্তশ্রী সোম প্রমুখ। খেলাধুলা বিভাগে দেবাশিস দত্তের লেখাটি চমৎকার। আছে আরও কিছু বিভাগ। সবমিলিয়ে সম্পূর্ণ রঙিন পত্রিকাটি হাতে নিলেই মন ভাল। পড়লে আনন্দ দ্বিগুণ। প্রচ্ছদশিল্পী শুভাপ্রসন্ন। দাম ১৭৫ টাকা।

শতাব্দীর বাংলা

পাঠক-মহলে সমাদৃত হয়েছে অনীশ ঘোষ সম্পাদিত ‘শতাব্দীর বাংলা’। বেরিয়েছে ছিমছাম শারদ ১৪৩২ সংখ্যা। নানা রঙের লেখা। বিশেষ রচনা উপহার দিয়েছেন পবিত্র সরকার, ব্রহ্মচারী মুরালভাই, দেবপ্রসাদ মজুমদার। শতবর্ষে বাঙালি বিভাগে সলিল চৌধুরীকে নিয়ে লিখেছেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। চণ্ডী মুখোপাধ্যায়ের লেখার বিষয় উত্তম কুমার। প্রলয় চক্রবর্তী লিখেছেন নারায়ণ দেবনাথের উপর। পাঁচটি বিষয়ের প্রবন্ধে সংখ্যাটিকে আলোকিত করেছেন কাশীনাথ ভট্টাচার্য, অসীম গণ, রঞ্জন সেন, মানস চক্রবর্তী, রাজীব শ্রাবণ। মণিভূষণ দুয়ারীর কিশোর উপন্যাস ‘যমরাজের গদার গুঁতোয়’ আনন্দ দেয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শেখর বসু, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, তৃষ্ণা বসাক, দেবযানী বসু কুমার, সিদ্ধার্থ সিংহ, দিব্যেন্দু ঘোষ প্রমুখের গল্পগুলো পড়তে ভাল লাগে। বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় গল্প, জয়ন্ত দে-র সরস গল্প বারবার পড়ার মতো। অণুগল্পগুলো এক দমে শেষ করা যায়। ছন্দ ছড়ার ঢেউ তুলেছেন শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী, হাননান আহসান, সমর পাল, শিশির সাঁতরা, স্বপনকুমার রায় প্রমুখ। আছে দুই বাংলার কবিতা-সহ আরও কিছু বিভাগ। সবমিলিয়ে জমজমাট। প্রচ্ছদশিল্পী শংকর বসাক। দাম ১৮০ টাকা।

অঙ্কুরীশা

আড়ম্বর নেই, আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ ‘অঙ্কুরীশা’। বিমল মণ্ডলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে শারদীয়া ১৪৩২ সংখ্যা। গদ্যে-পদ্যে ঠাসা। গল্পের ডালি উজাড় করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অমর মিত্র, নলিনী বেরা, অনন্যা দাশ প্রমুখ। পবিত্র সরকারের প্রবন্ধ ‘মধুসূদনের বর্ণনাশৈলী: খসড়া অনুসন্ধান’ সংখ্যাটিকে বিশেষভাবে আলোকিত করেছে। আছে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। লিখেছেন জ্যোতির্ময় দাশ, সুনীল মাজি, তাজিমুর রহমান, আবু রাইহান, কানাইলাল জানা, দুর্গাদাস মিদ্যা প্রমুখ। কবিতা উপহার দিয়েছেন শ্যামলকান্তি দাশ, অজিত বাইরী, রামকিশোর ভট্টাচার্য, সৌমিত বসু, অদীপ ঘোষ, ঋত্বিক ঠাকুর, ফটিক চৌধুরী, রাখহরি পাল, গৌতম হাজরা, মধুসূদন ঘাটী, সাতকর্ণী ঘোষ, সুস্মেলী দত্ত, জুলি লাহিড়ী, বনশ্রী রায় দাস, উদয়শঙ্কর বাগ, প্রাণনাথ শেঠ প্রমুখ। আছে অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তীর ছড়া, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নাটক। প্রচ্ছদ দেবপ্রসাদ জানার। দাম ৩০০ টাকা।

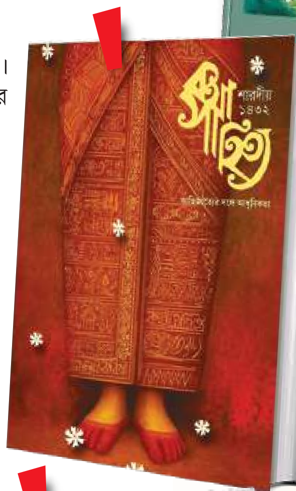

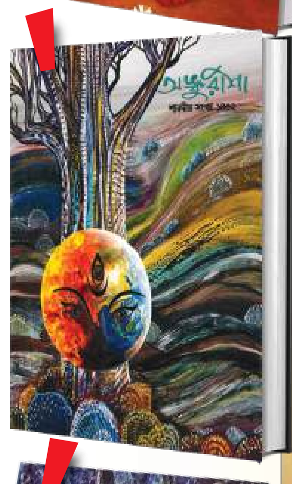

প্রতীতি

এই সময়ের অনিবার্য সাহিত্যপত্র ‘প্রতীতি’। প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় ১৪৩২ সংখ্যা। গৌতম হাজরার সম্পাদনায়। কথাশিল্পী প্রফুল্ল রায় স্মরণে অনবদ্য গদ্য উপহার দিয়েছেন উৎপল ঝা। প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তীর ‘শব্দের গল্প: তৃতীয় প্রহর’, প্রণব চৌধুরীর ‘আধুনিক কবিতা, দুর্বোধ্যতার প্রশ্নে: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী’ যথেষ্ট মননশীল। সুশীল সাহা, কামারুজ্জামান, শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তীর প্রবন্ধগুলিও উৎকৃষ্টমানের। ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের বড় গল্প, রণজিৎ দেব, অসীম ভৌমিকের গল্পগুলো মন ছুঁয়ে যায়। কবিতা লিখেছেন জ্যোতির্ময় দাশ, প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ, শ্যামলকান্তি দাশ, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি দাশ, সমরেশ মণ্ডল, ভবেশ বসু, কেতকীপ্রসাদ রায়, অমিত কাশ্যপ, সাতকর্ণী ঘোষ, ফটিক চৌধুরী, সুস্মেলী দত্ত, জুলি লাহিড়ী, অমিতাভ রায়, বিমল মণ্ডল, বিশ্বজিৎ রায় প্রমুখ। এছাড়াও আছে ভ্রমণ, রম্য রচনা, অনুবাদ গল্প ইত্যাদি। প্রচ্ছদ শ্যামলবরণ সাহার। দাম ১৫০ টাকা।

মাঠে ময়দানে

14 September, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মধ্যপ্রদেশ ও কেরলের হয়ে রঞ্জি খেলা অলরাউন্ডার জলজ সাক্সেনা এবার মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলবেন

দলীপে দাপট মধ্যাঞ্চলের

■ **বেঙ্গালুরু :** দলীপ ট্রফির ফাইনালে দাপট দেখাচ্ছে মধ্যাঞ্চল। আগের দিনের ৫ উইকেটে ৩৮৪ রান হাতে নিয়ে শনিবার মাঠে নেমেছিল তারা। শেষ পর্যন্ত মধ্যাঞ্চলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৫১১ রানে। ফলে দক্ষিণাঞ্চলের থেকে ৩৬২ রানের বড় লিড নিয়েছিল মধ্যাঞ্চল। গতকাল দিনের শেষে ১৩৭ করে নট আউট ছিলেন যশ রাঠোর। তিনি মাত্র ৬ রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন। যশের ২৮৬ বলে ১৯৪ রানের ইনিংসে ছিল ১৭টি চার ও ২টি ছয়। আরেক অপরাজিত ব্যাটার সারাংশ জৈন আউট হন ৬৯ রান করে। দীপক চাহারের অবদান ৩৭। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, তৃতীয় দিনের শেষে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান তুলছে দক্ষিণাঞ্চল। রবিচন্দ্রন শরণ ৩৭ এবং রিকি ভুঁই ২৬ রানে ব্যাট করছেন। এখনও বিপক্ষের থেকে ২৩৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে দক্ষিণাঞ্চল।

আর্সেনাল জয়ী

■ **লন্ডন :** শনিবার প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনাল ৩-০ গোলে হারিয়েছে নটিংহ্যাম ফরেস্টকে। খেলার ৩২ ও ৭৯ মিনিটে দুটি গোল করেছেন মার্টিন যুবামেন্ডি। এর মাঝে ৪৫ মিনিটে একটি গোল করেন ভিক্টর গাইওকেরেস। খেলায় আগাগোড়া প্রাধান্য ছিল মাইকেল আর্তেতার দলের। তবে এই ম্যাচে চোট পেয়েছেন মার্টিন ওডেগার্ড। বুকায়ো সাকা ও উইলিয়াম সালিবা আগে থেকেই চোটের তালিকায় রয়েছেন।

এষার সোনা

■ **নিংবো :** শুটিং বিশ্বকাপে সোনা জিতলেন ভারতীয় শুটার এষা সিং। মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জিতেছেন তিনি। শনিবার চিনের নিংবো অলিম্পিক স্পোর্টস সেন্টারে আয়োজিত ফাইনাল ২০ বছর বয়সী এষা তুমুল উত্তেজনার মধ্যে মাত্র ০.১ পয়েন্টের ব্যবধানে চিনা প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়াও কিয়ান ঝুংকে টেক্কা দিয়ে সোনা ছিনিয়ে নেন। এষা মোট ২৪২.৬ পয়েন্ট স্কোর করেন। অন্যদিকে, চিনা শুটারের স্কোর ২৪২.৫ পয়েন্ট। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপে এই প্রথমবার সোনা জিতলেন এষা। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার ওহ ইয়েজিন। তাঁর পয়েন্ট ২২০.৭।

ড্র করেও এশিয়া কাপ ফাইনালে গেল ভারত

হাংঝাউ, ১৩ সেপ্টেম্বর : ছেলেদের পর এবার মেয়েদের সামনে হকিতে এশিয়া সেরা হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। শনিবার জাপানের সঙ্গে ১-১ ড্র করা সত্ত্বেও, মেয়েদের এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে উঠল ভারত। রবিবার ফাইনালে সালিমা টেটেদের প্রতিপক্ষ আয়োজক চিন। যাদের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে হারতে হয়েছিল ভারতকে। ফলে রবিবাসরীয় ফাইনাল ভারতীয়দের কাছে বদলার মঞ্চ। যে দল ফাইনাল জিতবে, তারাই আগামী বছরের মহিলা হকি বিশ্বকাপের মূলপর্বে সরাসরি পৌঁছে যাবে।

এদিন জাপানের সঙ্গে ড্রয়ের পর, ভারতের ফাইনাল খেলা নির্ভর করছিল চিন বনাম দক্ষিণ কোরিয়া ম্যাচের ফলের উপর। কোরিয়া ম্যাচটা দু'গোলের ব্যবধানে জিতলেই, ফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যেত ভারত। যদিও চিন ১-০ গোলে কোরিয়াকে হারিয়ে দিতেই স্বস্তি ফেরে ভারতীয় শিবিরে। সুপার ফোরের তিনটি ম্যাচ জেতার সুবাদে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালে চিন। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করল ভারত।

জিতলেই ফাইনালের টিকিট পাকা। এই পরিস্থিতিতে জাপানের বিরুদ্ধে শুরুটা দারুণ ভাবে করেছিলেন ভারতীয় মেয়েরা। আক্রমণের ঝড় তুলে সাত মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। চমৎকার ফিল্ড গোল করেন বিউটি ডুংডুং। এগিয়ে যাওয়ার পরেও দাপট বজায় রেখেছিল ভারত। সুযোগও তৈরি হয়েছিল গোটা তিনেক। কিন্তু তা কাজে লাগেনি। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অবশ্য অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে যান ভারতীয়রা। সেই সুযোগে জাপান ক্রমশ চাপ বাড়াতে শুরু করে। যদিও বিরতির সময় এক গোলে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছাড়ে ভারত।

বিরতির পরেও সমানে সমানে খেলা হয়েছে। ওই সময় একাধিকবার গোলের সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি নভনীত কৌররা। পাশাপাশি জাপানিদের আক্রমণও রুখে দিচ্ছিল ভারতীয় রক্ষণ। সবাই যখন ধরেই নিয়েছেন, ভারত ম্যাচটা জিততে চলেছে। তখনই ৫৮ মিনিটে ১-১ করে দেন জাপানের শিহো কোবায়কাওয়া।

ফাইনালের উচ্ছ্বাস ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে।

ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের খেলোয়াড়রা।

সুইসদের হারিয়ে ঐতিহাসিক জয়

বিয়েল, ১৩ সেপ্টেম্বর : ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপ ওয়ান টাইয়ে সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে চমক দিল ভারত। রজার ফেডেরারের দেশকে তাদের মাটিতেই হারালেন সুমিত নাগাল, দক্ষিণেশ্বর সুরেশরা।

এই জয়ের অন্যতম নায়ক সুমিত নাগাল। শুক্রবার মার্ক আন্দ্রিয়া হিউসলারকে হারিয়ে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন নাগাল। এদিন ফিরতি সিঙ্গলসে আরেক সুইস খেলোয়াড় হেনরি বার্নেটিকে ৬-১, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিতেই ৩-১ ব্যবধানে ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। ডাবলসে হারের পর, ভারতীয় দলের জয় অনেকটাই নির্ভর করছিল এই ম্যাচের উপর। হতাশ করেননি নাগাল। আলাদা করে বলতে হবে সুরেশের কথাও। অভিষেক ডেভিস কাপ ম্যাচেই নজর কাড়লেন দীর্ঘদেহী এই ভারতীয় খেলোয়াড়।

ডেভিস কাপ

প্রথম দু'টি সিঙ্গলস জেতার ফলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে শনিবার নেমেছিল ভারত। এদিন ডাবলস ম্যাচটা জিতলেই, টাই পকেটে পুরে নিত ভারত। চোটের জন্য যুকি ভামরিকে ডাবলস ম্যাচে পাওয়া যায়নি। তাই এন শ্রীরাম বালাজির সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন ঋত্বিক বলিপল্লি। সুইস জুটি জাকুব পল ও ডমিনিক স্ট্রিকারের বিরুদ্ধে প্রথম সেট টাইব্রেকারে জিতে আশা উসকে দিয়েছিলেন দু'জনে। কিন্তু তিন সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ৭-৬ (৩), ৪-৬, ৫-৭ ব্যবধানে হেরে যান ঋত্বিক-বালাজি জুটি। ফলে টাই ১-২ করে দিয়েছিল সুইজারল্যান্ড।

দীর্ঘ ৩২ বছর পর ডেভিস কাপে কোনও ইউরোপীয় দলকে হারাল ভারত। শেষবার এমন ঘটনা ঘটেছিল ১৯৯৩ সালে। সেবার সেবার কলকাতায় সাউথ ক্লাবের ঘাসের কোর্টে আয়োজিত ডেভিস কাপ টাইয়ে এই সুইজারল্যান্ডকেই ৩-২ ফলে হারিয়েছিলেন লিয়েন্ডার পেজ, রমেশ কৃষ্ণনরা। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করলেন নাগাল, সুরেশরা।

আজ সামনে অস্ট্রেলিয়া

বিশ্বকাপ মহড়ায় নামছেন হরমনরা

মুল্লানপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর : চলতি মাসের ৩০ তারিখ গুয়াহাটিতে শুরু হচ্ছে মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। ভারত ও শ্রীলঙ্কা বিশ্বকাপের যুগ্ম আয়োজক। ঘরের মাঠে অধরা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে রবিবার অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলতে নামছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। পাঞ্জাবের মুল্লানপুরে সিরিজের প্রথম লড়াই। শুধু বিশ্বকাপের টিম কম্বিনেশন পরীক্ষা করাই নয়, গত বছর ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ০-৩ হোয়াইটওয়াশের বদলা নেওয়ারও সুযোগ স্মৃতি মান্ধানাদের কাছে।

ন'মাস আগে অস্ট্রেলিয়ায় বিপর্যয়ের পর ভারতীয় মেয়েদের সাফল্যের দৌড় অব্যাহত। শ্রীলঙ্কায় ত্রিদেশীয় সিরিজ জয়ের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডকে হারানোর মতো কৃতিত্ব দেখিয়েছে হরমন, রিচাদের ভারত। ইংল্যান্ডকে তাদের মাটিতেই পর্যুদস্ত করে সাদা বলের দুই ফরম্যাটেই (ওয়ান ডে, টি-২০) সিরিজ জিতেছে হরমনরা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইটা অবশ্য খুবই কঠিন। ওয়ান ডে-তে সাতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অ্যালিসা হিলিরা। অস্ট্রেলিয়া-কাঁটা উপড়ে তিন ম্যাচের সিরিজ জিততে পারলে বিশ্বকাপের আগে মানসিকভাবে দারুণ জায়গায় থাকতে পারবে ভারত। দলের কোচ অমল মুজুমদার বলেছেন, মেয়েরা এখন বড় ম্যাচের চাপ ভালভাবে সামলাতে পারে। ইংল্যান্ডে জয় তারই প্রমাণ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আমরা সেরা ক্রিকেট খেলতে চাই।

সল্টের দাবি

■ **ম্যাঞ্চেস্টার :** রেকর্ড গড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ জিতল ১৪৬ রানে ইংল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে ফিল সল্টের ৬০ বলে ১৪১ রানের সুবাদে ২০ ওভারে ২ উইকেটে ৩০৪ রান তুলেছিল ইংল্যান্ড। নেপাল এবং জিম্বাবোয়ের পর ইংল্যান্ড তৃতীয় দল হিসাবে আন্তজাতিক টি-২০-তে তিনশোর বা তার বেশি রান তুলল। মাত্র ৩৯ বলে একশো করেন সল্ট। যা টি-২০ ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের কোনও ব্যাটারের দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ১৬.১ ওভারে মাত্র ১৫৮ রানেই গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচের সেরা সল্ট বলেন, ব্যাটিং উপভোগ করেছি। আমার লক্ষ্য, টি-২০ ক্রিকেটে সেরা ব্যাটার হওয়া।

জয়ী মীনাক্ষী

■ **লিভারপুল :** বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো নিশ্চিত করলেন করলেন আরও এক ভারতীয় মহিলা বক্সার। শনিবার মেয়েদের ৪৮ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে মীনাক্ষীর প্রতিপক্ষ ছিলেন মঙ্গোলিয়ার লুৎসাইখানি আল্টানটসেটসেগ। জেতেন মীনাক্ষী।

বাংলাদেশের হার

চার মারছেন নিশঙ্ক। শনিবার।

আবু ধাবি, ১৩ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের দ্বিতীয় ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়ল বাংলাদেশ। শনিবার লিটন দাসদের ৬ উইকেটে হারিয়ে অভিযান শুরু করল গতবারের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। জবাবে ১৪.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪০ রান তুলে ম্যাচ নিতে নেয় শ্রীলঙ্কা। ওপেনার পাথুম নিশঙ্ক ৩৪ বলে ৫০ করে আউট হন। ৩২ বলে অপরাজিত ৪৬ রান করেন কামিল মিশারা।

এর আগে এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে স্কোরবোর্ডে মাত্র ৫৩ রান যোগ করতে না করতেই পাঁচ উইকেট খুইয়ে বসে বাংলাদেশ। ওই পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তুলেছিলেন জাকের আলি ও শামিম আহমেদ। দুজনে ৬১ বলে ৮৬ রান যোগ করে বাংলাদেশকে লড়াই করার মতো রানে পৌঁছে দেন। জাকের ৪১ ও শামিম ৪২ রানে অপরাজিত থেকে যান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

14 September, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৩৫ কিমি হাঁটার ইভেন্টে ২৪তম স্থান পেলেন প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী

আজ ইস্টবেঙ্গলকে হারালেই লিগ প্রায়-মুঠোয় ডায়মন্ডের

ডায়মন্ড হারবারের প্রস্তুতিতে কিমারা। (পাশে) ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে ডেভিড।

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়ার হাতছানি ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের সামনে। রবিবার ঘরোয়া লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ডিএইচএফসি-র মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। খেলা কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দুপুর ৩টে থেকে। সুপার সিক্স পর্বে এই ম্যাচটাই ঠিক করে দিতে পারে এবারের কলকাতা লিগ খেতাব কার হাতে উঠবে। ডুরান্ড কাপে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জয়টাই এই ম্যাচের আগে মোটিভেশন কিমা, আকিবদের কাছে। জিতলেই খেতাব প্রায় মুঠোয় চলে আসবে ডায়মন্ড হারবারের।

চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে তিনটি করে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার ও ইস্টবেঙ্গল দুই দলই সুপার সিক্সে প্রথম ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে। ফলে রবিবার যারা জিতবে, এবারের কলকাতা সেরার মুকুট তাদের মাথায় ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। অঙ্কের বিচারে অবশ্য ওলটপালট হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে। কারণ, যেই জিতুক তাদের সুপার সিক্সে ২ ম্যাচে হবে ৬ পয়েন্ট। দু'দলের যারা হারবে, তারা ৩ পয়েন্টে আটকে থাকবে। ফলে সুপার সিক্সে নিজেদের শেষ ম্যাচে দু'দলের কেউ হারলে ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ড হারবারের পয়েন্ট সমান হয়ে যাবে। হেড-টু-হেড অথবা গোল পার্থক্যের পরিস্থিতিও আসতে পারে। কারণ, সুপার সিক্স পর্বে অন্য দুই দল সুরুচি সংঘ এবং ইউনাইটেড কলকাতা প্রথম ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার ও ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারলেও তাদেরও ৬ পয়েন্টে পৌঁছনোর সুযোগ রয়েছে। বাকি আরও দুই দল ইউনাইটেড স্পোর্টস এবং ক্যালকাটা কাস্টমসের কাছেও সুযোগ রয়েছে ৬ অথবা ৯ পয়েন্টে পৌঁছনোর। ফলে লিগের লড়াই শেষ রাউন্ড পর্যন্ত জমে যেতে পারে।

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রজেক্ট ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব। আত্মপ্রকাশের মাত্র তিন বছরের মধ্যে প্রতিবারই কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে খেলেছে অভিষেকের ক্লাব। হেড কোচ কিবু ভিকুনা আই লিগের দলকে তৈরি করলেও তাঁর পরামর্শ মেনেই কলকাতা লিগে ডায়মন্ড হারবারের যুব দলকে কোচিং করাচ্ছেন দীপাঙ্কুর শর্মা। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে সিনিয়র দলের জবি জাস্টিন, নরহরি শ্রেষ্ঠাদের খেলানোর ভাবনাও রয়েছে দলের। ডায়মন্ড-কোচ দীপাঙ্কুর বললেন, সুপার সিক্সে তিন ম্যাচকে তিনটি ফাইনাল হিসেবে দেখছি। মনে হয় না, দ্বিতীয় ফাইনাল জিতলেই খেতাব নিশ্চিত হবে। শেষ ম্যাচটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদের খেলার মান ধরে রাখতে চাই।

ইস্টবেঙ্গলের জন্য স্বস্তি, কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদার এবং লিগে ডার্বির নায়ক সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। জেসিনের চোট সেরেছে। কোচ বিনো জর্জ কার্যত হুঙ্কারের সুরে বললেন, ডায়মন্ড হারবার নিয়ে ভাবছি না। আমাদের ছেলেরা সেরাটা দেবে। সমর্থকদের বলছি, মাঠে এসে আমাদের সমর্থন করুন।

হাফডজন গোল মহামেডানের

প্রতিবেদন : দুরন্ত মহামেডানের সামনে বেলাইন রেল। কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে অবনমন পর্বে শনিবার রেলওয়ে এফসি-কে ৬-১ গোলে চূর্ণ করল সাদা-কালো ব্রিগেড। এই খেলাটাই লিগের শুরুতে দেখাতে পারলে মহামেডান খেতাবি লড়াইয়ে থাকতে পারত। গোটা ম্যাচে দাপিয়ে খেলে বিশাল জয়। জোড়া গোল করেন অ্যাডিসন সিং। বাকি চারটি গোল সাকা, সামাদ, শিবা এবং লালরোথাঙ্গার। রেলের একমাত্র গোলটি করেন প্রশান্ত দাস। আগেই অবনমন বাঁচিয়েছিল মহামেডান।

সুনীলদের বকেয়া মেটাল বেঙ্গালুরু

বেঙ্গালুরু: আইএসএল নিয়ে অচলাবস্থায় ফুটবলারদের বেতন বন্ধ করে দিয়েছিল বেঙ্গালুরু এফসি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আপাতত লিগ নিয়ে জটিলতা কাটায় সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিল বেঙ্গালুরু। পাশাপাশি সুপার কাপ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে প্রি-সিজন ট্রেনিংও শুরু করে দিচ্ছে ক্লাব। শনিবার বিবৃতি দিয়ে বেঙ্গালুরু এফসি জানিয়ে দিল, খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ মনোনয়ন

প্রতিবেদন: সিএবি সভাপতি পদে রবিবার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে পুরো প্যানেলের মনোনয়ন জমা পড়বে। রবিবারই মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয়বারের জন্য সিএবি-র মসনদে বসছেন সৌরভ। সচিব হিসেবে বাবলু কোলে, যুগ্মসচিব পদে মদন ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনয়ন জমা দেবেন সঞ্জয় দাস।

দু'বছর পর ফের ফাইনালে লক্ষ্য

খেতাবি দৌড়ে সাত্ত্বিক-চিরাগও

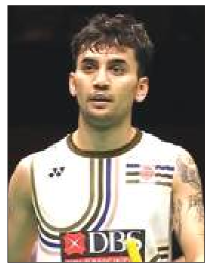

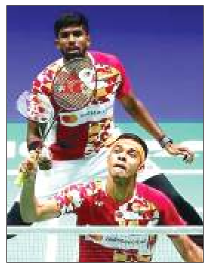

হংকং, ১৩ সেপ্টেম্বর : হংকং ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টনে লক্ষ্য সেনের স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত। শনিবার চিনা তাইপের চউ তিয়েন চেনকে ২৩-২১, ২২-২০ গেমে হারিয়ে ছেলেদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠেছেন তিনি। লক্ষ্য একা নন, ছেলেদের ডাবলসের ফাইনালে উঠেছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি জুটিও।

দু'বছর পর কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য। শেষবার তিনি ২০২৩ সালে কানাডা ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। এদিন সরাসরি গেমে জিতলেও, লক্ষ্যকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে। বিশেশ করে, দ্বিতীয় গেমে তো একটা সময় ১৭-২০ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু টানা পাঁচটি পয়েন্ট জিতে শেষ পর্যন্ত গেম এবং ম্যাচ পকেটে পুরে নেন লক্ষ্য।

অন্যদিকে, সাত্ত্বিক ও চিরাগ এদিন কোর্টে নেমেছিলেন চিনা তাইপের জুটি বিং ওয়েই লিন ও চেন চেং কুয়ানের বিরুদ্ধে। ২১-১৭, ২১-১৫ সরাসরি গেমে ম্যাচ জিতে ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নেন ভারতীয় জুটি। এর আগে ছ'টি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল সাত্ত্বিক ও চিরাগকে। সেই বাঁধা টপকে ফাইনালে উঠতে পেরে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় জুটি। জয়ের পর চিরাগ বলেন, অবশেষে একটা ফাইনালে উঠলাম। আমরা দারুণ খুশি। এর আগে ধারাবাহিকভাবে সেমিফাইনালে হারতে হচ্ছিল। তাই এই ম্যাচটা জিততে মরিয়া ছিলাম।

নেইমারকে ফিট হতেই হবে : কোচ

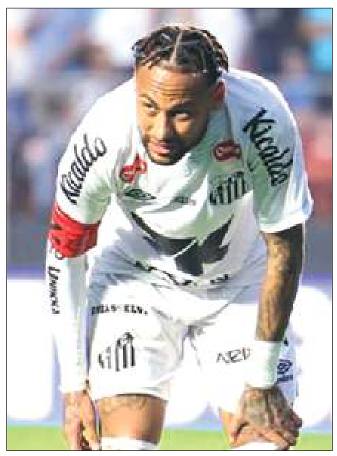

রিও ডি জেনেইরো, ১৩ সেপ্টেম্বর : আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলার জন্য নেইমার দ্য সিলভাকে ১০০ শতাংশ ফিট হতে হবে। সাফ জানালেন কার্লো আনচেলোত্তি। দু'বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল, জাতীয় দলের বাইরে নেইমার। সম্প্রতি বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের শেষ দুটো ম্যাচে দলে ফেরার একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় চোট। যদিও নেইমার তখন জানিয়েছিলেন, চোট নয়, টেকনিক্যাল কারণেই তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

তবে আনচেলোত্তি আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর দলে থাকার প্রধান শর্ত হল, শারীরিকভাবে ১০০ শতাংশ ফিট থাকা। ব্রাজিল দলের কোচ বলেছেন, নেইমারের প্রতিভা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু আধুনিক ফুটবলে প্রতিভা কাজে লাগানোর জন্য ফিটনেসের তুঙ্গে থাকতে হবে। তাই শারীরিকভাবে ১০০ ভাগ ফিট না হলে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া কঠিন।

আনচেলোত্তি আরও বলেন, নেইমারকে ব্রাজিলের জার্সি গায়ে দেখতে সবাই চায়। আমার সঙ্গে নেইমারের কথা হয়েছে। আমি ওকে বলেছি, হাতে অনেক সময় আছে। খুব ভাল করে প্রস্তুতি নাও। বিশ্বকাপে দলকে সাহায্য কর। যাতে ব্রাজিল নিজেদের সেরা ফুটবল তুলে ধরতে পারে। নেইমার যদি পুরো ফিট হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই বিশ্বকাপ দলে থাকবে।

মোহনবাগান নিয়ে পরিকল্পনা আহালের

প্রতিবেদন : কলকাতার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে ম্যাচের চার দিন আগেই শহরে চলে এসেছে তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আহাল এফকে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ মোহনবাগানের প্রথম প্রতিপক্ষ তারা। মঙ্গলবার যুবভারতীতে ম্যাচ। শুক্রবার মধ্যরাতে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রেখেই কার্যত হুঙ্কারের সুরে আহালের হেড কোচ ভেলসাহেত ওভেজোভ জানিয়ে দিলেন, তাঁর দল মোহনবাগান ম্যাচের জন্য তৈরি। শনিবার বিকেলে নিউ টাউনে ফেডারেশনের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে অনুশীলন করেন আহালের ফুটবলাররা।

সাম্প্রতিককালে তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব এফকে আর্কাদাগ কলকাতায় খেলে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। কোনও বিদেশি ফুটবলার তাদের দলে ছিল না। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এসিএল টু-এর ম্যাচ খেলতে আসা আহাল দলেও নেই কোনও বিদেশি। দেশীয় খেলোয়াড়দের নিয়েই বাজিমাত করতে চায় তারা। ঘরোয়া লিগে তারা দু'নম্বরে রয়েছে। আহালের কোচ ওভেজোভ বললেন, মোহনবাগানকে নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা তৈরি। দেশে আমরা যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছি এই ম্যাচের জন্য। বাকিটা ম্যাচে দেখা যাবে।

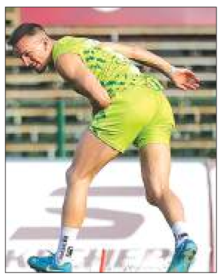

প্রস্তুতি টমের। শনিবার।

শহরে এসে আহালের অনুশীলন শুরুর দিন মোহনবাগানও তাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ফিনিশিং টাচ দিতে ব্যস্ত। কোচ জোসে মোলিনা চেষ্টা করছেন, সেরা টিম কম্বিনেশন তৈরি করে নিতে। মনবীর সিংয়ের চোট ভাবালেও বাকিরা আহাল ম্যাচের জন্য তৈরি। সুহেল ভাটকেও তৈরি রাখছেন। আহালের বিরুদ্ধে হোম ম্যাচে জেসন কামিন্স মোহনবাগান আক্রমণের বড় ভরসা হতে যাচ্ছেন। রবসন রোবিনহো, টম অলড্রেড, জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রিরাও মোলিনার অঙ্কে। স্বস্তির খবর, এদিন আলবার্তো রডরিগেজও দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। আগামী দু'দিনে প্রথম এগারো চূড়ান্ত করতে চান বাগান কোচ।

মাঠে ময়দানে
14 September, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাঁচ ওভারে খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমন ঘটনা আগে দেখিনি! আরব আমিরশাহি ম্যাচ নিয়ে বললেন কপিল দেব

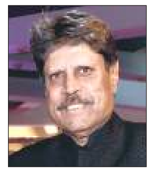

নিরুত্তাপ দুবাইয়ে আজ অচেনা মহারণ

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : শোনা যাচ্ছে দুবাইয়ে ভারত-পাক ম্যাচের সব টিকিট নাকি বিক্রি হয়নি! কয়েক হাজার টিকিট পড়ে আছে। আরও শোনা যাচ্ছে বিসিসিআই কর্তারা নাকি এই ম্যাচ বয়কট করছেন। ঠিক কিনা সময় বলবে। তবে দুই প্রতিবেশী দেশের মহারণ নিয়ে যে গনগনে উত্তাপ এতদিন দেখা গিয়েছে সেটা রবিবারের ম্যাচে একেবারে অনুপস্থিত। দুবাইয়ে ম্যাচ নিয়ে কেমন যেন উদাসীন ভাব। এরমধ্যে আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ম্যাচ বয়কটের দাবি উঠেছে।

হরভজন সিং কয়েকদিন পরে বোর্ড এজিএমে পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করবেন শোনা যাচ্ছে। দেশের অন্যতম সফল স্পিনারের এটাই ক্রিকেট প্রশাসনে প্রথমবার পা রাখা। তিনি এখনও পাক ম্যাচ না খেলার দিকেই ঝুঁকে আছেন। ভাবটা এই, না খেললেই ভাল হত। কিন্তু বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বলে দিয়েছেন, তাঁরা সরকারের গাইডলাইন মেনে চলবেন। তাতে বলা আছে মাল্টিন্যাশনাল টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা যেতে পারে। কিন্তু এতেও বয়কট-বয়কট ভাবটা যাচ্ছে না। আগের দিন বেশ কায়দা করে এই বার্তা দিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। শনিবার একইভাবে জবাব দিয়েছে পাকিস্তান সুপার লিগের দল করাচি কিংস।

তবে বিসিসিআই সচিব সাইকিয়া পাক ম্যাচে দুবাইয়ে থাকবেন না। তিনি নাকি মেয়েদের বিশ্বকাপ নিয়ে চরম ব্যস্ত! এর মধ্যে কয়েটি ম্যাচ আবার সচিবের শহর গুয়াহাটিতে হবে। বোর্ডের আরেক প্রভাবশালী কর্তা অরুণ ধুমলও শোনা যাচ্ছে পাক ম্যাচ এড়িয়ে যাচ্ছেন। একমাত্র রাজীব শুক্লাকে হয়তো দুবাই স্টেডিয়ামে দেখা যাবে। যেহেতু তিনি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের অন্যতম কর্তা। পাক ম্যাচের আগে এই ছবিটা একেবারে ভিন্ন। দুবাইয়ে এমন ম্যাচ অনেক হয়েছে। তাতে কর্তাদের ভিড় উপচে পড়েছিল।

তবু এটা পাকিস্তান ম্যাচ। আর সেইজন্য আরব আমিরশাহিকে হারিয়ে সূর্যকুমার যাদব বলেছিলেন, আমরা এই ম্যাচ নিয়ে উত্তেজিত। ছেলেরা সবাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভাল করতে চায়। তবে ওমানকে হারানোর পর পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘা বলেছেন, গত ২-৩ মাসে আমরা বেশ ভাল ক্রিকেট খেলেছি। আমরা যদি পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে যে কোনও দলকে হারাতে পারি। যা শুনে ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক যোগ করেছেন, খুব ইন্টারেস্টিং হবে এই ম্যাচ। আর আমরা খেলা ছাড়া অন্য কিছুতে মাথা ঘামাচ্ছি না।

ভারতীয় প্র্যাকটিসে বরুণ আর কুলদীপকে অনেকক্ষণ বল করতে দেখা গিয়েছে। ওয়াসিম আক্রম বলেছেন, এই দু'জনকে সামলানো কঠিন হবে পাকিস্তানের। কুলদীপ আরব আমিরশাহি ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছেন। প্র্যাকটিসে কোচ গম্ভীরকে আলাদা করে কথা বলতে দেখা গেল সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে। প্রশ্ন হল তাঁর ব্যাটিং অর্ডার কি চারই থাকছে নাকি তাঁকে শুরুতে তুলে নিয়ে আসা হবে? কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে ইনিংস শুরু করবেন অভিষেক শর্মা আর শুভমন গিলই।

ইয়ো ইয়ো আর ব্রঙ্কো টেস্টের পর ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ ছেলেদের দক্ষতা বাড়াতে নিয়ে এসেছেন গোলকিপার্স ড্রিলকে। দুই ফিল্ডারের মাঝখান দিয়ে অনেক সময় বল গলে যায়। সেটা আটকাতেই এই মহড়া। হার্দিক, শুভমন, রিঙ্কুদের এই প্র্যাকটিস করতে দেখা গিয়েছে। তবে একই সময় মাঠের আরেক প্রান্তে আফগানিস্তানের প্র্যাকটিস চলছিল। অধিনায়ক সূর্যকে তাই মন দিয়ে সেটাই দেখতে দেখা গেল। বোঝা যাচ্ছে আরব ম্যাচে সহজ জয়ের পর বিন্দাস মেজাজে রয়েছেন স্কাই।

প্রচুর টেনশনের আবহে রবিবার মুখোমুখি হচ্ছে এই দু'দল। এই টেনশন বাইরে বেশি, ভিতরে কম। আক্রম বলেছেন, বাইরের আওয়াজ কানে তোলার দরকার নেই। শুধু মাঠে সেরা খেলাটা খেলতে হবে। তিনি বলেন, একটা দল জিতবে। একটা দল হারবে। তাই শুধু ক্রিকেটে মন দাও। আমি প্রত্যেকটা ভারত-পাক ম্যাচ উপভোগ করেছি। প্রতিপক্ষও তাই করেছে। পাক ব্যাটার সায়ুম আয়ুব বলেছেন, আমরা শুধু ভারতের বিরুদ্ধে জিততে চাই না, টুর্নামেন্টও জিততে চাই। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁদেরও ভরসা স্পিন।

এশিয়া কাপে ভারত বরাবরই পাকিস্তানে টেক্কা দিয়েছে। এই দুটো দল ১৫ বার এতে মুখোমুখি হয়েছে। ভারত জিতেছে ৮ বার। পাকিস্তান ৫ বার। আর রবিবারের ম্যাচে ভারতকেই ফেবারিট বলা হচ্ছে। তবে প্রশ্ন হল, এই ম্যাচে বাঁহাতি অর্শদীপের জায়গা হবে কিনা। সম্ভাবনা কম। গম্ভীর হয়তো উইনিং কম্বিনেশন ভাঙবেন না। তাছাড়া শিবম দুবে থার্ড সিমার হিসাবে তিন উইকেট নেওয়ার পর অর্শদীপের সুযোগ আরও কমেছে। নতুন বলে বাকি দু'জন বুমরা ও হার্দিক। স্পিন বিভাগেও পরিবর্তনের প্রশ্ন নেই।

আজ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বুমরাই তুরুপের তাস ভারতের। প্রস্তুতির ফাঁকে সতীর্থদের সঙ্গে তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে মিল নেই এই উইকেটের

ফোকাস রাখো মাঠেই, সূর্যদের বার্তা গম্ভীরের

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে জানালেন, বাইরের কোলাহল তাঁদের কানে পৌঁছচ্ছে না। কোচ গৌতম গম্ভীরও ছেলেদের এটাই বলেছেন যে, ফোকাস শুধু মাঠে রাখ। বাইরে নয়। এই দুবাইয়ে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারত কয়েক মাস আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। কিন্তু রায়ান বললেন, সেই উইকেট আর এই উইকেটের অনেক তফাত। তবে তিনি যাই বলুন, দুবাইয়ের উইকেটে স্পিনাররা যথারীতি সুবিধা পাচ্ছেন।

এদিকে, সূর্যকুমার যাদবকে কার্যত আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন সলমন আঘা। পাক অধিনায়কের হুঙ্কার, বিশ্বের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা আমাদের আছে। ওমানকে ৯৩ রানে হারিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে পাকিস্তান। রবিবার শাহিন আফ্রিদিদের সামনে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হানার পাল্টা অপারেশন সিঁদুর। গত কয়েক মাসে ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ফলে রবিবারের ম্যাচ নিয়ে দুই দেশে বাড়তি উত্তেজনা রয়েছে। আঘা বলছেন, গত দু'-তিন মাস ধরে আমরা উঁচু মানের ক্রিকেট খেলছি। ত্রিদেশীয় সিরিজ জেতার পর এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেয়েছি। আমাদের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারলে, আমরা বিশ্বের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখি।

এদিকে, শনিবার সাংবাদিক সম্মলনে এসে পাকিস্তানের সাইম আয়ুব আবার সাফ জানালেন, শুধু ভারত ম্যাচ নিয়েই তাঁরা ভাবছেন না। বরং এশিয়া কাপ জেতার লক্ষ্য নিয়েই দুবাইয়ে এসেছেন। এক সাংবাদিক আয়ুবকে প্রশ্ন করেছিলেন, টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে হারের পর কেমন অনুভূতি হয়েছিল। জবাবে পাক ক্রিকেটার বলেন, ওটা দেড় বছর আগের ঘটনা। সেই সময় প্রশ্নটা করলে, উত্তর দিতে পারতাম। এখন কিছু মনে নেই।

তিনি আরও বলেছেন, আমরা শুধু কালকের ভারত ম্যাচ নিয়েই ভাবছি না। টুর্নামেন্ট জেতাই আসল লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই এখানে পা রেখেছি। ভারত ম্যাচের টিম কম্বিনেশন নিয়ে আয়ুবের বক্তব্য, প্রতিটি ম্যাচের পিচ এবং পরিবেশ অনুযায়ী সেরা এগারো বেছে নিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট। আমরা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলব, এটা জানাতে চাই।

হার-জিত নিয়ে এটা শুধু একটা খেলাই : আক্রম

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর প্রথমবার বাইশ গজে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান। অনেকেরই প্রশ্ন, মানুষের আবেগকে গুরুত্ব না দিয়ে কেন ক্রিকেট খেলছে ভারত? পাকিস্তানের অনেকেই ভাবতে পারেননি, পহেলগাঁও-কাণ্ডের পর এত তাড়াতাড়ি তাদের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি হয়ে যাবে ভারত? প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম মনে করছেন, ক্রিকেট ও রাজনীতিকে আলাদা রাখা উচিত। রবিবার এশিয়া কাপে ভারত-পাক দ্বৈরথের আগে দুই দলকে আক্রমের পরামর্শ, বাইরে কী হচ্ছে ভুলে গিয়ে ম্যাচটা উপভোগ করো।

২০০৮ থেকে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ। শুধু আইসিসি ইভেন্ট এবং এশিয়া কাপের মতো বহুদলীয় প্রতিযোগিতায় পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যায় ভারত-পাকিস্তানকে। পহেলগাঁও-কাণ্ডের পর দু'দেশের সম্পর্ক আরও তলানিতে নামে।

সংবাদসংস্থা এএফপি-কে আক্রম বলেন, দুই দেশের ক্রিকেটারদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, ক্রিকেট ছাড়া বাকি সব কিছু ভুলে যাও। একটা দল জিতবে এবং একটা হারবে। এটাই তো খেলার মজা। যেই ম্যাচ জিতুক, মুহূর্তটা উপভোগ করো। এই ম্যাচের আলাদা চাপ থাকেই, কিন্তু সেটা উপভোগ করো। মাঠে শৃঙ্খলা দেখাবে কারণ, এটা শুধুই একটি খেলা। দুটো দল এবং তাদের সমর্থকদের কাছে এটাই আমার অনুরোধ।

রবিবারের ম্যাচে ভারতকে হারানোর সুযোগ রয়েছে পাকিস্তানের, মানছেন আক্রম। সুইয়ের সুলতান বলছেন, পাকিস্তানের সামনে সুযোগ রয়েছে। বাবর, রিজওয়ানকে ছাড়া তরুণরা এখন ভাল খেলছে। গত সপ্তাহেই ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতেছে। সলমনরা যেন শুধু ভারতকে হারানোর কথা না ভাবে, বরং এশিয়া কাপ জয়ের লক্ষ্য থাকা উচিত। বড় দলের বিরুদ্ধে হারতেই পারো। কিন্তু ফের উঠে দাঁড়াতে হবে।

প্রবাসের দুর্গাপুজো

দুর্গাপুজো আজ বিশ্বজনীন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পুজোর আয়োজন করেন মূলত প্রবাসী বাঙালিরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, সুইডেনের বিভিন্ন শহরে ঘরোয়া পরিবেশে আয়োজিত হয় শারদোৎসব। পুজোর পাশাপাশি আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাওয়াদাওয়া, আড্ডা— সবকিছুতেই লেগে থাকে আন্তরিকতার ছোঁয়া। বিদেশের দুর্গাপুজো ঠিক কীভাবে হয়, কয়েকজন প্রবাসী বাঙালির সঙ্গে কথা বলে জেনে নিলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

বাঙালিরা যেখানে, দুর্গাপুজো সেখানে। তা সে বাংলার বাইরেই হোক বা দেশের বাইরে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছেন বহু বাঙালি। মূলত পড়াশোনা ও কাজের সূত্রে। সারাবছর তুমুল ব্যস্ততা। তার মধ্যেও শরৎকালে মেতে ওঠেন দুর্গাপুজোয়। দেবী আরাধনার পাশাপাশি আয়োজিত হয় জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। চলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, আড্ডা। এইভাবেই আজ দুর্গাপুজো হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। ঘরোয়া পরিবেশের পুজোগুলো হয়তো ততটা আড়ম্বরপূর্ণ নয়, তবে তাতে লেগে থাকে আন্তরিকতার ছোঁয়া। বিদেশের দুর্গাপুজো ঠিক কীভাবে হয়, কয়েকজন প্রবাসী বাঙালির সঙ্গে কথা বলে জেনে নিলাম।

লস অ্যাঞ্জেলেসের শারদোৎসব

বহু বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে আছেন কল্লোল চট্টোপাধ্যায়। আগে থাকতেন সানফ্রান্সিসকোয়। কথা হল তাঁর সঙ্গে। এই দুই শহরের দুর্গাপুজো সম্পর্কে তিনি জানালেন, দুই জায়গাতেই সাড়ম্বরে দুর্গাপুজো হয়।

লস অ্যাঞ্জেলেসে শারদোৎসব

এখানকার পুজো কলকাতার পুজো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভিড়ভাট্টা নেই, থিম নেই। পুরোপুরি ঘরোয়া। সাতের দশকে সানফ্রান্সিসকোয় প্রবাসী-র দুর্গাপুজোয় ১০০-১৫০ লোক হত। এখন অনেকটাই বেড়েছে। বেড়েছে পুজোর সংখ্যাও। ১২টার মতো পুজো হয়। ক্যালিফোর্নিয়াতেও আগের তুলনায় পুজোর সংখ্যা বেড়েছে। প্রতিটা পুজোয় গড়ে ৫০০-৬০০ লোকজন হয়।

পুজোর পাশাপাশি আর কিছু হয়? জানালেন, জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আগে স্থানীয় শিল্পীরাই অংশগ্রহণ করতেন। এখন আসেন কিছু কিছু কলকাতার শিল্পী। এসেছেন হৈমন্তী শুক্লা, অপর্ণা সেন-সহ অনেকেই। নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সিতেও পুজো হয় জমজমাটভাবে। কল্লোল গ্রুপের পুজোর খুব নাম। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুজোর আয়োজন করা হয়।

কলকাতায় যখন দিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন রাত। ফলে সবসময় দিন বা সময় মেনে পুজো করা সম্ভব হয় না। তাহলে কীভাবে হয় পুজো? তিনি জানালেন, পুজো আয়োজিত হয় মূলত উইক-এন্ডে। শুক্রবার শুরু। রবিবার পর্যন্ত। প্রতিটা পুজোই আয়োজিত হয় নিষ্ঠার সঙ্গে। (এরপর ১৮ পাতায়)

রবিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

14 September, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

প্রবাসের দুর্গাপুজো

(১৭ পাতার পর)

আমি একটা সময় বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন ক্যালিফোর্নিয়ার সভাপতি ছিলাম। আন্তরিকতার সঙ্গে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছি। পুজোর পাশাপাশি অনুষ্ঠান তো হয়ই, সেইসঙ্গে হয় খাওয়াদাওয়া, আড্ডা। বসে দোকান। পাওয়া যায় রকমারি জিনিস। প্রসাদ দেওয়া হয় সবাইকেই।

কোথা থেকে ঠাকুর আসে? জানালেন, ঠাকুর আসে কলকাতার কুমোরটুলি অথবা কালীঘাট পোটোপাড়া থেকে। একটা প্রতিমা বেশ কয়েক বছর রেখে দেওয়া হয়। আগে প্রতিমা হত ছোট। এখন তুলনায় বড় হয়েছে। পুজোর আয়োজন করেন মূলত প্রবাসী বাঙালিরা। তবে আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরাও আসেন। আসেন আমেরিকার বহু মানুষ। শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে মহামিলন ঘটে। কেউ কেউ অন্যান্য পুজোও দেখতে যান। আমরাও যাই। পুজোর সময় এখানে হালকা শীত পড়ে। সবমিলিয়ে দারুণ লাগে।

দুর্গোৎসবে মাতে আটলান্টিক সিটি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দুর্গাপুজোয় ভারতীয় বাঙালিদের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের বাঙালিরাও। বহুবছর নিউজার্সিতে আছেন সুব্রত চৌধুরী। কীভাবে এই শহরে দুর্গাপুজো আয়োজিত হয়? জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, শারদোৎসবের বার্তা নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির প্রবাসী বাঙালি হিন্দুরা মেতে ওঠেন হরেক আয়োজনে। এই শহরে প্রবাসী হিন্দুদের উদ্যোগে শ্রীশ্রী গীতা সংঘ মন্দিরে এই বছর ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হবে। চলবে ২ অক্টোবর পর্যন্ত। তিথিমতে পুজোর যাবতীয় শাস্ত্রীয় কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা হবে। মণ্ডপে শোভা পাবে ফাইবারের দুর্গাপ্রতিমা। প্রতি বছর একই প্রতিমা দিয়ে পুজো করা হয়।

শহরে পুজোর সূচনা হয়েছিল কোন বছর? জানালেন, আটলান্টিক সিটিতে ২০০৮ সালে সর্বপ্রথম সার্বজনীন শারদীয় দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। তবে আটলান্টিক কাউন্টির প্রবাসী বাঙালি হিন্দুদের উদ্যোগে এগ হারবার শহরের ৫৭১, দক্ষিণ পোমনাতে অবস্থিত বৈকুণ্ঠ হিন্দু জৈন মন্দিরে প্রথমবারের মতো দুই দিনব্যাপী সার্বজনীন দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সাল থেকে আটলান্টিক সিটির ১০৯, উত্তর ফ্লোরিডা অ্যাভিনিউস্থ শ্রীশ্রী গীতা সংঘ মন্দির প্রাঙ্গণে তিথি অনুযায়ী পাঁচদিনের দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও জাগরণী কালচারাল সোসাইটি ইনক-এর উদ্যোগে বৈকুণ্ঠ হিন্দু জৈন মন্দিরে দুদিন দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজনের মধ্যে কী কী থাকে? জানালেন, আয়োজনের মধ্যে থাকে পূজার্চনা, আরতি, প্রবাস প্রজন্মের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনা, সদস্য-সদস্যাদের পরিবেশনায় সংগীত অনুষ্ঠান, পুঁথি পাঠ, কীর্তন, সিঁদুর খেলা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। এবারেও তাই হবে। দুর্গোৎসবের শেষ দিন সিঁদুর খেলায় মেতে উঠবেন নারীরা। আশা করা যাচ্ছে বিগত বছরের মতো এবছরও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ আমাদের দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করবেন।

মেলবোর্নের দশভুজার আরাধনা

১৯৬১ সালে ছাত্র হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের মাটিতে পা রেখেছেন প্রতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর বহু বছর ধরেই আছেন। দেখছেন এখাকার দুর্গাপুজো। কথা হল তাঁর সঙ্গে। তিনি জানালেন, ১৯৭৫-এর পর থেকে মেলবোর্নে বাঙালিরা বেশি আসতে শুরু করেন। কয়েক বছরের মধ্যে এই শহরে বাঙালি-স্ফীতি বেড়ে ওঠে। এখন মেলবোর্নে বাঙালির সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। ১৯৮৪ সালে মেলবোর্ন শহরে, বাঙালি অ্যাসোসিয়েসন অফ ভিক্টোরিয়া বা বিএভি নামে নতুন পরিচয়ে গড়ে ওঠে একটি নব-নির্মিত সংস্থা। তার দুই বছর পর, ১৯৮৬ সালে মেলবোর্নে প্রথম বারোয়ারি সরস্বতী পুজো হয়। দশভুজার আরাধনা শুরু হয় ১৯৮৯ সালে। ওই সময়ে পুজো করতেন ড. চিন্তামণি দাতার। তিনিই একদিন আমাকে ডেকে বলেন, তোমার গলায় পৈতে আছে তো? তারপর আমার গলার পৈতে দেখে, প্রীত হয়ে তিনিই আমার হাতে বিএভি-র দুর্গা পুজোর ভার সঁপে দেন। তাঁর কাছে আমার পুজোর হাতেখড়ি এবং প্রথম দুর্গাপুজো থেকে এখনও পর্যন্ত এই ৩৫ বছর, মাঝে দুই বছর ছাড়া, আমিই মেলবোধর্নের পুজো করেছি। সঙ্গে আরও আটজন উচ্চশিক্ষিতকেও পৌরোহিত্য-কর্মে যোগদানে অনুপ্রাণিত করেছি। বিএভি-র দুর্গা পুজোই মেলবোর্নের প্রথম পুজো।

আমেরিকার নিউজার্সির আটলান্টিক সিটির দুর্গাপুজো

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের দুর্গাপুজো

এইবছর মেলবোর্নে কতগুলো দুর্গাপুজো হবে? তিনি জানালেন, ১১টি বারোয়ারি এবং ১০টির ওপর পারিবারিক পুজো হবে। ১১টি পুজোর মধ্যে বাংলাদেশের পুজো ৩টি। বারোয়ারি পুজোগুলো উইকএন্ডে হয়। পারিবারিক পুজোগুলো হয় পুজোর দিনেই। এখানে হলের অভাবের দরুন ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবার পর্যন্ত প্রতি উইক-এন্ডে পুজো হবে।

ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখার প্রচলন আছে? জানালেন, গত বছরের মত এই বছরও বিএভি-র কয়েকজন সদস্য বাসের বন্দোবস্ত করেছেন। এক দিন গাড়ি চালনা-বিমুখ মানুষদের বাসে করে স্থানীয় কয়েকটি পুজো প্রাঙ্গণ দর্শন করানো হবে।

নিয়ম মেনে পুজো হয়? কোথা থেকে আসে ঠাকুর? তিনি জানালেন, সব আচার ও নিয়ম মেনেই পুজো সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু দেশ কাল পাত্র হিসেবে একটু বদল করতে হয়। যথা নবপত্রিকার ৯ রকম ডাল না পেলেও আমাদের একটি ছোনট কলা গাছ শাড়ি পরে গণেশের পাসে বসেন। পুজো দেবীপূরাণ মতেই করা হয়। শোলা ও ফাইবারগ্লাসের প্রতিমা কলকাতা থেকেই আসে। এখানে প্রতিমাকে জলে বির্সজন করা যায় না। আমরা দর্পণে বির্সজন করি। তাতে প্রতিমাটিকে বাড়তি কয়েক বছর ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যায়। পুজোর শনিবার ও রবিবার দুপুরে ভোগে খিচুড়ি, লাবড়া, চাটনি, মিষ্টি ও শনিবার রাত্রে ভোজ খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কয়েক দিন নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শাড়ি গয়নার দোকান, খাবার দোকান ইত্যাদি সবাইকে খুব ব্যস্ত রাখে। আনন্দের জোয়ার যেন ভাসতে থাকে।

পুজো মণ্ডপে বাঙালি ছাড়াও বহু অবাঙালি ও অস্ট্রেলিয়ানরাও আসেন। দারুণ কাটে দিনগুলো।

ইংল্যান্ডের শেফিল্ড-এর দুর্গোৎসব

শেফিল্ডের দুর্গাপুজো

সাড়ম্বরে দুর্গাপুজো আয়োজিত হয় ইংলন্ডে। চিকিৎসক-সাহিত্যিক নবকুমার বসু কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে আছেন। কথা হল তাঁর সঙ্গে। এই দেশের দুর্গাপুজো সম্পর্কে তিনি জানালেন, প্রবাস তথা ইংল্যাগন্ডের দুর্গোৎসবের কথা উঠলে একসময় লন্ডনের নাম উল্লিখিত হত। তবে বহুধাবিভক্ত হয়ে এখন লন্ডনের সেই গরিমা আর নেই। বিগত কয়েক বছর ধরে বিলেতে দুর্গাপুজো হিসেবে এদেশের উত্তরপূর্বে শেফিল্ড অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট দুর্গোৎসব অ্যান্ড কালচারাল কমিটির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাড়ে তিন দশকের বেশি এই দুর্গাপুজো এখন সর্ব অর্থেই সর্বজনীন।

বাঙালিদের পাশাপাশি ব্রিটিশরাও পুজোয় অংশগ্রহণ করেন? তিনি জানালেন, উদ্যোক্তা বঙ্গসন্তানরা হলেও অন্যান্য প্রবাসী ভারতীয় এবং দেশীয় ব্রিটিশ বন্ধুরাও শেফিল্ড-এর পুজোয় নির্দ্বিধায় সম্পৃক্ত হন। যথারীতি নতুন প্রজন্ম এখন পুরনোদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং বলতে দ্বিধা নেই, তাতে আমাদের এই পুজোর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। নতুন উদ্যম, টেকনোলজির ব্যবহার এবং উদার মানসিকতায় নিজেদের আইডেন্টিটি খুঁজে নিতে বর্তমান কমিটি নিশ্চয়ই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে।

দেখেছেন দেশের পুজো। এখন দেখছেন বিদেশের পুজো। কী তফাত চোখে পড়ে? তিনি বললেন, কয়েক বছর আগে দেশে পুজোর সময় গিয়ে জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়ার মতো অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের প্রবাসীদের শারদোৎসব সেই তুলনায় অনেক বেশি আন্তরিক, প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য। পুজো কমিটি প্রকাশিত শারদীয় পত্রিকা ‘কাশফুল’-এ বাংলা ইংরিজি উভয় ভাষাতেই অংশগ্রহণ করে সব বয়সের স্থানীয় বঙ্গসন্তানরা। মনে হতে পারে প্রবাসের পুজো বলেই হয়তো এখানে কিঞ্চিৎ জোড়াতালি দিয়ে কাজ সারা হয়। সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং এ-কথাই সত্যি যে, দেশের আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমকের নিচেই আসল দুর্গাপুজো যেখানে হারিয়ে যেতে বসেছে, আমাদের এই প্রবাসের পুজো সেখানে অনেক বেশি শান্ত, স্নিগ্ধ, মাতৃপুজোর উদাহরণ হয়ে উঠেছে। আর সেই সনাতন পুজোর আবহ রচনার সমস্ত কৃতিত্বই দিতে হবে বর্তমান পুজো কমিটির দক্ষ সদস্যদের। পুরোহিত দিব্যেন্দু শুধু সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ তাই না, প্রকৃতই একজন পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান সেবক। তার সঙ্গেই এই পাঁচদিনের বিশাল কর্মকাণ্ড সামলানোর যে আত্মবিশ্বাসী পরিশ্রমী কমিটি, তাদের মধ্যে আছে প্রবাল, কৌস্তভ, সুবীর, সমুজ্জ্বল, অভিজিৎ, সুগত, সন্দীপ, ভিক্টর এবং প্রমীলাবাহিনীর মধ্যে বর্ণালী, সঙ্গীতা, ইন্দ্রিলা, মিষ্টি, সুদীপ্তা, রিমি, সুস্মিতা, অনিন্দিতা প্রমুখ।

(এরপর ২০ পাতায়)

ঘটা করে দুর্গাপুজো করতেন চুঁচুড়ার জমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদার। তাঁর পুজোর খবর ছাপা হত সংবাদপত্রে। প্রতিযোগিতায় ঢুকে পড়েছিলেন কলকাতার বনেদি পুজোগুলোর সঙ্গেও। আমন্ত্রণ জানাতেন বিজ্ঞাপন দিয়ে। এ হেন মানুষটি একটা সময় জড়িয়ে পড়েন আর্থিক জালিয়াতিতে। সাজা দিয়ে পাঠানো হয় দ্বীপান্তরে। এরপর তাঁর পুজোর খবর আর পাওয়া যায়নি। ছিলেন পণ্ডিত এবং দাতা। তাঁকে নিয়ে লিখলেন **সন্ময় দে**

আজ ইংরেজি বর্ষের পয়লা তারিখ, ১৮২৭ সাল। রাজা বৈদ্যনাথের কলকাতার মস্ত বাড়িতে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করা হয়েছে। শহরের ধনী ব্যক্তিদের নানারকমের শখের মধ্যে বুলবুলির লড়াই, পায়রা ওড়ানো, বেড়ালের বিয়ে দেওয়ার মতো আরেকটি শখ হল পালোয়ান পোষা। বাবুরা সব নিজের খরচে পালোয়ান পোষেন আর তাদের দিয়ে মল্লযুদ্ধ করান। পালোয়ানদের জয়ই হল তাঁদের জয়। মল্লযুদ্ধের জনপ্রিয়তা কলকাতা শহরে এত বেড়েছে যে এ-দেশীয় রাজা, জমিদার, উঠতি বড়লোকেরা ছাড়াও ইউরোপীয়রা পর্যন্ত নিজের নিজের পালোয়ান নিয়ে হাজির হচ্ছেন বিভিন্ন মল্লযুদ্ধের আসরে।

রাজা বৈদ্যনাথের মল্লযুদ্ধেও দেশি-বিদেশি মিলিয়ে বহু পালোয়ান যোগ দিয়েছে। মেজর ব্যাম্বেল, জর্জ পামারের মতো শৌখিন আর বিলাসী সাহেবরাও এসেছেন তাঁদের নিজের নিজের পালোয়ানদের নিয়ে। সে এক হইহই রইরই ব্যাপার।

গত তিনদিন ধরে চলছে রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগিতা। মল্লযুদ্ধে সবাইকে হারিয়ে

প্রাণকৃষ্ণের দুর্গাপুজো

শেষপর্যন্ত বর্তন সিং জয়ী হল। লড়াই জিতে বর্তন সিং তার দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে এমন এক হুঙ্কার ছাড়ল যে তাতে উপস্থিত জনতার পিলে চমকে গেল। মুগুরভাঁজা, পেটানো চেহারা তার। হাত আর পেটের গুলি দেখলে সন্দেহ হয়, এ-কি আসলে মানুষ, নাকি অসুর? দর্শকদের জয়ধ্বনির মধ্যে প্রতিযোগীতায় বিজয়ীর পুরস্কার স্বরূপ নগদ পাঁচশ টাকা ধুতির খুঁটে গুঁজে নিজের 'বাবুর' পিছু পিছু মল্লভূমি ছাড়ল সে।

বর্তন সিংয়ের মালিক হল চুঁচুড়ার জমিদারবাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার। পালোয়ানের জয় তো তাঁরই জয়! জনতা তাই বর্তন সিংয়ের পাশাপাশি চলেছে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের নামে জয়ধ্বনি। গর্বে তাই তাঁর বুক ফুলে উঠেছে।

প্রাণকৃষ্ণ হালদারের জমিদারি চুঁচুড়ো আর ফরাসডাঙায়। জমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদারকে শুধু বিত্তশালী বললে তার কিছুই বলা হল না। জমি জিরেত বাদ দিয়ে চুঁচুড়াতেই আছে তাঁর পাঁচ-ছ'খানা বাগানবাড়ি। ফরাসডাঙাতে আছে একটি মস্ত বাগানবাড়ি। কলকাতা শহরে আটখানি অট্টালিকা। আর সেসব বাড়ির আয়তন কত? বেশ, একটা দুটো বাড়ির কথা বলা যাক। ট্যাঙ্কস্কোয়্যারের কাছে তাঁর যে তেতলা অট্টালিকাটি আছে সেটি একবিঘা চোদ্দ কাঠা জমি জুড়ে। রাসেল স্ট্রিটের একখানা বাড়ি আট বিঘা পনেরো কাঠা জমি জুড়ে। এছাড়াও কলকাতার আরও নানা জায়গায় তার বাড়ি আছে বলে শোনা যায়।

এখানে উল্লেখ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বর্তমানে তাদের দেশের রাজপুরুষ বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নামে যেসব রাস্তার নামকরণ করতে শুরু করেছে রাসেল স্ট্রিট তাদের অন্যতম। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হেনরি রাসেলের নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে। (এরপর ২০ পাতায়)

২০
১৪ সেপ্টেম্বর
২০২৫
রবিবার

রবিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

14 September, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

প্রাণকৃষ্ণের দুর্গাপুজো

(১৯ পাতার পর)
তা এ-হেন ধনী মানুষ যে সাড়ম্বরে দুর্গাপুজো করবেন এতে আর বিস্ময়ের কী আছে? এমনিতেই এখন কলকাতার বনেদি পরিবারগুলোর মধ্যে জাঁক করে পুজো করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। পুজোয় যে যত জাঁক করতে পারবে, ধরে নেওয়া হবে তাঁর প্রতিপত্তি তত বেশি। কলকাতা শহরের একেকটা পুজোয় খরচ হয়ে যাচ্ছে লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

প্রাণকৃষ্ণের দুর্গাপুজো অবশ্য নতুন নয়। তিনি অনেক আগে থেকেই ঘটা করে মায়ের পুজো করেন। শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'-এ গত দু'বছর ধরে ছাপা হয়ে আসছে প্রাণকৃষ্ণের দুর্গাপুজোর খবর। কিন্তু এ-বছর তিনি পুজোয় এমন জাঁক করলেন যে কলকাতার বনেদি পুজোগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ঢুকে পড়ল বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের পুজো।

২০ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরেজি কাগজ 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ ছাপা হল একটি অদ্ভুত আমন্ত্রণপত্র। শিরোনামে লেখা হল 'গ্র্যান্ড নচেস' অর্থাৎ 'বিরাট নৃত্যসভা'। তারপরে, 'চুঁচুড়ার বাবু শ্রী প্রাণকৃষ্ণ হালদার শহরের ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছেন, দুর্গোৎসব উপলক্ষে তিনি তাঁর চুঁচুড়ার বাড়িতে এক মহতি নাচের আসরের আয়োজন করেছেন। আসর চলবে ২০ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত। যাঁরা আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন, বাবু সবিনয়ে, ওই সময়ে সেইসব ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের সাহচর্য প্রার্থনা করছেন। যাঁরা টিকিট অথবা নিমন্ত্রণপত্র পাননি, অর্থাৎ বাবুর সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নাই, তাঁদেরও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। বাবুর তরফে তাঁদের অ্যাপ্যায়নের কোনও ত্রুটি ঘটবে না'।

এছাড়াও এই বিজ্ঞাপন তথা নিমন্ত্রণপত্রটিতে সরাসরি বলা হয়েছে, 'অভ্যাগতরা প্রত্যেকে 'টিফিন' পাবেন, অর্থাৎ প্রাতরাশ। 'তা ছাড়া পাবেন ডিনার। খাদ্যের সঙ্গে থাকবে ঢালাও মদও'। এমন বিজ্ঞাপন দেখে সাধারণ মানুষ তো বটেই, কলকাতার অনেক বনেদি বাবুরও চোখ কপালে উঠল। ঢালাও আমন্ত্রণ! কত টাকা আছে লোকটার, যে এভাবে অগুন্তি মানুষকে নেমন্তন্ন করছেন?

প্রাণকৃষ্ণের দুর্গাপুজোয় সত্যি সত্যিই দলে দলে সাহেব-মেম আর কলকাতার বাবু-বিবিরা এলেন কলকাতা থেকে। ইংরেজ-প্রিয় প্রাণকিশোর হালদার নিজের নাম ইংরেজিতে লেখেন 'বাবু প্রাণকিশোন হলডার'। অবশ্য যেসব বাবু-বিবিদের বাড়িতে পুজো নেই, বিশেষ করে তাঁরাই। এলেন বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বয়স্যরা। প্রাণকৃষ্ণের আয়োজন আর তাঁর অভ্যর্থনার ঘটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে তাঁর মতো ধনী আর হৃদয়বান মানুষ কলকাতায় নেই।

কলকাতায় যে পাঁচ-সাতটি বড় পরিবার মস্ত জাঁক করে পুজো করেন, তাঁদের আয়োজনকে এবার ফিকে মনে হতে লাগল। সাধে কি আর কথাটা চালু হয়েছে, 'বাবুর বাবু সেরা বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার'।

তবে শুধুমাত্র ধনীরাই তাঁর পুজোয় নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন এমন মোটেই নয়। তাঁর জমিদারির সমস্ত প্রজা সাত দিনের জন্য পাত পেরেছিল তাঁর বাড়িতে। সাতদিন দুবেলা দেদার খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। আশেপাশের গাঁ-গঞ্জ থেকে নিজের আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে যেতেও কোন বাধা চজিল না তাদের। দুর্গাপুজোর ক-দিন অবারিত দ্বার সকলের জন্য। আর সেইসঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ মুক্তহস্তে দানও করেন প্রজাদের।

প্রাণকৃষ্ণকে বেহিসেবি, খরুচে বলে ধরে নিলে ভুল হবে। তিনি দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকেন, তাঁদের হিতার্থে বহু অর্থ ব্যয় করেন বলেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে। দুর্গাপুজোর ঠিক পরের মাসেই, অর্থাৎ ২০ অক্টোবর তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-এর আরেকটি প্রতিবেদনে ছাপা হল, 'শুনিলাম শহর চুঁচুড়া নিবাসি দ্বিজমিষ্টভাষী শ্রীযুতবাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় বহুতর ধনব্যয়পূর্ব্বক নানা রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দীনদরিদ্র রোগীদিগকে ঐ ভেষজদানদ্বারা আরোগ্য করিয়া দিতেছেন। বিশেষ শুনিলাম, ধনবান, অর্থাৎ যাঁহারা ধনব্যয়দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন, এমন ব্যক্তিকে দেন না, কিন্তু কাঙ্গাল রোগগ্রস্ত যত লোক যায় তাবৎকেই দিয়া থাকেন ইহাতে অবারিতদ্বার...'। এমন খবর পড়ে কলকাতার জনতা 'সাধু সাধু' করল। এইভাবেই গড়গড়িয়ে চলল বাবু প্রাণকৃষ্ণের বিজয়রথ।

১২ মার্চ, ১৮২৯ তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেট'এ প্রাণকৃষ্ণ হালদারকে নিয়ে যে খবরটি প্রকাশিত হল তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল কলকাতা এবং চুঁচুড়াবাসী। 'ক্যালকাটা গ্যাজেট' লিখেছে, 'বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার দ্বীপান্তরে চলেছেন। সাত বছরের জন্য আদালতের রায়ে তাঁকে চালান দেওয়া হচ্ছে প্রিন্স অব ওয়েলস দ্বীপে। তাঁর অপরাধ, জালিয়াতি'। আরও লিখেছে 'চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি। তাঁর বিলাসিতার কাহিনী সর্বজনবিদিত। তিনি বন্ধু ও অতিথিদের নাচগান এবং খানাপিনায় আপ্যায়ন করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কে জানে, মাত্রাহীন বিলাসিতাই তাঁর কাল হল কি না। আমরা আশা করব, তাঁর এই বেদনাদায়ক পরিণতি থেকে অন্যরা শিক্ষালাভ করবেন'।

সংবাদ পাঠ করে বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া করণীয় আর কিছু নেই। যে মানুষটা এমন ধুমধাম করে, এত খরচ করে মায়ের আরাধনা করেন, কত মানুষ তাঁর পুজোয় নিমন্ত্রিত হন সে-খবর তাঁর নিজেরই জানা নেই; আর সেই মানুষটাই কিনা জালিয়াত! প্রাণকৃষ্ণকে নিয়ে মানুষ দ্বিধাবিভক্ত হল। সবার মনেই দ্বন্দ্ব তৈরি হল মানুষটাকে নিয়ে। কেউ বলল, 'মানুষটা খারাপ কিছু করতেই পারেন না', আবার অন্যরা বলল, 'নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে, নাহলে জালিয়াতির মামলা হবেই বা কেন!'

২৯ মার্চ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট মামলার রায় দিল। সেই রায়ের সঙ্গে যে তথ্য প্রকাশিত হল তা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার ভুয়ো কাগজ দেখিয়ে নানা জনের থেকে ষাট লক্ষ টাকা কর্জ করেন। পাওনাদাররা তাঁদের অর্থ ফেরত চাইলে তিনি তা দিতে অসমর্থ হন। আর সেই প্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্টের রায়।

আর্থিক জালিয়াতি সুপ্রিম কোর্টে ভয়ঙ্কর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। প্রাণকৃষ্ণের নিকটজনেরা, তার দেশি এবং বিদেশি বন্ধুরা আদালতের কাছে তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার আর্জি জানালেন। তাঁরা বললেন, 'প্রাণকৃষ্ণের মতো সজ্জন মানুষ আর হয় না। তাঁর মতো শিক্ষিত এবং ধার্মিক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত এই কাজ করেননি। মানুষের উপকার করতে গিয়েই তাঁর ঋণ হয়েছে। বহু মানুষের আদর্শ প্রাণকৃষ্ণ। তাঁকে শাস্তি পেতে দেখলে অনেকেই নৈতিকভাবে ভেঙে পড়বেন। তাই সব দিক বিচার বিবেচনা করে আদালত যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেন। শুধু তাই-ই নয়, প্রাণকৃষ্ণ হালদার একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁকে দ্বীপান্তরে পাঠালে কালাপানি পেরোনোর দায়ে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে সমাজচ্যুত হতে হবে। তাঁর ছেলেরা বিনা অপরাধে কেন এই শাস্তি পাবে? কালাপানি পেরোলেই পরিবারের ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে যাবে। বাপের অপরাধে সন্তানেরা কেন শাস্তি ভোগ করবে। মহামান্য আদালত যেন এই দিকটি ভাল করে খতিয়ে দেখেন।'

কিন্তু পরিবারের তরফে এই আবেদন অরণ্যে রোদনই হল। বিচারক আবেদনকারীদের যুক্তি এককথায় খারিজ করে দিয়ে বললেন, 'প্রাণকৃষ্ণ হালদার সমাজের একজন বিশিষ্ট মানুষ। তিনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং দাতা। তাঁকে দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হন। তাই তাঁর অনেক বেশি করে সংযত আর দায়িত্ববান হওয়া উচিত ছিল। তাঁর এমন কোন কাজ করা উচিত হয়নি, যার দ্বারা সমাজের অকল্যাণ হয়। প্রাণকৃষ্ণ হালদারের অপরাধের শাস্তি উদাহরণ হয়ে থাকুক সমাজের কাছে।' এই বলে বিচারক প্রাণকৃষ্ণকে সাত বছর দ্বীপান্তরের সাজা শোনালেন। এরপর বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের জাঁকজমকের পুজোর খবর আর পাওয়া যায়নি।

২৭ জুলাই, ১৮২৮ তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারকে নিয়ে আরও একটি খবর প্রকাশিত হল। তাতে লেখা হল ''বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের কিছু সম্পত্তি নিলামে উঠেছে। নিলাম ডেকেছে 'মেসার্স ম্যাকেঞ্জি ল্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানি'। তাতে দেখা গেল প্রাণকৃষ্ণের চন্দননগর আর কলকাতার মোট আটটি বাড়িই নিলাম হচ্ছে। তার মধ্যে আছে চুঁচুড়ার পাঁচ-ছ'খানা বাড়ি, চন্দননগরের বাগানবাড়ি, কলকাতার লালদীঘির কাছের তিনতলা বাড়ি আর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িটিও আছে।''

ফরাসডাঙা – চন্দনগর
ট্যাঙ্কস্কোয়্যার – লালদীঘি (মহাকরণের সামনের দীঘি)

প্রবাসের দুর্গাপুজো

(১৮ পাতার পর)
মনে রাখা দরকার শেফিল্ড তথা বার্নসলের এই দুর্গোৎসবে ষষ্ঠী থেকে দশমী প্রতিদিন আনুষাঙ্গিক অন্যান্য নিয়মনীতি অর্চনা অঞ্জলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও দুবেলা পেটপুজোর আয়োজনও থাকে। থাকে সামাজিকতা, মেলামেশা, ধুনুচিনাচ, আরতি, নিবিড় সন্ধি পুজো ঢাকবাদ্যিও এবং অবশ্যই পুজোর সাজ, প্রবল আড্ডা এবং পুজোসংখ্যান নিয়ে নাড়াচাড়াও। সত্যি বলতে কি নস্টালজিয়া ব্যতিত, বিলেতের দুর্গাপুজোকেই ইদানীং মনে হয় স্বর্গের দেবী দুর্গা মর্ত্যের মেয়ে উমা হয়ে এখন আমাদের কাছে অনেক আপনরূপেণ সংস্থিতা। আর তার সমস্ত কৃতিত্বই কয়েকজন উদ্যমী পরিশ্রমী কৃতী এবং আন্তরিক যুবক-যুবতীর।

হেলসিংবর্গের দেবীবন্দনা

সুইডেনের বাঙালিরাও দেবীবন্দনায় মেতে ওঠেন। কর্মসূত্রে বেশ কয়েক বছর এই দেশে আছেন শীর্ষেন্দু সেন। কথা হল তাঁর সঙ্গে। তিনি জানালেন, সুইডেনের হেলসিংবর্গ শহরে আমাদের 'সম্বন্ধ' ক্লাবের উদ্যোগে দুর্গাপুজো আয়োজিত হয়। আমরা বাঙালিরা চূড়ান্ত উৎসবমুখী। সময় বলছে, কুমোরটুলির দিকে লরির চাকা গড়াবে আর কিছুদিনের মধ্যেই। মাটি থেকেই জন্ম মায়ের। আমাদের পুজোর বিষয়ও তাই মাটি।

পুজোর আয়োজন সম্পর্কে তিনি জানালেন, তিন দিনের পুজো। প্রতিবছরেই একটা অক্লান্ত পরিশ্রম থাকে প্রস্তুতির। এই বছরেও সেটা চলছে। আমাদের পুজোয় চণ্ডীপাঠের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পূষণদা যখন উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করেন, তখন মনে হয় যেন কলকাতার কোনও প্যান্ডেলে বসে আছি। কুমারী পুজোও হয়। সুইডেনে লিঙ্গবৈষম্য সবচেয়ে কম। আমাদের এই কন্যা-আরাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা সুইডিশদেরও বুঝিয়েছি। ওঁরা স্বাভাবিকভাবেই খুব উৎসাহিত। এইসব নিয়েই গত বছরের মতো এবারের পুজোও জমজমাট।

সুইডেনের হেলসিংবর্গের দুর্গাপুজো